মহাজন-বাণী

স্নেহলতা দাস
সংকলিত ও অনূদিত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৪৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

মুদ্রক : সুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১।১, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

স্বর্গতা পুণ্যশীলা জননীর পবিত্র উদ্দেশ্যে

সন্তানের অশ্রুসিক্ত ভক্তি অর্ঘ।

নিবেদন

বহুদিন হইতে যাহা পড়িয়া বা শুনিয়া ভাল লাগিত, তাহাই সযত্নে লিখিয়া রাখিতাম; কখনও বা অনুবাদ, কখনও মূল কথা, কখনও বা কোন উপদেশের সার মর্ম। এগুলি সাধারণতঃ ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার-এর স্পিরিচুয়াল লাইফ, ডেইলী স্ট্রেংথ য়্যাণ্ড ডেইলী নীড্‌স্‌, জেম্‌স্‌, ইমিটেশন অভ ক্রাইস্ট গ্রেট সোল্‌স্‌ য়্যাট প্রেয়ার, সেণ্ট আগষ্টিন এবং হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। পুণ্যশীলা জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়াও কতবার এগুলি শুনিতে চাহিতেন। আজ আর তিনি ইহলোকে নাই। তাঁহার কোন অভাবও হয়ত নাই। তবুও তাঁহারই তৃপ্তির আশায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে প্রয়াসী হইলাম।

এগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিব, এরূপ উদ্দেশ্য কোন দিন ছিল না, তাই কোন্‌টি কোন্‌ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা সকল সময় লিখিয়া রাখি নাই।

যাহা শুনিয়া জননী এত শান্তি লাভ করিতেন, তাহা যদি আর কাহারও প্রাণে শান্তি বা সান্ত্বনা আনে, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সর্বপ্রথমে মাননীয় 'ব্রহ্মবাদী' সম্পাদক মহাশয় "মহাজন-বাণী" নাম দিয়া এগুলি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যাঁহাদের গ্রন্থ হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমি চির ঋণী। প্রথম সংস্করণে হয়ত অনেক ভুল ত্রুটি থাকিয়া যাইবে; বারান্তরে উহার সংশোধনে চেষ্টীত থাকিব।

লেখিকা।

সূচীপত্র

ফুলের মত সহজ সুরে,
প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে,
যেন মরিতে জানে।

—রবীন্দ্রনাথ

মহাজন বাণী

সময়ের ব্যবহার ও তাহার প্রভাব

হে আমার আত্মা, কাল-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, অতীতের নিম্নগ্রামের আদর্শ পরিত্যাগ কর; তাহা অপেক্ষা নূতন ও মহত্তর জীবন-সৌধ নির্মাণে প্রবৃত্ত হও। বাহিরের ভোগ-সুখের যে স্বর্গ, তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখ; অনন্ত জীবন-সমুদ্রের চিরগতিশীল প্রবাহের বাধা-স্বরূপ সঞ্চিত যত গণ্ডী ও বন্ধন, তাহা ছিন্ন করিয়া মুক্ত হও।

উন্নত হৃদয়বান ব্যক্তিদের পক্ষে কোন নূতন আহ্বান বা ভগবানের সুস্পষ্ট ধ্বনি অধিক দিন শ্রবণ না করিয়া থাকা অসম্ভব। সে ডাক শুনিয়া তাঁহারা অতি ত্বরায় সুখশয্যা পরিত্যাগ করেন, এবং প্রতিদিনের কার্যে বিশ্বস্তভাবে নব যাত্রা আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টি ক্রমে উর্ধ হইতে উর্ধদিকে ধাবিত হয়। পুণ্য কার্য সঞ্চিত হওয়ার জন্য তাঁহারা কোন অপেক্ষা রাখেন না; বিশ্রাম

বিহীন হইয়া নব সঙ্কল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের কর্মের অভাব হয় না। একের পর অন্য কর্ম অতি ত্বরায় তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। তাঁহারা মঙ্গলের জন্যই পুণ্য কার্য করেন এবং মঙ্গলই জীবনে আয়ত্ত করিবার জন্য অধিকতর লক্ষ্য করিয়া চলেন। তাঁহাদের এত প্রশান্ত ভাব যে কখনও উল্লসিত হন না। তাঁহারা এত বিশ্বস্ত-ভাবে কর্ম করেন যে তাঁহাদিগকে কোনদিন মর্মপীড়া ভোগ করিতে হয় না। কর্মই তাঁহাদের পূজা এবং অবিরাম উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই কর্ম।

* * *

ভগবান এ জগতে আমাদের জন্য অতি অল্প সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই আমাদের জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত। এ জগতের প্রত্যেকটি মুহূর্তের জন্য সেই মহান বিচারপতির নিকট হিসাব দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের প্রত্যেকটি অর্থহীন বাক্যের জন্য আমরা দায়ী। যে সময় আত্মিক সাধনা ও শুভ কার্যে ব্যয় করা উচিত, তাহা যদি নিষ্ফল ও অশুভ আলোচনায় ব্যয় করি, তবে

তাহার জন্যও আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

অলসতাকে প্রশ্রয় না দিয়া যতক্ষণ কর্মে ব্যস্ত থাকি, কোন পাপ প্রলোভন আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। অলস ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির তুল্য, কেননা সে ভগবান ও মনুষ্যের কোন কাজে আসে না। সে পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করে, আহার বিহার করে,—জীবনে কোন দায়িত্ব অনুভব করে না।

অলসতা পাপ,—কেননা উহা সময়ের মহা অপব্যবহার। অলসতা বর্তমানকে অবহেলা করে বলিয়া কোন শক্তি আর অতীতকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

* * *

দিবসের প্রথমে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কর্মে লিপ্ত হওয়া এবং দিবস অন্তে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন,—ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা।

তুচ্ছ কথায়, তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট হইতে দিবে না। এক একটি দিবসের সফলতার উপরে অনন্ত জীবনের সফলতা নির্ভর করে।

দিবসের কর্ম-প্রবাহের মধ্যে অবসরকালে মধ্যে মধ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বল সঞ্চয় করিবে। ভগবান তোমার নিত্য সঙ্গী একথা সর্বত্র সর্ব অবস্থায় স্মরণ রাখিবে।

সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রভাব আমাদের সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত হয়। কেননা, তখন অলসতা ও পাপ প্রশ্রয় পাইতে পারে না। প্রলোভন ও কর্মহীনতার ইহা ঔষধস্বরূপ। অলস ও কর্মহীন জীবনে যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় ইহা তাহাতে বাধা জন্মায়। ইহা আমাদিগকে শুধু মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত করে না,— আমাদিগকে মঙ্গল কার্যে নিযুক্ত রাখে।

বর্তমান মুহূর্ত কোন শুভ সুযোগ বহন করিয়া আমার নিকট উপস্থিত, তাহা যদি নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র শক্তি দিয়া গ্রহণ করি, তবেই ভগবানের ইচ্ছা বুঝিবার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারি।

* * *

ঈশ্বর স্নেহশীল পিতা। তিনি যে কাজে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন, সেখানেই আমাদের জন্য স্থান নির্দেশ করেন এবং সে কাজই ভগবানের

কাজ। প্রতি মানবের জন্য তিনিই কর্ম মনোনীত করেন ; মানুষ যদি সহজ ও দীন ভাবে তাহা সম্পন্ন করে, তবেই আনন্দ লাভ করে। আমাদের জন্য যে কাজ তিনি মনোনীত করেন, তাহার উপযুক্ত শক্তি ও বুদ্ধি তিনিই যোগান। যদি আমরা তাহাতে ক্লান্ত বা অক্ষম হই, তাহা নিজেদের অপরাধ। আমরা নিজেরা যদি আমাদের কর্মে সুখী না থাকি, তবে ভগবানকে সুখী করিতে পারি না, একথা নিশ্চিত।

ভগবানের কাছে কাজের ছোট বড় নাই। যে কাজ তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাই শ্রেষ্ঠ কাজ। আমাদের চক্ষে তাহা তুচ্ছ বোধ হইতে পারে, কিন্তু একবার যদি আমরা অন্তরের বাণী শ্রবণ করি যে ভগবান ইহা আমাদের নিকট হইতে চান, তবে সে কাজের বিশেষত্ব বিবেচনা করার অধিকার আমাদের থাকে না। অপর পক্ষে, যে কাজ আমাদের চক্ষে বড় বলিয়া বিবেচিত হয়, আর যদি তাহা ভগবানের অভিপ্রেত না হয়, তবে সে কাজের কোন মূল্যই থাকে না। যে কাজ তুমি ছোট মনে করিতেছ, তাহা অবহেলা করিয়া কি

সুযোগ তুমি হারাইতেছ, তাহা তুমি জান না; সে কাজ বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করিলে ভগবানের কোন্ আশীর্বাদ তুমি লাভ করিবে তাহাও জান না।

প্রতিদিন তোমার সম্মুখে যে কর্তব্য উপস্থিত, তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করিলে যখন বৃহত্তর কর্তব্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন তোমার সাহায্যের অভাব হইবে না—এই বিশ্বাস তোমার দৃঢ় হউক। ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ কর, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তোমার চক্ষু তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ রাখ, তাঁহার বাণী শ্রবণ কর,—এই ভাবে সাহসিকতার সঙ্গে, আনন্দ চিত্তে তোমার প্রতিদিনের কর্মে অগ্রসর হও।

* * *

কৃতজ্ঞ অন্তরে অতীতের শিক্ষা গ্রহণ করি, ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অজ্ঞাত। হে প্রভু, তোমার রক্ষণাবেক্ষণী শক্তির নিকটে নিজেকে সমর্পণ করি। তোমার চরণে শান্তভাবে নিজেকে স্থাপন করি।

* * *

প্রতিদিন প্রভাতে তোমার চিত্তকে এমনভাবে প্রস্তুত রাখিবে, যেন দিবসে প্রশান্তভাব রক্ষা করিতে পার; দিবসে সকল কর্মের মধ্যে যেন তোমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণে রাখিয়া চিত্তকে নিজস্ব স্থানে ফিরাইয়া আনিতে পার। যদি কিছু তোমাকে বিক্ষিপ্ত বা বিচলিত করে, যদি পীড়া দেয়, তবে কেন এইরূপ হয় তাহা অন্বেষণ কর এবং ভগবানের চরণে দীনভাবে অধীনতা স্বীকার কর ও চিত্তের প্রশান্তভাব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হও। নিজেকে বল, "আমি বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলাম, আমি নিশ্চয়ই অধিকতর সাবধানতা ও মনোযোগের সহিত আবার আমার পথ চলিব।" যতবারই তোমার পতন হউক, এ-কথা সর্বদা স্মরণে রাখিবে। তোমার চিত্তে যখন শান্তি থাকে, তখনও দীনভাবে কার্য করিবে। এমন কি, অতি সামান্য বিষয়েও চিত্তের সমতা কিরূপে রক্ষা পায়, তাহা অন্বেষণ করিবে। সর্বোপরি নিরুৎসাহ হইও না; শান্তভাবে অপেক্ষা কর। আত্মায় শান্ত, মধুর ভাব রক্ষার জন্য চেষ্টিত থাক।

শুধু তোমার পিতার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ হইতে

দাও। তিনি সত্যস্বরূপ শুধু ইহাই জান এবং শান্ত হও। শুধু তাঁহাকেই বিশ্বাস কর, তবে সকলই পাইবে।

যত পুরাতন বন্ধু, যত পুরাতন দৃশ্য,—সকলই আমাদের নিকট অধিকতর সৌন্দর্যপূর্ণ হইয়া উঠিবে, যখন প্রতি বস্তুর মধ্যে আমরা স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইব। আমাদের প্রত্যেক বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে তখন প্রেমের মধুর স্ফুরণ হইবে এবং প্রার্থনা জন্মলাভ করিবে।

ঈশ্বর-বিশ্বাসীর নিকট এই দুঃখকষ্টপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল পৃথিবীও গৌরবময় বলিয়াই বোধ হয়। কেননা, এখানেও ভালবাসা ও উৎসাহ দিবার লোক আছে, এখানেও এমন বস্তু আছে, যাহাতে ক্ষতি-পীড়িত জনও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে।

* * *

গত কল্যের পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আগামী কল্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত। বর্তমান শুধু আমাদের হাতে—আমরা বর্তমানকে আমাদের সাধ্যমত সুমিষ্ট করিয়া তুলিতে পারি।

আমাদের জিহ্বা লৌহদ্বারা প্রস্তুত নয়, তথাপি উহার কাটিবার ক্ষমতা আছে।

জীবনে ভাল, মন্দ, অন্ধকার—সকলই আছে; কিন্তু কর্ম, জীবনে দেবদূতের ন্যায় কার্য করে।

মধুচক্র যেমন মধুদ্বারা পূর্ণ থাকে, সাধুর হৃদয় তেমনি ধর্মে পূর্ণ থাকে।

দয়ার মত গুণ আর নাই, সত্যের ন্যায় ধর্ম আর নাই।

তিনটি জিনিষ একবার গেলে আর পাওয়া যায় না,—যে কথা বলা হইয়াছে, যে তীর একবার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যে সুযোগ হারান হইয়াছে।

* * *

যদি তোমার আদর্শ স্থির করিতে না পার, তবে নিজেই আদর্শ হও।

খাদ্য যেমন দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, অনুশীলন মনের পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয়।

যাহা করিবে বলিয়া মনে করিয়াছ, তাহা সম্পাদন কর। বাহিরে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

যে বন্ধুর প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করা চলে, তিনি কত মূল্যবান ও সম্মানাস্পদ।

যিনি মহৎ শক্তিশালী ও কৌশলী, তিনিই জানেন প্রতীক্ষা কাহাকে বলে। যাহারা অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারাই জয়লাভ করেন।

যাহা সত্য তাহাই করিতেছি, এই জ্ঞান আশ্চর্যরূপে মানব হৃদয়ে ঔষধের ন্যায় কার্য করে। জীবনে নূতন নূতন বিপদ ও দুঃখ আসে, তখন এই চিন্তাই আমাদিগকে সবল রাখে যে আমরা কর্তব্যভ্রষ্ট হই নাই।

মানুষের সহানুভূতি লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু অন্তরকে স্বর্গীয় ভাবদ্বারা পূর্ণ রাখিতে পারা ততোধিক সৌভাগ্য।

আনন্দ ও দুঃখ বহন করিয়া সময় চলিয়া যাইতেছে। কল্যকার জন্য অপেক্ষা করিও না। যে পুণ্য কাজ করিতে পার, তাহা অদ্যই সম্পন্ন কর।

দেবতারাও যেখানে ভ্রমণ করিতে ভীত হন, নির্বোধেরা সেখানে ভ্রমণ করে।

পৃথিবীতে সূর্য ও ছায়ার মিলন কি অপূর্ব!

মানবজীবনেও দুইটী বস্তুর সমাবেশ। সূর্য কি বিরাট! ছায়া কত ক্ষুদ্র!

অতীত ইতিহাসের যত শ্রবণের বিষয় তাহা ভবিষ্যতে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিবার বস্তু।

সকল পদার্থের উজ্জ্বল দিক দেখিতে অভ্যস্ত হও।

* * *

আমরা ভবিষ্যতের জন্য কেন এত ব্যাকুল হই? ইহা ত আমাদের কাজ নয়; নিজেদের অত্যধিক আগ্রহে কখনও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখি, আবার কখনও বা অন্ধকারে আবৃত করি, এ সকলই নিজের ইচ্ছাকৃত কল্পনা; যিনি বিধাতা, ভবিষ্যৎ যাঁহার হস্তে, এই সকল কল্পনাদ্বারা তাঁহারই বিধানের উপরে কি হস্তক্ষেপ করি না? ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবামাত্র তাহা সম্পন্ন করা, তিনি আমাদের নিকট কি চান, প্রতি মুহূর্তে তাহা বুঝিবার জন্য অনুসন্ধান করা, এবং আমাদের সকল স্বার্থ ও যাহা কিছু সব তাঁহার শাসনের অধীনে রাখিয়া আনন্দমনে ইহাই বিশ্বাস করা যে, তিনি আমার জন্য যে পথনির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন,

তাহাই আমার পূর্ণতার ও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পথ,—ইহাতে বিশ্বাসী হওয়াই আমার একমাত্র কর্তব্য ও সুখ; আমরা কেন এই সহজ সরল পথে ভ্রমণ করি না?

এস, আমরা বর্তমানের বিষয়ই শুধু চিন্তা করি। ভবিষ্যতের বিষয়ে কোন ঔৎসুক্য যেন মনে স্থান না দিই। ভবিষ্যৎ এখনও আমাদের নয়—সম্ভবতঃ না-ও হইতে পারে। ভগবান জানাইবার পূর্বে তাঁহার বিধান জানিবার জন্য ইহা কেবল প্রলোভন মাত্র, এবং যাহা তিনি হয়ত আমাদের জন্য নির্দেশ করিয়া রাখেন নাই, তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়ামাত্র যদি ভবিষ্যতে এমন কিছু আসে, আমাদের দরকার বুঝিয়া তখন তিনিই আমাদিগকে আলোক ও শক্তি দিবেন। আমাদের নিজেদের যখন কোন শক্তি বা আলোক নাই, তখন কেন আমরা পূর্ব হইতেই দুঃখ কষ্টকে আহ্বান করি? এক বর্তমানের বিষয়েই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি, বর্তমানের কর্তব্যের ভার বহন করি।

প্রতি মুহূর্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা বহন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

মেষশাবক যেমন নিজেকে পালকের অধীনে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, তেমনি তুমিও তোমাকে ঈশ্বরের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে সমর্পণ কর। যদি তুমি তোমাকে মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত দেখ, যদি চতুর্দিকে,—অন্তরে, বাহিরে,—কোন স্থির ভূমি না পাও, যদি মনে কর, তোমার গন্তব্য পথে পৌঁছিতে তোমাকে ইহার মধ্য দিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যিনি রক্ষক, তিনিই তোমার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করিবেন।

* * *

গত কল্যের সমাধি হইয়াছে, উহাকে ভুলিয়া যাও। আগামী কল্য এখনও আসে নাই, উহার জন্য ব্যস্ত হইও না। আজ বর্তমান, ইহার সদ্ব্যবহার কর।

তোমার শক্তি তোমার দেশের কাজে, সত্যের কাজে, সর্বোপরি ভগবানের কাজে নিয়োজিত রাখ।

* * *

মানুষের দয়া কেবল তাহার প্রতিবাসীর জন্য, কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া সমস্ত জীবজগতে

ব্যাপ্ত। দয়া এমনই জিনিষ যে, তাহা বধিরও অনুভব করে, বোবাও বুঝিতে পারে।

কোন কার্যের দোষ না ধরিয়া উহার উজ্জ্বল দিকটা দেখিবার অভ্যাস কর; উহা সহস্র মুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান।

যে তার বন্ধুর ক্ষতি করে, সে নিজের ক্ষতি বেশী করে; কেননা, তার অন্তরের বিবেক সর্বদাই ন্যায় বিচার করে।

মানবজীবনে গুরুতর অপরাধ,—বিশ্বস্ত বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া একত্র বাসও ভাল, কিন্তু অন্তরে ঘৃণা লইয়া সম্পদপূর্ণ গৃহে একত্র বাস বাঞ্ছনীয় নহে।

কর্মে এক পদ অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় পদও অগ্রসর হইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া কর্মে অগ্রসর হও।

যাহারা কোন কাজই করেন না, তাহাদের জীবনই কেবল ভ্রম প্রমাদপূর্ণ।

যিনি বর্তমানকে নিজের আয়ত্তের অধীন করিতে পারেন, তিনিই সুখী। যিনি নিজেকে

বশে আনিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, 'আমি বর্তমানে জীবিত—ভবিষ্যৎ আমার কি অমঙ্গল করিবে ?'

কখনও ধৈর্যচ্যুত হইও না। সাবধান, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া অন্যে আমোদ অনুভব করিবার সুযোগ যেন না পায়।

যাহারা সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করে, তাহারাই জীবনে জয়লাভ করে।

প্রভাতে উঠিয়া স্থির করিবে, তোমার দিবসের কর্তব্য কি। সমুদয় কার্য কিভাবে সম্পন্ন করিয়াছ, তাহা সন্ধ্যায় বসিয়া আলোচনা করিবে।

ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সাধন করিব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আজ অর্থাৎ বর্তমান মুহূর্তে কোন্ কাজ করিয়াছি, তাহাই চিন্তার বিষয়। ভবিষ্যতে মহৎ কার্য করিব বলিয়া বর্তমান মুহূর্তকে অবহেলা করিলে চলিবে না—যে মুহূর্ত উপস্থিত তাহার সদ্ব্যবহার আবশ্যক।

* * *

প্রতিদিনের নূতন প্রভাতের আলোক, রাত্রির নিদ্রার আশ্রয়, জীবন ও স্বাস্থ্য, পরিবার, প্রিয়জন—

যাহা কিছু তুমি দয়া করিয়া আমাদের দিয়াছ— সকলের জন্য, হে পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ।

রবিবার সপ্তাহের উজ্জ্বল দিবস—এ দিনটির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। এ দিনের একটি ঘণ্টাও যেন বৃথা না যায়। প্রেমের জন্য, মঙ্গলের জন্য, দূর ও নিকটের প্রিয়জনের জন্য, পীড়িত ও আর্ত-জনের জন্য, যাহারা সাহায্যপ্রার্থী তাহাদের জন্য, এবং সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সত্য, দয়া, কর্তব্য, ধর্ম ও ঈশ্বরের জন্য এই দিনটিকে আমরা বরণ করি। এ দিনটি যেন সমস্ত সপ্তাহের উপর ইহার উজ্জ্বল আলোক, শান্তি ও আনন্দের ছায়াপাত করে।

* * *

দুঃখ ও আনন্দ বহন করিয়া সময় চলিয়া যাইতেছে। যাহা কিছু সাধু কাজ করিতে পার, আজই চেষ্টা কর; কল্যকার জন্য রাখিয়া দিও না।

জীবনে যত বেশী সুযোগ আসে, দায়িত্ব ততই বাড়িয়া চলে। সময়ের অসদ্ব্যবহার অপেক্ষা অধিক অপরাধ আর কি আছে?

এই পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহারই তাহার কার্যের পরিচায়ক।

যাহারা অন্যের জীবনে উজ্জ্বলতা দান করে, তাহারা নিজেরা ইহা হইতে বঞ্চিত হয় না।

সৌরমণ্ডল আপন সুখ্যাতি বা সততার গৌরবের জন্য লালায়িত নয়, তথাপি সে কেমন নিরাপদ!

পরিশ্রম সকল জিনিষকে সহজ করিয়া দেয়। যে জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিশ্রম করে না, জন্মভূমির উপর তাহার কোন দাবীই নাই।

যদি সংগ্রাম না কর, তবে অদৃষ্টের দোষ দিলে কোন লাভ নাই।

লোককে ভাল করিবার অতিরিক্ত চেষ্টা অনেক সময় বিপরীত ফল প্রসব করে। অপরকে ভাল করিবার অন্যতর পন্থা নিজে ভাল হওয়া।

ভাল মন্দ বলিয়া কিছু নাই; তুমি যেমন চিন্তা করিবে, ফল তাহাই হইবে।

সাংসারিকতায় মগ্ন হইও না। আত্মাকে নব জন্মে দীক্ষিত করিয়া রূপান্তর গ্রহণ কর।

ঈর্ষাশূণ্য হওয়া পরম মঙ্গলকর। লালসা ও অহঙ্কার, যাহা 'আমিত্ব'-বোধ হইতে জাত, তাহা হইতে মুক্ত থাকা অধিকতর কল্যাণকর।

নির্জন চিন্তাই আত্মাকে সৌন্দর্য দান করে।

জীবনের অন্ধকার দিনগুলিতে যখন সকল শব্দ নীরব হয়, তখন আত্মার মধ্যে কেবল নিস্তব্ধতা বিরাজ করে; সেই নিস্তব্ধতার মধ্য হইতেই ভগবানের বাণী উত্থিত হয়।

সকল ঝঞ্ঝার উর্ধে তাঁহার এই বাণীই সুস্পষ্ট ধ্বনিত,—"এই অন্ধকারের পরপারে উজ্জ্বল দিবস; আমি তোমার পথপ্রদর্শক"। সুতরাং উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ, কি নিম্ন সমতলক্ষেত্র অথবা ছায়াবৃত অন্ধকার উপত্যকা,—যেখানেই বাস করি কিছুতেই আমার ভয় নাই, কেন না সকল স্থানেই তিনি বর্তমান। অধিকতর আশার কথা এই যে, যতদূর পর্যন্ত আমার পথ বিস্তৃত, তিনি কোথাও আমাকে সহায়হীন বা হীনবল করিয়া রাখেন নাই; আমার সাহায্যের জন্য তাঁহার কৃপা হস্ত সর্বত্র প্রসারিত। তিনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমি সেখানেই নিরাপদে যাইব। অবশেষে এমন সুখের দিন জীবনে আসিবে, যখন আমি জানিতে পারিব, কেন এই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী পুরুষ এত পথ অতিক্রম করাইয়া আমাকে বর্তমানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিলেন।

সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার অজানা অন্ধকারের পশ্চাতে ভগবান স্বয়ং দণ্ডায়মান। পৃথিবীর এপারে বা পরপারে—কোন পারেই সদাত্মার পদস্খলন হয় না।

ভগবান আমার আশ্রয় ও দুর্গ; আমি তাঁহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিব।

যাহাদের চিত্ত তোমাতে অবস্থিত, তুমি তাহাদিগকে পরিপূর্ণ শান্তি দান কর, কেন না তাহারা তোমাতেই বিশ্বাসী।

আমি বাছিয়া লব'না তোমারি দান,
তুমি যাহা দিবে তাই ভালো,
তুমি বিপদের পাশে রেখেছ হরষ,
আঁধারের পাশে আলো।

মনের সন্তোষ ও সহিষ্ণুতা সাধন

কোনও বিষয়ে এমন কি, প্রকৃতির অবস্থা প্রতিকূল হইলেও তুমি তাহাতে কোনও প্রকার অভিযোগ আনয়ন করিও না।

যাহাতে তুমি নাই, এমন কোন ঘটনাতে নিজের বিশেষত্ব দিবে না।

অন্যের অদৃষ্টের সহিত নিজের অদৃষ্টের কখনও তুলনা করিও না।

যাহা তোমার ছিল বা আছে, তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ হইলে বা থাকিলে ভাল হইত, এরূপ ভাব মনে পোষণ করিও না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি তোমা অপেক্ষা তোমাকে অধিকতররূপে ভালবাসেন ও তোমার মঙ্গল চিন্তা করেন।

কল্যকার বিষয় চিন্তা করিও না, কেন না তাহা তোমার হাতে নয়, ভগবানের হাতে। দুঃখের বিষয় চিন্তা করিলেই দুঃখের বোঝা বাড়ে। ভগবানই তোমাকে প্রস্তুত করিয়া লইবেন। সন্তোষ লাভের ইহাই উপায়।

আনন্দ লাভের একমাত্র উৎস কর্তব্যে খাঁটি থাকা।

আমরা নিজের ইচ্ছা প্রতিপালনের জন্য একান্ত উৎসুক। যে সকল বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি, তাহাই কেবল সম্পন্ন করিতে চাই, কিন্তু ছোট ছোট কর্তব্য যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পাদনই আমাদের একান্ত লক্ষ্যের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ বিশেষ ঘটনায় শুধু আমাদিগকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়া আবশ্যক, একথা ঠিক নহে। ঘটনা সর্বদাই ঘটে; সামান্য সামান্য বিষয়ে ঈশ্বরের অধীন হওয়ার উপরে আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি কতদূর নির্ভর করে, তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্ম-সমর্পণ করাই সকল ধর্মের সার। ইহার মধ্যেই সকল মঙ্গল নিহিত। ইহাই মনের অচঞ্চল শান্তি ও তৃপ্তির উৎস। তাঁহার ইচ্ছাই ন্যায়, সত্য ও শুভকর জানিয়া যখন নিজের বলিয়া কোন ইচ্ছাই থাকে

না, সকল ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিশাইয়া দিতে পারি, এবং তাহাই জীবনের চরম নিষ্পত্তি জানিয়া তাহাতেই নির্ভর করি, তখনই আমাদের আত্ম-সমর্পণ পরম কৃতার্থতা লাভ করে।

যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, যাহা শুভকর, তাহার প্রতি যে আকর্ষণ, এবং ত্রিভুবনেশ্বরের প্রতি অন্তরের যে গভীর ভক্তি, তাহাই আমাদের অশুভ বাসনা-কামনার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আপন ইচ্ছা বিসর্জন দেন, তাঁহাদের মনে পরাজয় বা নিরাশা স্থান লাভ করিতে পারে না।

সকল ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া, সকল সন্দেহ ও সীমা পরিহার করিয়া, পিতা, মাতা, সন্তান—সকলের মধ্যে সর্বত্র সর্ববিষয়ে, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", এই প্রার্থনাই যেন করি।

* * *

কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহা এখনও জানি না। কিন্তু হে পিতা, হে প্রভু, আমরা সমগ্র ভাবে তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি।

যে অবস্থা বহন করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবার আমাদের কিছু নাই। আমাদের আত্মার উপর আমাদের অসীম কর্তৃত্ব, কিন্তু বাহিরের কোন বিপদ পরীক্ষার উপর নয়। যে সকল ঘটনা আমাদিগকে বিধ্বস্ত করে ও পরীক্ষায় ফেলে, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তাহার গতিরোধ করিতে পারি না। মৃত্যু, আকস্মিক দুর্ঘটনা, ভাগ্য, অন্যায়, পাপ, এ সকল আমাদের জীবনের সমগ্র অবস্থাকে এক মুহূর্তে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে—এ সকলের ক্ষমতা আমাদিগের শক্তির বাহিরে। তবে, ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য নূতন ও আশাপ্রদ অবস্থা আনিয়া দিতে পারে।

* * *

হে বন্ধু, বাহিরের পথ চলিতে চলিতে যাহা জীবনে আসে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। হিংস্র জন্তুর ভীষণ দৃষ্টি তোমার কি করিতে পারে? ভগবানের শক্তি কি তাহা অপেক্ষা প্রবল নয়?

ভিতরের দিকে তাকাও;—সেখানে তোমার

জীবনের বিধি-নিয়ম লিখিত আছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সেখানে প্রকাশিত; যেন তোমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের কি ইচ্ছা তাহা তুমি জানিতে পার।

সহিষ্ণুতা, তাহার সাধকের চিত্তের যত অভিযোগ, অসহিষ্ণুতা, আকাঙ্ক্ষা ও লালসা সব দূরে অপসারিত করিয়া মনের সন্তোষ ও ক্ষমতা আনিয়া দেয়। সাধনের নিষ্ফলতায় কোন দুঃখ নাই, ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন দংশন জ্বালা নাই। যেখানে সহিষ্ণুতা বর্তমান, সেখানে শান্তভাব, বশ্যতা এবং দীর্ঘ কষ্টভোগ। সকল প্রকার ইচ্ছার প্রবল গতি সেখানে প্রশমিত। সহিষ্ণুতা সাধকের দৃষ্টি ভগবানের বিধাতৃত্বের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর নিবদ্ধ এবং তাহাতেই তাঁহারা মুক্তি ও রক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে বিশেষভাবে সমর্থ।

সহিষ্ণুতা তাহার সাধককে মনের আনন্দ ও চিত্তের সমতা দান করে; সকল বিদ্বেষ, অসহিষ্ণু কামনা ও প্রেমের অসংযম হইতে তাহাকে মুক্ত করে। তখন নিষ্ফলতার দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে সহিষ্ণুতা, সেখানেই শান্ত

ভাব ও আনুগত্য, এবং সকল প্রকার যন্ত্রণা ও ইচ্ছার বেগ সেখানেই প্রশমিত। সাধক তখন ঈশ্বরের বিধানের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া স্থির ভাবে অপেক্ষা করেন এবং শক্তিশালী হইয়া মুক্তি ও জীবন লাভ করেন।

ভগবান শান্তস্বরূপ, তিনি প্রশান্ত অনন্ত সত্ত্বায় বিরাজিত। সুতরাং তোমার চিত্তকে শান্ত, নির্মল জলাশয় কর, যেন সেখানে তাঁর পবিত্র জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। অন্তর ও বাহিরের যত কিছু বিক্ষেপ ও অশান্ত ভাব তাহা দূর কর। তোমার চিত্তের শান্তি হরণে তোমার যে ক্ষতি, পৃথিবীর অপর কোন ক্ষতির সহিত তাহার তুলনা হয় না। মানুষের কৃত অপরাধ মানুষকে দীন করিবে, কিন্তু যেন অশান্ত না রাখে। ঈশ্বর আনন্দ, শান্তি ও সুখ স্বরূপ। চিত্তে অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দ লাভের জন্য চেষ্টিত হও। উৎকণ্ঠা, ক্লেশ, অভিযোগ ও বিষাদ, যাহা আত্মাকে ম্লান করে এবং ঈশ্বরের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইতে তোমাকে অনুপযুক্ত করে, তাহা পরিহার কর। যদি মনে কর এ সকল বিরুদ্ধভাব

তোমার চিত্তে জাগ্রত হইতেছে, ধীরে ধীরে তাহা হইতে দূরে পলায়ন কর।

যাহারা নিরন্তর অন্যের চরিত্র ও ব্যবহারের ত্রুটি প্রদর্শন করে, তাহাদের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া আমরাও অভিযোগ ও অশান্তিকে জীবনে স্থান দান করি; তাই আমরা নিজেদের চিন্তার শান্তি ও অপরের মঙ্গলসাধন-জনিত যে আনন্দ, এ উভয় হইতেই বঞ্চিত হই।

এস, সকলে মিলিয়া সর্বপ্রথমে নীরবতার যে মাধুর্য, তাহা অনুধ্যান করি। দ্বিতীয়তঃ, পরের দোষ অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে পাপ বলিয়াই জানি এবং প্রতিবেশীর দৈনন্দিন জীবনযাপনকে কোন ক্লেশদায়ক ও অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যেন কলুষিত না করি। তৃতীয়তঃ, সুখ্যাতির জন্য জীবনে যে পুণ্য ও সৌন্দর্য আবশ্যক, তাহা লাভের জন্য যেন নিরন্তর সাধনায় নিযুক্ত থাকি।

বিধাতা আমাদিগকে যে এ জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত আছে। পৃথিবীর কল্যাণ ও জীবের কল্যাণ-সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রভাত-সূর্য প্রতিদিন

আমাদিগকে জন্মদান করে। জল, বায়ু সকলই বিধাতার নিয়মে জগতের ও মানবের কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত। শুধু মানবকে বিধাতা স্বাধীনতা দিয়াছেন; আমরা যদি স্বার্থপর হইয়া কেবল নিজের মঙ্গল চাই, তবে বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য হয়। প্রতিদিন প্রভাতে নব জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে নব সঙ্কল্প জাগ্রত রাখিয়া জগতের ও মানবের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই বিধাতার অভিপ্রায়। তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

ধৈর্যই সকল কষ্টের পরম ওষধি। কেন না, তাহাতে দুঃখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। ধৈর্য পরম সম্পদ, কিন্তু অধ্যবসায় তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ধৈর্য মানুষকে দুঃখ সহিতে সমর্থ করে, আর অধ্যবসায় তাহাকে দুঃখহীন করে।

যে সকল গুণ চরিত্র গঠন করে, সত্যই তাহাদের ভিত্তি। যে নিজের নিকট বিশ্বাসী, সে জগতের নিকট বিশ্বাসী হয়।

যাহা আত্মাকে পবিত্রতা ও সাধুতা হইতে দূরে রাখে, তাহাই আত্মার পক্ষে নরক, মৃত্যু এবং দুঃখ।

ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়াই আত্মার সুখ, আনন্দ ও স্বর্গ। অতএব, পাপ পরিত্যাগ কর, তবেই তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। অপবিত্র মনোভাবই মনের সকল সুখ হরণ করে।

পাপের মূল উৎপাটন করা কঠিন। বরং পুণ্য অর্জন করিয়া পাপ হইতে বিরত হওয়া সহজ। পাপ-চিন্তা পরিত্যাগ কর। যাহারা তোমার সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদের শক্তি ও গুণাবলী অনুধ্যান কর, সাধ্যানুসারে সেগুলির অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হও, তবেই তোমার পাপ যথাসময়ে শুষ্কপত্রের মত ঝরিয়া পড়িবে। সাধু ও পাপীর পার্থক্য এই, একজনের সংযমের শক্তি আছে, অপরের তাহা নাই।

বিধাতা তাঁহার প্রচুর দান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত রাখিয়াছেন। তাঁহারই নিয়মে সকলে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহা বুঝিবার জন্য শুধু মানবকেই তিনি বুদ্ধি ও বিচার শক্তি দিয়াছেন। এই দান সংগ্রহ করিতে জ্ঞান ও শ্রমের আবশ্যক। যদি তাঁহার নিয়ম পালন করিয়া চলি, তবে হৃদয়কে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারি। বিধাতার

প্রদত্ত নিয়মপালনে শারীরিক ও মানসিক সকল সৌন্দর্যই রক্ষিত হয়। তিনি জাগ্রত প্রহরী, দিবস-নিশীথে আমাদের বাক্য, কার্য ও চিন্তা—সকলের প্রতি তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি। আমরা যদি এ কথা স্মরণে রাখি, তবেই জীবন পবিত্র ও সুন্দর হয়।

যিনি আত্মাকে মহৎ ভাবদ্বারা পূর্ণ রাখিতে পারেন, তিনি কদাপি একাকী বাস করেন না।

সর্বকালের জয়লাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পরাজিত হইয়াও সাধুভাব দ্বারা আত্মাকে পূর্ণ রাখা মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

তুষারকণা যেমন প্রভাতের সূর্যকিরণ স্পর্শে দ্রব হয়, মানবজীবনের দুঃখ তাপও প্রেমের স্পর্শ দ্বারাই বিদূরিত হয়।

সূর্যকিরণ পৃথিবীকে চুম্বন করে—ক্ষমাই তাহার ধর্ম; পাখী গান করে—আনন্দ দানই তাহার ধর্ম; পুষ্পোদ্যান মানবচিত্তে ভগবানের সত্তা সম্ভোগ করিবার শক্তি দান করে—ইহাই তাহার ধর্ম।

ন্যায়-কার্য সুগন্ধ দান করে—উহার ভস্মাবশেষেও কুসুম প্রস্ফুটিত হয়।

সহ্য-গুণ তিক্ত হইলেও ইহার ফল মধুর; মনের ধর্ম অন্বেষণ করা, হৃদয়ের ধর্ম খুঁজিয়া বাহির করা।

যে প্রকৃত নিন্দুক, সে প্রথমে আপনারই নিন্দা করে। যাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহার বিচারের ভারও আমাদের হাতে নয়। পরের নিন্দায় যার আনন্দ, তার মত হতভাগ্য কে ?

সৌন্দর্য মানুষের নয়নকে মুগ্ধ করে, আর গুণাবলী আত্মাকে জয় করে।

প্রেম অমরধর্মী। সংসারে আর সকলই অদৃশ্য হয়; একমাত্র প্রেমই জীবিত থাকে। প্রেম নিত্য সঙ্গী। প্রেমের সাধনা মহৎ সাধনা।

মেঘের অভ্যন্তর উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ। আমার জীবনে মেঘের অন্তরালে যে সৌন্দর্য লুক্কায়িত আছে, তাহাই দেখিবার বস্তু।

প্রকৃত পবিত্র প্রেম যেখানে, সেখানে স্বার্থপরতার স্থান নাই।

সৌন্দর্য দেখিবার জন্য পৃথিবী ভ্রমণ করি; কিন্তু অন্তরেই সৌন্দর্য, সেখানে সৌন্দর্য না থাকিলে সৌন্দর্য কোথাও মিলিবে না।

সুখপূর্ণ স্মৃতিই স্বর্গ, কেন না তাহা হইতে কেহ আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে না।

সত্য প্রচার অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে সত্য হওয়াই ধর্ম।

পরস্পর পরস্পরের ভার বহন কর, তবেই ভগবানের বিধান জয়যুক্ত হইবে।

মানুষের অন্তরের যে সাধুতা, তাহাতে তিনিই বর্তমান।

জীবনে দুইটি গতি; একটী বাহিরে, একটী ভিতরে। বাহিরের গতিতে জোয়ার-ভাঁটা চলে; ভিতরের গতি অব্যাহত ও শান্ত। যাহারা বাহিরের গতি অনুসরণ করে, তাহারা দুঃখ আনন্দ, জয় পরাজয়, শান্তি অশান্তি ভোগ করে। আর যাহারা ভিতরে নিমগ্ন হয় এবং ভিতরের গতি অনুসারে চলে, তাহারাই স্বগায় আশীর্বাদ লাভ করে।

পোষাক, পরিচ্ছদ, সম্মান—কিছুই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। চরিত্রের মহত্বই মানব-জীবনের মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে। চিত্তের মহত্বই সকল পরিচ্ছদ অপেক্ষা মূল্যবান।

জীবনে তুমি বন্ধুহীন, দরিদ্র হইতে পার,

গৃহহীন অথবা সহায়হীন ও আশাশূন্য হইতে পার, কিন্তু কখনও ভগবান-হারা হইতে পারিবে না।

স্বার্থপরতা মানুষকে আত্মমর্যাদাহীন করে, নিজের স্বার্থ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সে তাহার জীবনের স্বাভাবিক মহত্ত্ব হারাইয়া ফেলে।

পবিত্র চিন্তাই স্বাস্থ্যপ্রদ ও মহৌষধি। মানুষ পবিত্র চিন্তায় মগ্ন হইয়াই কেবল শারীরিক ও মানসিক সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। গভীর স্বর্গীয় ধ্যানেই মানুষ সকল ক্ষতি, এমন কি মৃত্যুকেও অতিক্রম করে।

নিভৃত স্থানে গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইলে মানুষ তাহা গোপনে রাখে এবং আপনার সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া মনের আনন্দে সেই ভূমি ক্রয় করে; স্বর্গ-রাজ্য তেমনই নিভৃত নিকেতন। সেখানে নানা ধন লুক্কায়িত, সেইখানেই আনন্দের বসতি। আনন্দহারা হওয়ার অর্থ সকল-হারা হওয়া। মানব জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা সেই অফুরন্ত পরম পবিত্র আনন্দ লাভ। গভীর তপস্যার সহিত সেই আনন্দের যোগ। ঈশ্বরের সহবাসলাভে মানবাত্মার যে আনন্দলাভ হয়, তাহার সহিত অপর কোন

আনন্দের তুলনা হয় না। অনন্তের অভিমুখী যে প্রেম তাহাই হৃদয়কে পবিত্র আনন্দে পূর্ণ ও সকল দুঃখ-বেদনা মুক্ত করে।

কোনও এক খ্রীষ্টিয় সাধক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। এক অপরাধী ভগবানের সিংহাসনতলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে যেন বলিতেছে, "পিতা, আমি একবার মাত্র অপরাধ করিয়া তোমার নিকট ক্ষমালাভে বঞ্চিত হইলাম, আর পৃথিবীতে কত লোক বার বার অপরাধ করিয়াও তোমার নিকট ক্ষমালাভ করিয়া ধন্য হইতেছে।" তখন ভগবান অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্তান, তুমি কি একবারও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ? যে ক্ষমা চায়, সেইত ক্ষমা পায়।" বাস্তবিক বহুবার অপরাধ করিয়াও যদি প্রকৃত অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়, তবে তাঁহার অসীম দয়ায় কেহই তাঁহার ক্ষমা লাভে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু যদি একবারমাত্রও অপরাধ করিয়া অহঙ্কারীর মত দুর্বিনীত থাকি, তবেই তাঁহার ক্ষমালাভের অযোগ্য হই। যে ক্ষমা চায় না, সে ক্ষমা পায় না।

উত্তেজনার মুহূর্তে একথা মনে রাখা একান্তই বাঞ্ছনীয় যে রিপুর বশবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যত্বের কাজ নয়। মৃদুতা ও শান্ত ভাব মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মহত্ত্বেরও পরিচায়ক। কেন না, মানুষ যতই রিপুর অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবে, ততই সে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। অন্তরকে শান্ত ও মঙ্গল ভাবে পূর্ণ রাখা কিছু কঠিন কাজ নয়, কেন না, ইহা সকলেরই আকাঙ্ক্ষণীয় এবং সকলেই শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক; কিন্তু, যাহারা কঠোর প্রকৃতির কিংবা বিপথগামী অথবা উচ্ছৃঙ্খল ও বিরুদ্ধবাদী, তাহাদিগের সহিত শান্তভাবে বাস করিতে পারা বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইহাই প্রশংসার যোগ্য ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

অসামান্য কার্য সম্পাদনই পবিত্রতা নয়; পবিত্র চিত্তে যাহা কিছু সম্পন্ন করা যায় তাহাতেই পবিত্রতা, একথা যেন স্মরণে রাখি।

ছোট বড় কাজ বিচার না করিয়া সর্বদা ঈশ্বরের জন্য কাজ করার মধ্যেই প্রেমের গোপন রহস্য নিহিত। আমরা যে পরিমাণে শক্তি ও

আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা দ্বারাই আমাদিগকে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে হইবে; আমরা ধৈর্যশীল ও প্রার্থনাশীল হইব। তবেই আমাদের আত্মা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। বৃক্ষশিশুর বৃদ্ধির পক্ষে সূর্যকিরণ যেমন আবশ্যক, মেঘ ও কুয়াসাও তেমনি আবশ্যক। স্বর্গায় বিধানও ঠিক এই প্রকার।

সকল বিষয়ের মধ্যে ভগবানকে দেখিবার জন্য চেষ্টিত হও এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হও। উর্দ্ধ দৃষ্টি অথবা হৃদয়ের উচ্ছাসদ্বারা তাঁহার সহিত যুক্ত হও এবং তাঁহারই জন্য সকল কার্য সম্পন্ন কর। কখনও ব্যস্ততা অবলম্বন করিবে না। সকল কার্য নীরবে ও শান্ত ভাবে করিবে। কোন কারণেই, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীও যদি বিপর্যস্ত হয়, তথাপি মানসিক শান্তি নষ্ট হইতে দিবে না। সব ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্তভাবে বাস কর এবং তাঁহাতে বিশ্রাম লাভ কর। যাহাই ঘটুক না কেন, দৃঢ়চিত্তে তাঁহাতে মগ্ন থাকিয়া তাঁহাতেই অবস্থান কর। তোমার জন্য তাঁহার যে অনন্ত প্রেম, তাহাতেই

বিশ্বাসী হও। যদি কখনও মনে হয়, ঈশ্বরের আশ্রয় হইতে সরিয়া দূরে দূরে ভ্রমণ করিতেছ, তবে তোমার চিত্তকে আবার সরল শান্তভাবে ডাকিয়া গৃহে আন। কোন প্রকার বাসনা কামনা ও চিন্তার প্রলোভনে নিজেকে বিনষ্ট হইতে দিও না। সর্বদা মনের পবিত্র সরল ভাব রক্ষা করিবে।

* * *

যে সকল দুর্বলতা তুমি কোন লোকের মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা কর না, তাহা দেখিয়া কোন লোককে ঘৃণা করিও না, কেন না নিগূঢ় আত্মপরীক্ষায় তোমার নিজের মধ্যেই হয়ত তুমি এরূপ অনেক দুর্বলতা দেখিতে পাইবে।

যদি তুমি অপরের দোষ প্রদর্শন কর, তোমার অভিপ্রায় যতই মহৎ বা সরল হউক, ইহার কখনই প্রতিকার হইবে না। ইহাতে বন্ধুত্ব হারাইবে; অথবা, যে তোমার বন্ধু ছিল, সে হয়ত তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে;

নিজের প্রতিজ্ঞার বলের গর্ব করিও না। এমন অনেক অজানা, অজেয় ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিকেও বিচলিত করে; সুতরাং তোমার

বাক্য ও ইচ্ছাতে যেরূপে সততা রক্ষা করিতে পার, তাহারই জন্য সরল প্রাণে সচেষ্ট হও।

যে জন নির্বোধ, সে মনে করে সে একা আছে, এবং পাপ কার্য করে। কিন্তু একাকিত্ব কোথাও নাই, কেন না যখন মন্দ কাজ করি, তখন আমিই সে কাজের সাক্ষী থাকি। আমার অপেক্ষা এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সাক্ষী আমার আর নাই।

ভগবান জাগ্রত দেবতা; তিনি সকলই দেখিতেছেন। যখন ভাল কাজ করি, তখনও তিনি যেমন দেখেন, যখন মন্দ কাজ করি, তখনও তিনি সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। বড় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে ছোট ছোট পাপ যাহাতে না হয়, সেই বিষয়ে সর্বদা সতর্কতা আবশ্যক। বিবেককে সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

কোন এক সময়ে এক রমণী প্রকৃত রাজকুমারী কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার শয্যার অতি নিম্নস্তরে ক্ষুদ্র একটি শস্যকণা রাখা হইয়াছিল, কেন না প্রকৃত রাজকুমারী হইলে তাহার আরাম বোধ এতই প্রবল হয়, যে উহা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুতেই

সম্ভব নয়। সেইরূপ, যিনি প্রকৃত ঈশ্বরসন্তান, তাঁহার বিবেক এমনই উজ্জ্বল যে যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সমস্ত পাপ বিদূরিত না হয়, তিনি কিছুতেই আরাম বোধ করেন না।

যখন জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করি, তখনই বলিতে পারি, "হে পিতা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"; তখন আমাদের মধ্যে স্বর্গ আবির্ভূত হয়। কিন্তু, যে-পর্যন্ত আমাদের অশান্ত চিত্ত তাঁহার গভীর প্রেমে স্থিরতা লাভ না করে, আমরা যেন এই প্রার্থনাই করি, 'হে পিতা, কিরূপে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হয়, তাহাই আমাদিগকে শিক্ষা দাও। হে বিশ্বভুবনের ঈশ্বর, কি দিয়া তোমাকে পূজা করিব? আমার শরীর, মন ও আত্মা তোমাকে জীবন্ত ও পবিত্র অর্ঘ্যরূপে দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য কর।"

সকল কর্তব্য সাধনের মধ্যে যিনি অব্যাহতভাবে আপনার মানসিক শান্তি রক্ষা করিতে জানেন, তিনিই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র।

যে-সঙ্গে মানুষ বাস করে, তাহা দ্বারাই তাহার

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধক জীবনের গোপন রহস্য কি? তিনি যে-সঙ্গে বাস করেন, তাহাই তাঁহার পরিচায়ক। সাধক সর্বদাই ইশ্বরের সঙ্গে বাস করেন, সেই জন্যই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য।

সাধক জীবনের প্রথম লক্ষণ পবিত্রতা। দ্বিতীয় লক্ষণ প্রফুল্লতা। সাধক সদা প্রফুল্ল। তাঁহারা ধর্মরাজ্যে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া থাকেন, কেন না, তাঁহাদের জীবনে অনেক অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সাধক জানেন, কি প্রকারে তাঁহার পূজা করিতে হয়, পাপের জন্য কি প্রকারে তাঁহার কৃপাভিখারী হইতে হয় এবং পূজা ও অনুতাপের প্রকৃত অর্থ কি? জীবনের দুর্গম পথসকল অতিক্রম করিতে তিনি সদা প্রফুল্ল, কারণ তিনি ঈশ্বর প্রেমেই সঞ্জীবিত। তাঁহার আনন্দ সেই অদৃশ্য লোক হইতে ভগবানের জ্ঞান ও প্রেম হইতে উৎসারিত।

তৃতীয় লক্ষণ, তাঁহার বদান্যতা। বদান্যতার অর্থ, সর্বদা মুক্ত হস্তে অর্থ দান নয়। সাধক কপর্দকশূন্য হইয়াও বদান্য, কেন না তিনি

কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কেহই তাঁহার প্রেম লাভে বঞ্চিত হয় না ; পাপ ব্যতীত পৃথিবীর আর কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি তাঁহার শত্রুকেও প্রেম করেন, পথের ধূলায় ধূসরিত মলিন ভিখারীকেও ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করেন। ধার্মিক, অধার্মিক, পশু, পক্ষী—ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবমাত্রই সাধকের একান্ত প্রিয়।

অন্তর নির্মল দর্পণস্বরূপ ; সাধক সেখানে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। আলোকচিত্রে যেমন বাহিরের বস্তুসকল প্রতিফলিত হয়, ভগবানের মধ্যে আত্মার সত্তাও তেমনি আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়। সেখানে দেখার অর্থ, আত্মার সম্যক উপলব্ধি। ঈশ্বরের ভিতরে আত্মদর্শনের যে স্মৃতি, তাহাই মানুষকে জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল সম্যকরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম করে ; সেখানে তোমার উচ্চ সম্মান আহত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এই সমুদয় বিশ্বে তুমি কোথাও নিজেকে খুঁজিয়া পাও নাই—পাইবেও না। ঈশ্বরের ভিতর অন্বেষণ কর ; তোমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

আমি ঈশ্বরের সন্তান। আমার সকল কর্তব্য আমারই সম্পাদন করিবার কর্তব্য ; চাই কেবল ভগবানের অনুগ্রহ। ভগবান পাঁচটি বস্তু দিয়া আমাকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন,—

১। শরীর—শরীরের ধর্ম কাজ করা।

২। মন—মনের ধর্ম চিন্তা করা।

৩। আত্মা—আত্মার ধর্ম প্রেম।

৪। ইচ্ছা—ইচ্ছার ধর্ম কার্য মনোনীত করা।

৫। বিবেক—বিবেকের ধর্ম ভাল মন্দ বিচার করা।

কিন্তু জগতে পাপ আছে। পাপ কি ? পাপ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জিনিষ। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে চিন্তা, বাক্য বা কার্য, তাহাই পাপ।

পাপ দ্বারা জগতে চারিটি কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

১। পাপ মনকে অন্ধকারাবৃত করে।

২। পাপ আত্মাকে কলুষিত করে।

৩। পাপ ইচ্ছাকে দুর্বল করে।

৪। পাপ মানুষকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করে।

কিন্তু যদি পাপের জন্য অনুতপ্ত হই, ভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন।

অনুতাপ কি? অনুতাপ পাপের জন্য দুঃখ। পাপকে পাপ বলিয়া স্বীকার ও ঈশ্বরের দয়ায় আমি নিশ্চয়ই পুণ্য কাজ করিব, ইহাই অনুতাপের কার্য। আমি আমার কর্তব্য পালন করিব, কেন না ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করিবেন।

ঈশ্বরের দয়া বা অনুগ্রহ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ। দয়া কি? দয়া আত্মার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য। এই চারিটি দয়ার কার্য—

১। দয়া মনকে শিক্ষা দেয়।

২। দয়া আত্মাকে ধৌত করে।

৩। দয়া ইচ্ছাকে বলশালী করে।

৪। দয়া ভগবানের সহিত যুক্ত করে। প্রার্থনা দ্বারাই এই দয়া প্রাপ্ত হই।

* * *

রূপান্তর! কথাটি কত মধুর! প্রেমই কেবলমাত্র সকলকে রূপান্তরিত করিতে পারে। এই প্রেমেই সেণ্ট জন (St. John), যীশুর এত প্রিয় হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র ঈশ্বর-প্রেমই আমাদের

অন্তর হইতে জগতের প্রতি সকল মোহকে দূর করিতে পারে। সাইরেনদের সম্বন্ধে গ্রীক ইতিহাসে একটি গল্প আছে। নাবিকেরা যখন ঐ দ্বীপটী অতিক্রম করিত, তাহারা ঐ সাইরেনদের গানে এতই মুগ্ধ হইত যে, তাহারা ক্রমে ক্রমে ঐ পর্বতের নিকটবর্তী হইত এবং তাহাদের জাহাজ এইরূপে পাহাড়ের সহিত সংঘাতে ধ্বংস হইত। তখন ঐ মায়াবিনীদল নাবিকদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিত। ইউলিসীসের ইচ্ছা হইল ঐ গান শুনিবে, কিন্তু সে যেন জীবনবিনাশের সঙ্কটে না পড়ে। সুতরাং সে নিজেকে মাস্তুলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল এবং মোম দিয়া নাবিকদের শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ করিয়া দিল। যখন তাহারা ঐ দ্বীপ অতিক্রম করিতে লাগিল নাবিকেরা কিছুই শুনিতে পাইল না। কিন্তু ইউলিসীস শুনিয়াও সেই সঙ্গীত-মোহে চালিত হইল না; কেন না, তাহার হস্তপদ আবদ্ধ।

কিন্তু আর্গোনট্স্ (Argonauts), নামক বীরেরা যখন ঐ দ্বীপ অতিক্রম করিল, তাহারা মাস্তুলেও আবদ্ধ হইল না। কেন না, তাহারা

অরফিউস্ (Orpheus) নামক এক সঙ্গীতজ্ঞকে সঙ্গে লইয়াছিল। তাহার সঙ্গীত এতই মধুর ছিল যে, সে সঙ্গীতের নিকট সাইরেনদের সঙ্গীত তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল; তাহা আর নাবিকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। এইরূপে তাহারা নিরাপদে সেই দ্বীপ অতিক্রম করিল।

আমরাও যদি সেইরূপ সংসারকেই সর্বাপেক্ষা মধুর মনে করি, তবেই আমরা সংসারের অধীন হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের অন্তর যদি ঈশ্বর-প্রেমে পূর্ণ থাকে, তবে আর সংসারের কোন বস্তু আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। আমাদের জীবন তখন ঈশ্বর-প্রেমে একেবারেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে এবং সংসারও দূরে পলায়ন করিবে।

* * *

বাহিরের কোন আকর্ষণ না থাকিলেও নিজেকে কর্তব্যকর্মে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখ, কেন না ছোট কি বড়, কোন কাজের মধ্য দিয়া ভগবানের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। সহিষ্ণু হও; তোমার অকৃতকার্যতার মধ্যেও ধৈর্য অবলম্বন

কর। তোমার পক্ষে যাহা সম্ভব নয়, এরূপ কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, অথবা চিত্তকে সেই আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইতে দিবে না। দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তভাবে চল। তোমাকে কোন কর্মে নিযুক্ত দেখিতে যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে, তবে তিনিই তোমার হৃদয়ে বল বিধান করিবেন। সন্তান যেমন স্নেহশীল পিতার উপর নির্ভর করে, তেমনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিতে চেষ্টা কর, যেন তিনি তোমার সর্ব কার্যে প্রীত হন এবং তাঁহার কার্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লন।

* * *

তরল পদার্থ যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, সেইরূপ আত্মা যাহা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়।

মানব-জীবনের বড় কাজ—অপকারীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছার প্রতি ঘৃণা। যিনি নীরবে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি শত্রুর হৃদয়ও জয় করেন।

যদি ভগবান ও আমার মধ্যে ইচ্ছাকৃত পাপের

আবরণ রচনা করি, তবে কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারি না।

তোমার জীবনের ব্যাধির কারণ নিজেই অনুসন্ধান কর এবং নিজেই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা কর ; চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিও না।

তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য আর আমরা তাঁহার প্রেমের উপাসক। একথা যেন মনে না করি, আমরা দর্পণমাত্র ; যে সকল অসার বস্তু আমাদের মধ্যে ছায়া বিস্তার করে, তিনি প্রতিবিম্ব হইয়া তাহাতে বাধা দেন। তিনিই একমাত্র প্রকাশিত হন ; আমরা প্রকৃতপক্ষে আবৃত থাকি। সৌন্দর্যের ন্যায় পবিত্র প্রেম তাঁহা হইতেই আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসী হও—তিনিই দর্পণ, তিনিই আধার, তিনিই আধেয় ; তোমার তথায় স্থান নাই। আমরা অসার ও অবস্তুর ছায়ামাত্র।

দুঃখ বরণ

"বেদনা আনে চেতনা নব
দহন জ্বালে আলোক তব।"

"দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

* * *

দুঃখের তিক্ততার মধ্য হইতে গভীর আনন্দ উৎসারিত হয়। যখন সুস্থতা চাই, তখন রোগ আসে, ভগবান ক্রন্দনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আনন্দের পথে চালিত করেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়া গভীর শান্তির রাজ্যে, স্বাধীনতার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ বিজয়, ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া অনন্ত জীবন দান করেন। শান্ত হও, তিনি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন। যিনি তোমাকে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া জানেন, তিনিই তোমাকে তাঁহার মনোমত করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবেন। তুমি নীরবে থাক।

অন্ধকারের মধ্যেই পাখীর সর্বাপেক্ষা মধুর

সঙ্গীত বাহির হয়। বিপদ ও পরীক্ষার অন্ধকারেই মানুষের হৃদয়ে স্বর্গের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। এই সঙ্গীতের জন্য আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিই; কিন্তু যে অন্ধকারে এই সঙ্গীতের জন্ম, তাহাতে যেন উত্যক্ত না হই।

দুঃখ যেমন শিক্ষা দিতে পারে, আর কিছুই তেমন পারে না। এই দুঃখ হইতেই আমরা পৃথিবীর অনিত্যতা ও অমরত্ব লাভের জ্ঞান সঞ্চয় করি এবং এই দুঃখের মধ্যেই ভগবানের মধুর আহ্বান শুনিতে পাই। দুঃখ হইতেই এই পরম শিক্ষা লাভ করি যে, ভগবানই আত্মার পরম তৃপ্তি ও আনন্দ।

সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার ঊর্দ্ধে যে গভীর ধ্বনি উত্থিত, তাহা যে-জন শোনে, তাহার নিকট পৃথিবীর ঝটিকা-ধ্বনি মধুর বলিয়াই বোধ হয়।

* * *

তোমার দুঃখকে সমাধিস্থ কর, গভীররূপে সমাধিস্থ কর এবং অতি সযতনে গোপনে রাখ; তবেই জগতের লোক তোমার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবে। তোমার নিজের দুঃখকে সমাধিস্থ

করিবে, কিন্তু দেখিবে, অপরে যেন আশীর্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্যের জীবনকে সূর্যালোকে উজ্জ্বল করিয়া তোল, নিজের দুঃখ ভগবানে সমর্পণ কর।

বিপদ, দুঃখ প্রভৃতি ছদ্মবেশে অতিথিরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদি তাহাদিগকে বরণ করিতে পারি, তবে পুরস্কার-স্বরূপ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্ম-জয়, জ্ঞান, সহানুভূতি এবং বিশ্বাস লাভ করিতে পারি; আর যদি উহা প্রত্যাখ্যান করি, তবে ভীরুতা, দুর্বলতা, নির্বাসন, বৈরাগ্য— এই সকল প্রাপ্ত হই। যদি তোমার বিপদের মধ্যে মঙ্গলের সম্ভাবনা না-ও থাকে, তবে মানুষের মত ইহা বহন কর। অন্যকে ইহার অংশভাগী করিও না। এমন ভাবে ইহা বহন করিবে যেন কেহ জানিতেও না পারে; তোমার অন্তর ব্যথিত হইবে, তথাপি তোমা হইতে আনন্দ উৎসারিত হইয়া যেন অপরকে আনন্দিত করে। অপরের সহিত ব্যবহারে সদয় হইবে; তোমার বাক্য সহানুভূতিপূর্ণ হইবে এবং তোমার কার্য অপরকে সাহায্য দান করিবে।

ভগবানের বিধানে যাহাকে দুঃখ কষ্ট বহন করিতে হয় এবং আপন ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হয়, সে অভিযোগ করে অথবা মনে করে, তার অভিযোগ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু যে আপন ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার অধীন করিতে পারিয়াছে, সে কখনও এরূপ চিন্তা মনে স্থান দেয় না। দুঃখ থাকিতে পারে, কিন্তু অভিযোগ যেন না থাকে।

* * *

আমি দুঃখের মধ্য হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। অশ্রুজলে চক্ষু যখন আমার আবৃত ছিল, হৃদয় নিষ্পেষিত ও মন চিন্তা-ভারাক্রান্ত ছিল, সেই দুঃখের দিনে যখন ক্রন্দনই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, তখন ভগবানকে আমি একান্তই নিকটে পাইয়াছি; এত নিকটে জীবনে আর কখনও সেইরূপ পাই নাই ও এত সন্নিকট যে, তাঁহার সম্মুখীন হওয়া তখন নিতান্ত সহজ। নিরাশ্রয় শিশুর মত নিজেকে তাঁহার পদতলে সমর্পণ করা, পিতার প্রেমপূর্ণ বক্ষে নিবিড় আলিঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ রাখা কি মধুর! তাঁহাকে

ভগবান বলিয়া মানিয়াছ, 'বিধাতা' বলিয়া জানা অপেক্ষা 'পিতা' বলিয়াই অধিকতররূপে জান।

* * *

যে হৃদয় ক্ষমা করিতে জানে, তাহা সমুদ্রগর্ভস্থ শুক্তির ন্যায়। শুক্তি আপন অঙ্গের কঠিন আবরণে ছিদ্র হইলে সেই শূন্য স্থান মুক্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখে।

মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, অপকারের প্রতিশোধ লইবার প্রতি তীব্র ঘৃণা। যিনি সংগ্রাম-বিহীন হইয়া ক্ষমা করিতে জানেন, তিনিই শত্রুর হৃদয় জয় করিতে পারেন। মস্তক জয় অপেক্ষা হৃদয় জয় অধিকতর গৌরবজনক কার্য।

ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া সংসারে মগ্ন থাকাই মানব-জীবনের পরম দুঃখ। ভগবানকে প্রেম করিতে না পারা অপেক্ষা অধিক দুঃখ মানব-জীবনে আর কিছুই নাই।

যে-সুখে মানবের হৃদয় ভগবানের দিকে ফেরে না, তাহা সুখ নয়, গভীর দুঃখ। ভগবানের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হওয়াই মানব-জীবনের প্রকৃত সুখ। অবস্থা যাহার অনুকূল, সে সুখী;

কিন্তু যিনি সকল অবস্থাকে আপনার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী।

জগতের প্রতি অতিরিক্ত মমতাই দুঃখ আনয়ন করে। যখনই মানুষ ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারে, এবং এই পৃথিবীকে পান্থনিবাসের ন্যায় মনে করিতে পারে, তখন তাহার চতুর্দিকের কোন প্রলোভনের বস্তুই তাহাকে আর আবদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং কোন দুঃখ কষ্টই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। সে তখন পরম সুখী।

সুখ সুগন্ধির ন্যায়। নিজে ইহার অধিকারী না হইলে অপরকে বিতরণ করা যায় না।

একাকী যখন জীবনের পথ অতিক্রম করিতে হয়, আমার চির-বন্ধু তখনও আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। যদিও যাত্রা-পথ দীর্ঘ ও দারুণ, তথাপি তিনি সঙ্গে আছেন; তাই আমার গতি দৃঢ় ও সবল। যখন জানিতে পারি, এই জীবনের অবসানে কার্যসমাপ্তির পরে, আমার চিরবাসগৃহে আমি সমাদরে গৃহীত হইব, তখন যাত্রাপথের কঠিন পরিশ্রমও মধুর হইয়া উঠে।

সমুদ্র-গর্ভস্থ পর্বত তরঙ্গমধ্যেও অচল অটল

ভাবে দণ্ডায়মান থাকে। দুঃখ পরীক্ষার মধ্যে তেমনি অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকাই মানবের কর্তব্য।

ভগবান যেখানে বর্তমান, সে স্থান সুরক্ষিত; যে আত্মায় ভগবান বসতি করেন, সে স্থানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। চারিদিকের ঝঞ্ঝা, ঝটিকা, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, কিছুতেই তাহার শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে না। কিন্তু, যে-আত্মায় ঈশ্বরের পরিবর্তে সংসার স্থান লাভ করে, তাহা বিপদ পরীক্ষায় বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় সতত চঞ্চল ও কম্পমান।

আত্মা যখন অশান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই আত্মদমনের শক্তি হারাইয়া ফেলে। ইহা যখন অভিযোগশূন্য হয়, তখনই শান্তি ও ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে। অশান্ত হওয়ার অর্থ, আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য লালায়িত হওয়া; আর যাহা আছে, তাহাতে উদাসীন থাকা। জীবনে যখন দুঃখ আসে, তখন যদি মৌনভাবে সহিষ্ণুতার সহিত উহা গ্রহণ করিতে পারি, তবে দুঃখ আর দুঃখ থাকে না। দুঃখ বিপদের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করিতে গিয়াই প্রকৃত দুঃখ আনয়ন করি। শান্তি বাহিরের বস্তু নয়; উহা আত্মার ভিতরের বস্তু। যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা থাকে, যদি প্রকৃত দীনতা থাকে, তবে জীবনের তিক্ততম যাতনার মধ্যেও শান্তিহারা হই না। যাহা অভিপ্রেত নয়, তাহা বহন করিতে অনিচ্ছুক না হইয়া যদি বরণ করিয়া লইতে পারি, তবেই শান্তি নিশ্চিত।

দুঃখ বিপদের আঘাত আমাদিগকে অধিক যাতনা দিতে পারে না; যখন উহা বহন করিতে অনিচ্ছুক থাকি, তখনই অধিকতর যাতনা ভোগ করি।

জীবনে যে অবস্থা আসে আসুক, সকল অবস্থার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অন্তরের সুখ উপভোগ করিবার জন্য সচেষ্ট হও।

বাহিরের যত কিছু সব ভগবানের কাছে নিবেদন কর ও সকল কর্মে তাঁহারই সঙ্গ লাভ কর। তাঁহার নিকট এবং তাঁহারই জন্য তোমার যাহা কিছু করিবার তাহা অন্বেষণ করিয়া লও; তিনিই তোমাকে তাঁহার সঙ্গদানে সাহায্য

করিবেন। কর্ম তোমার বাধা হইবে না, বরং আত্মার মধ্যে তাঁহার বর্তমানতা উপলব্ধি করিবার পথে সহায় হইবে। সকল কর্মে তাঁহাকেই অন্বেষণ কর, তিনি তোমার নিকট হইবেন।

জীবনে যত কিছু অশান্তি ও অনিবার্য ঘটনা আসে, উর্দ্ধে ও নিম্নে যদি দৃষ্টি দান করিতে পারি, তবে মনে যে দৃঢ়তা লাভ হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। যাঁহার দ্বারা ইহারা পরিচালিত, উর্দ্ধে দৃষ্টি দান করিলে তাঁহারই মঙ্গল ও দৃঢ়হস্ত দেখিতে পাইব ; নিম্নে দৃষ্টি দান করিলে তাঁহারই মধুর ও সুকোমল হস্তের পরিচয় পাইব। যদি তোমার বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, পবিত্র বিষয় অনুধাবন কর এবং পবিত্রভাবে চল, তবেই ঈশ্বরের ভিতরে আনন্দ ও সাহস লাভ করিবে।

* * *

পাপই নরক, পাপই মৃত্যু, পাপই আত্মার দুঃখ! সাধুতা ও পবিত্রতা হইতে দূরে অবস্থানই পাপ, অর্থাৎ যাহাতে আনন্দ ও সুখ, সেইখানেই আত্মার স্বর্গ। ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে বাসই পাপ।

যদি আমরা ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত পাপের আবরণ রচনা করি, তবে কিছুতেই আর সুখে বাস করিতে পারি না। দুঃখই তখন সঙ্গী হয়।

মানুষের বহুমুখী আয়াস বা উৎকণ্ঠা আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের বর্তমানতার বাধা জন্মাইতে পারে না। তুমি যে কাজই কর, তাহা উত্তেজনাপূর্ণ বৃথা আড়ম্বর। চিন্তা, ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠা, সকলের মধ্যে নিজেকে নীরব রাখ; সেই নীরবতার মধ্যে ভগবানকে অন্বেষণ কর। তাঁহার মুখের পবিত্র জ্যোতি তোমার উপর বিকীর্ণ হইবে; তিনি তোমার অন্তরে একটি গোপন প্রকোষ্ঠ রচনা করিবেন। যখন তুমি সেখানে প্রবেশ করিবে, দেখিবে তথায় তিনি বর্তমান। সেখানে চতুর্দিকে তাঁহারই জ্যোতি প্রতিফলিত দেখিবে। দেখিবে, সকলে তাঁহারই সহিত কথা বলে, তিনিও সকলের মধ্য দিয়া কথা বলেন। কর্তব্যের আহ্বানে তোমাকে বাহিরের জগতে যাইতে হইবে, কিন্তু অন্তরে যদি তুমি তোমার সকল কাজ তাঁহাতে সমর্পণ করিতে পার, তবে তাঁহার সহিত স্বর্গবাস হইবে।

যেখানে আমার প্রভু লইয়া যাইবেন, আমি সেইখানেই যাইব; আমি যেন আমার পথ মনোনীত না করি। তিনি যেন আমার প্রতিদিনের সুখ, দুঃখ মনোনীত করিয়া দেন। দুঃখ আমার আত্মাকে আহত করিতে পারিবে না, কেন না তাহা তাঁহারই শাসনের অন্তর্গত। আমি আমার সমুদয় তাঁহাতেই সমর্পণ করি।

অনেক দুঃখ কষ্ট জীবনে আসিয়াছে, এখনও আছে, কিন্তু আমার বর্তমান দুঃখ আমাকে বিচলিত করিতে অথবা আমার প্রশান্ত চিত্তকে আলোড়িত করিতে পারে না। ভবিষ্যতের দুঃখ আমার কি করিবে? আমি সে সকলের দিকে চাহিব না। আমার প্রভু বলিয়াছেন, "তোমার সকল দুঃখ আমাকে নিবেদন কর, তুমি প্রশান্ত চিত্ত রক্ষা কর।"

আমরা ইচ্ছা করিলে পরস্পরের সম্বন্ধে দোষ গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না কিছু দোষ বা দুর্বলতা আছে; প্রত্যেকেরই অপরাধ আছে। কেবল এগুলির

প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কাজ নয়। পরস্পরের গুণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার যোগ্যতাও আমাদেরই আছে। আমরা যেমন অন্যের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ করিতে চাই, আমাদেরও উচিত অন্যকে ক্ষমা করা। অন্যের অবস্থায় নিজেকে ফেলিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, কি তোমার চাই? অন্যের নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার তুমি আকাঙ্ক্ষা কর; তাহাদের অবস্থা তোমার হইলে তুমি কি করিতে,—তাহা চিন্তা কর। আমাদের চতুর্দিকে যাহারা ভালবাসার জন তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। প্রেমই প্রেম আকর্ষণ করে। তখন তুমিও তাহাদের নিকট হইতে ভালবাসা পাইবে এবং পৃথিবী দুঃখপূর্ণ না হইয়া স্বর্গে পরিণত হইবে। তখন আমরা সেই প্রেমময়ের যোগ্য সন্তান বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিব।

* * *

যাহা আমরা বহন করিতে পারি না, এমন বোঝা তিনি আমাদের বহিতে দেন না। আমাদের সহ্য করিবার শক্তি অনুসারে তিনি আমাদিগকে বেদনা ও দুঃখ দেন। যদি অনেক

দুঃখ কষ্ট একসঙ্গে প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগকে একেবারে অধীর করিয়া ফেলিবে; তাই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি এক এক করিয়া দুঃখ প্রেরণ করেন। কিন্তু, এমন বিবেচনাপূর্বক আমাদের শক্তি অনুসারে প্রেরণ করেন, যে, দুঃখ বেদনায় আমরা ক্ষত বিক্ষত হইলেও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ি না।

প্রত্যেকটি দুঃখ বা বিপদ আমাদিগকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হয় এবং সকলগুলি একত্র করিলে দেখা যায় যে, এক একটি পৃথক ভাবে যে শিক্ষা দিতে পারে, সমষ্টিগত ভাবে তাহারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষা দেয়। কিন্তু, আমরা এগুলি পর পর ভাবে উন্নতির সহায় বলিয়া গ্রহণ করিতে জানি না।

শরীর, মন ও বিত্ত হইতে, বাহির বা ভিতর হইতে, অযাচিতভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, বন্ধু বা শত্রুর নিকট হইতে যে বিপদই তোমার আসুক, হে ঈশ্বরের সন্তান, তুমি তাহাতে ভীত হইও না। যাহাই আসুক, তাহা অন্যের হস্ত বলিয়া গ্রহণ

করিও না। শুধু তাঁহারই হস্ত জানিয়া গ্রহণ কর, তাঁহারই নিকট আবার সকলি প্রত্যর্পণ কর। প্রতি বস্তুর ভিতরে তাঁহারই প্রীতি ও গৌরব অন্বেষণ কর। নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লও ও তাঁহারই অধীনতা স্বীকার কর। যখন সকল বস্তুতে ভগবানের স্পর্শ দেখিতে পাইবে, যখন নিজেকে তাঁহারই আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে, তখন কে আর তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে ?

যে সকল আত্মা এ সংসারে সর্বদা দুঃখ বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তাহাদের কাজ দেবদূতের ন্যায়। স্বর্গে দেবদূতেরা যেমন ভগবানকে প্রীতি করেন, ভক্তি করেন, ও তাঁহারই গৌরব অন্বেষণ করেন, এই মর্ত্যের দুঃখ তাপিতের জন্যও মর্ত্যে সেইরূপ কাজই করিয়া থাকেন। ভগবান এই সকল আত্মাতে আনন্দে বিহার করেন।

* * *

প্রত্যেকটি মুহূর্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা বহন করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়।

তোমার অসহিষ্ণুতা ও অক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় যে

তোমাকে যতই ব্যথা দিক, সকলের প্রতি প্রসন্ন ও প্রেমপূর্ণ হইতে চেষ্টা কর।

* * *

বৃহৎ ঘটনাবলী, যাহা কদাচিৎ জীবনে ঘটে, সেগুলি অপেক্ষা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যাহা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জীবনকে ঘেরিয়া রাখে, তাহা মানুষকে সাধুতা ও পবিত্রতার পথে অধিক অগ্রসর করে। অধিকন্তু, ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে বিশ্বস্ত থাকা এবং প্রতি ঘটনায় ভগবানকে অন্বেষণ করাই প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তির পরিচায়ক। ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা এবং শিশুর মত সরলতা ও নির্ভরশীলতা জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া একান্তই আবশ্যক। যে পরিমাণে ইহা জীবনে আয়ত্ত হইবে, সেই পরিমাণে স্বার্থ ও আত্ম-গৌরবের ভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইবে, তখন জীবনপথে অগ্রসর হইবার যত বাধা, যত বিঘ্ন, সব দূরে পলায়ন করিবে; অন্তরের সকল দুঃখ কষ্ট সংগ্রাম, যাহা আত্মাকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহা দূরে অপসারিত হইবে—

আত্মা তখন অনাবিল শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

* * *

সাহস অবলম্বন কর, জীবনের দুঃখ কষ্টের মুখ ফিরাইয়া দাও, তাহাই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অধিক সহায় হইবে। তুমি দুর্বল ও ক্ষীণ জীব, যিনি তোমার যাতনা ও পতনের মধ্যে সর্বদা তোমাকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারই দিকে মুখ ফিরাও; তিনি তোমার দুঃখের মধ্যে তাঁহার সাহায্য ও আশীর্বাদ প্রেরণ করিবেন। এই ভাবনা তোমাকে তোমার সকল কষ্ট ধীর ও শান্তভাবে বহন করিবার জন্য শক্তি দান করিবে। কেন না, তাঁহার প্রেম তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে পরীক্ষা করে। তোমার আত্মাকে নিরন্তর তাঁহার দিকে উন্নীত রাখ, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁহার সত্তাতে তোমার আত্মাকে শান্ত রাখ; তাহাই তোমার জীবনের সান্ত্বনার ভিত্তি হইবে। তোমার সকল যন্ত্রণা, বিদ্রোহ তখন প্রশমিত হইবে; কেন না তখন তুমি জানিতে পারিবে, ভগবানই তোমার বন্ধু, তোমার বসতি গৃহ ও তোমার আশ্রয়।

যত অন্যায়, অবিচার জীবনে আসুক, তাহা বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাক। ঈশ্বরের বর্তমানতাতে শান্তিতে বাস কর, কেন না তিনি এই সকল অপরাধ তোমা অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিতেছেন এবং তিনিই সব বিধান করিতেছেন। যতটুকু তোমার উপরে নির্ভর করে, তাহা শান্ত চিত্তে সাধন করিয়া সন্তুষ্ট থাক এবং মনে কর, যেন তোমার কিছুই হয় নাই।

দিবসের সমস্ত নিন্দা, অবিচার, যখন মানুষ শান্তভাবে সহ্য করিতে পারে, দিবস অন্তে তাহার চিত্তের অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না।

জীবনে যখন প্রবল ঝঞ্ঝা উপস্থিত হয়, যখন সকল আশা নির্বাপিত হইয়া যায়, দৃশ্যমান বস্তু যখন অদৃশ্য হয়, সাহায্যের সকল আশা নির্মূল হয়, তখনও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। ভগবান তাঁহার অদৃশ্য হস্তদ্বারা তখনও তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন এবং তোমাকে স্বর্গের দিকে চালিত করেন।

আপন পর, উর্দ্ধতন নিম্নতম, সমকক্ষ, যাঁহারা

আমাদিগকে ভালবাসেন অথবা যাঁহারা আমাদিগকে ভাল না বাসেন, সকলের সহিত ব্যবহারে ধৈর্য রক্ষা একান্ত আবশ্যক। বৃহত্তম ঘটনা হইতে ক্ষুদ্রতম কার্যে, আকস্মিক বিপদে, প্রতিদিনের ভারী বোঝা বহনে, প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থায়, হৃদয়ের নিষ্পেষণে, শরীরের ক্লান্তি ও আত্মার শ্রান্তিতে, কর্তব্য কার্য পালনের নিষ্ফলতায়, প্রতিদিনের অভাব ও দৈন্যে, রোগের যাতনায়, বার্দ্ধক্যের অসমর্থতায়, নৈরাশ্য, শোক, ক্ষতি, নির্যাতন ও হৃদয়ভারে, সর্ব বিষয়েই ধৈর্য একান্ত আবশ্যক।

এই সকল কার্যে শৈশবের ক্ষুদ্রতম দুঃখ কষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন-উৎসর্গকারীর কঠিনতম যাতনা পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারা ভগবানের অনুগ্রহ। যদি এ সমস্ত ক্ষতি আমরা ভগবানের প্রেমের জন্য বহন করিতে পারি, তবেই তাহা সার্থক। তোমার পরিপূর্ণ হৃদয় ও ইচ্ছাপূর্ণ মন লইয়া তাঁহার সেবা কর।

হে পিতা, যাহা আকাঙ্ক্ষা করি না, তাহাও যদি আশীর্বাদরূপে জীবনে আসে, তবে আমার

অন্তরকে যেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রেমদ্বারা অধিকতররূপে পূর্ণ রাখিতে পারি। অধিকতর সেবা দ্বারা নয়—তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করিয়া যেন জীবনে সে ভাব আনয়ন করিতে সচেষ্ট থাকি।

* * *

প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সকল আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। বৃহৎ ঘটনা কচিৎ আসে যায়। ক্ষুদ্র ঘটনাই আমাদিগকে পুণ্যের দিকে অধিক অগ্রসর করে। সামান্য বিশ্বস্ততা এবং ক্ষুদ্র বিষয়ের ভিতর দিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাই ভগবানকে আমরা কিরূপ প্রেম ও ভক্তি করি, তাহার পরিচয় দেয়।

ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরকে একান্ত-ভাবে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা এবং শিশুর মত সরলতা ও নির্ভর লাভ তোমার লক্ষ্য হউক। যতই তুমি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই তোমার আত্ম-প্রেম ও আত্ম-বিশ্বাস হ্রাস হইবে; তোমার ইচ্ছা তখন ভগবানের ইচ্ছার অধীন হইবে এবং সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরে পলায়ন করিবে; বিপদ সংগ্রাম

যাহা আত্মাকে যাতনা দেয়, তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে ; আত্মা তখন শান্তি ও শান্তভাবে পরিপূর্ণ হইবে।

* * *

বিষয় সম্পত্তি লাভের মধ্যে মানবের মঙ্গল নিহিত নাই, কেন না একজন যখন উহা অধিকার করে, অপরকে তখন উহা হারাইতে হয়। যে সম্পদে সমগ্র মানবজাতির সমান অধিকার, যে সম্পদ একজন প্রাপ্ত হইলে অপরের উন্নতির কারণরূপে গণ্য হয়, তাহাতেই মানবের কল্যাণ।

* * *

যে দুঃখ দুঃখ দেয় না, সত্যই আমি সে দুঃখ চাই না। যখন আমি আমার ধর্মবিশ্বাস বলে সকল দুঃখই বহন করিতে পারিব, তখনই উহাতে মঙ্গল হইবে।

* * *

যে কর্তব্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত, যাহা তুমি কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেছ, তাহা সম্পাদন কর ; তবেই দ্বিতীয় কর্তব্য তোমার কাছে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে।

লালসা, সন্দেহ প্রভৃতি অন্তরের যত ক্লেশ ও যাতনা, সকলই ঈশ্বরের পরীক্ষা ; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যত কাজ, তাহার মধ্য হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার এই আহ্বান। তাঁহার এই সদয় অনুগ্রহ লাভে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করিও না, এই আমার মিনতি।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া যদি একবার তুমি এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, এমন কোন কাজ করিব না, যাহা নীরবে শান্তভাবে, ব্যস্ততা ও চঞ্চলতা বিহীন হইয়া বহন করিতে না পারি। যখন নিজেকে দুর্বল ও প্রাণহীন বলিয়া বোধ করিবে, সেই মুহূর্তে যদি কার্য হইতে বিরত হইয়া বিশ্রাম গ্রহণ কর, তবে দেখিতে পাইবে, এই অতি সাধারণ নীতি তোমার শত প্রার্থনা ও অশ্রুজল অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ।

ভগবান ও আমার মধ্যে যদি ইচ্ছাকৃত পাপ দ্বারা ছায়া রচনা করি, তবে কিছুতেই শান্তিতে বাস করিতে পারি না।

যখনই বিশ্বাস ও প্রেমে ভগবানের সহিত যুক্ত হই, তখনই আমরা প্রার্থনার মধ্যে বাস করি।

যে উর্বর ভূমিতে পরিশ্রম লঘুতর, যেখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সুখকর, যে স্থান সর্বক্লেশজনক অবস্থা ও লোকসঙ্গ হইতে মুক্ত, সে স্থান অন্বেষণ করাই আমাদের কাম্য নয়। কাম্য,—আত্মায় বীর্য লাভ, মত ও উদ্দেশ্যে সরলতা লাভ, আমাদের স্কন্ধে যে কার্যভার অর্পিত, তাহা স্বচ্ছন্দে বহন করিবার ক্ষমতা লাভ এবং প্রকৃত জীবন যাপনের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, এবং সর্বোপরি এই পার্থিব জীবনে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করা।

মন যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন চিন্তা করে না, আত্মা যখন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, এবং শরীর যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোন কার্য করে না, তখনই জীবন নির্মল ও পবিত্র হয়।

* * *

তোমার জন্য বিশেষভাবে যে দুঃখ ও পরীক্ষা অপেক্ষা করিতেছে, প্রতিদিন প্রভাতে তাহা ভগবানের হস্ত হইতে গ্রহণ কর।

* * *

প্রতি প্রভাতে সকল প্রার্থনার অগ্রে ভগবানের

নিকট বিশেষভাবে এই প্রার্থনা কর, যেন তিনি তাঁহার সন্তানগণকে যে দীনতার অধিকারী দেখিতে চান, তাহা তোমার অন্তরে দান করেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ইহা জীবনে সাধন কর। যাঁহাদের নিকট হইতে এই দীনতা অর্জন করিতে পার, তাঁহাদের নিকট বাক্যালাপে বিশেষভাবে দীন হও। এ বিষয়ে জয়লাভ করা তোমার সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হউক। ভগবানের নিকট তোমার সকল চেষ্টা উৎসর্গ করিয়া দিনের মধ্যে সহস্রবার এই সাধনা স্মরণে রাখিতে হইবে। আপনার আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন করিতে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুর আবশ্যক হয় না।

এইরূপে তাঁহার মঙ্গলভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া দিন দিন তুমি অধিকতর দীন হইতে পারিবে। যদি এইভাবে চলিতে পার, তবে নিশ্চয়ই পরম সুখে তোমার দিন কাটিবে; কেন না, ভগবান তোমার অন্তরেই বাস করেন। যেখানে তাঁহার সিংহাসন, সেখানে সকলই শান্তিপূর্ণ। কিন্তু, যদি কখনও অকৃতকার্য হও এবং অভ্যাসজনিত পূর্ব দোষ করিয়া ফেল, তথাপি নিরাশ হইও না।

জাগ্রত হও,—আবার চল, মনে কর যেন তোমার পতন হয় নাই।

তোমার দুঃখ যাতনা যত গভীরই হউক, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিও না। সে সকলের বাহিরে ও উর্ধে সেই উদ্ধারকর্তা আছেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টি স্থাপন কর। তাঁহার শক্তি সকল শক্তির উর্ধে। তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্ঞান, পূর্ণ এবং মধুর ভাবসকল, দুঃখ বিপদে তোমার মঙ্গল সাধনে সমর্থ। যাহাই আসুক না কেন, তাহার মধ্যে তিনিই তোমাকে দিনের পর দিন প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবেন এবং তোমার অন্তরকে তাঁহার সহবাসে রক্ষা করিবেন। তাঁহার প্রেমে বিশ্বাস এবং দয়াতে আশা স্থাপন করিতে পারিলে গভীর দুঃখে পতিত হইয়াও তোমার মস্তক সকল তরঙ্গের উর্ধে উন্নত থাকিবে।

তোমার বর্তমান অবস্থাকে সর্বস্থানে এবং সর্বক্ষণ ধর্মভাবে গ্রহণ করা এবং প্রতিবেশীর প্রতি ধর্মানুমোদিত ব্যবহার করা তোমার শক্তিরই অন্তর্গত, উহা তোমার শক্তির বাহিরে নয়।

. ভগবানের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর।

ইহা অপেক্ষা অন্যভাবে তাঁহার কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে, এরূপ মনে করিও না। তিনি তোমার জন্য যে পথ মনোনীত করিয়াছেন, যে পথ অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন পথে কখনও তাঁহার কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না। মনে কর, তোমার দুঃখ পরীক্ষা হইতে তুমি কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না ;—ইহাতে তোমার কি করিবার আছে ? ঈশ্বরের নিকট কেবল ইহাই বলিবার আছে, "হে ঈশ্বর! আমি তোমারই। আমাকে দুঃখ দেওয়া যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমাকে আরো আরো দুঃখ দাও।" আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইহাই কেবল বলিবার আছে। এ বিষয়ে অধিক চিন্তিত বা ব্যস্ত হইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

তোমার দুঃখ পরীক্ষার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর, যেন তোমরা চিরদিন একত্রে বসবাস করিতেছ। দেখিবে, যখন তুমি তোমার দুঃখ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের চিন্তাকে বিসর্জন দিয়াছ, ভগবান তোমার চিন্তার ভার লইবেন। যখন তুমি নিজেকে সাহায্য করিবার ঐকান্তিক

চেষ্টা হইতে বিরত হইবে, ভগবান তখন তোমার সাহায্য করিবেন। আহা, দুঃখকে আলিঙ্গন করার মধ্যে কি সুখ যে লুক্কায়িত, তাহা যদি জানিতে!

* * *

হে প্রভু! তোমার দাসকে শান্ত হইবার জন্য এবং তোমার ইচ্ছা বহন করিবার ধৈর্য দাও। যে জ্ঞান লাভ করিলে পথভ্রষ্ট হইব না, আমাকে সেই জ্ঞান দাও। প্রেম দাও। প্রেম এখন ক্লেশকর মনে হইলেও সেই প্রেমই জানে, কখন আমি শান্তি লাভ করিব। তোমার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিবার সাহস দাও।

* * *

তোমার হৃদয়কে মধুর চিন্তার আবাস কর। আমরা কেহই এখনও জানি না বা শৈশব হইতে জানিতে শিখি নাই যে, দুঃখ কষ্ট ও পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া আমরা আমাদের সাধু চিন্তা দ্বারা কি মনোহর সৌধ নির্মাণ করিতে পারি। উজ্জ্বল কল্পনা, মধুর স্মৃতি, মহৎ ঘটনাবলী, মূল্যবান ও শান্তিপূর্ণ চিন্তা,—এ সকল দ্বারাই সেই সৌধ নির্মিত হয়। কোন দুঃখ, পরীক্ষা ইহাকে আহত

করিতে পারে না, কোন বেদনা উহা ম্লান করিতে পারে না, কোন দারিদ্র্য উহা হরণ করিতে পারে না। সে সৌধ হস্তনির্মিত নহে; তাহা আমার আত্মার বসতি-গৃহ।

* * *

প্রকৃত ধার্মিক যিনি আপনার ইচ্ছাকে আপনার বশে আনিয়াছেন, তিনিই সুখে মহৎভাবে জীবন যাপন করেন এবং আপনার চিত্তের নির্মলতায় আপন অন্তরে নিরন্তর স্বর্গ-সুখ ভোগ করেন। যখন তাঁহার জীবনসমুদ্র বড়ই তরঙ্গময় হইয়া উঠে, তখন তিনি নিজ ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার একান্ত অধীন করিয়া নিরাপদে ইহা অতিক্রম করেন এবং পৃথিবীর লোকের অবজ্ঞা বা উপহাস তুচ্ছ করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে চলেন।

বাহিরের কোন কর্কশ বা নির্দয় ব্যবহার তাহার চিত্তের সন্তোষ এক বিন্দুও হ্রাস করিতে পারে না। নিজ ইচ্ছাশক্তির উপর তাঁহার এমনই অধিকার যে, বাহিরের প্রতিকূলতা, ভিতরের কোন সংগ্রামকেই তিনি ক্লেশকর বোধ করেন না। ভগবান যখন তাঁহাকে এ মর্তলোক হইতে

আহ্বান করেন, তখন তিনি আপনাকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিতে নিজ অন্তরে শক্তি অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহার জীবন কাড়িয়া লইলেন, তিনি এরূপ মনে করেন না। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও শান্তচিত্তেই আপনাকে উৎসর্গ করেন।

* * *

সকল কর্তব্যের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাক, তাঁহার উপর নির্ভর কর এবং সকল কার্য তাঁহাকেই উৎসর্গ কর। তোমার কার্যসকল তাঁহারই ভিতরে এবং তাঁহারই জন্য অন্বেষণ কর; তাহা হইলে, সেই সকল কার্যের মধ্যে তিনি তোমারই সঙ্গে থাকিবেন। কর্মসকল তোমার বাধাস্বরূপ না হইয়া বরং অন্তরে ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে তাহা তোমাকে সাহায্য করিবে। সর্ব কার্যের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর।

নিষিদ্ধ আনন্দ পরিত্যাগ কর। যে-ইচ্ছা ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে, তাহা সংযত রাখ। ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ঔৎসুক্য দূরে অপসারিত কর। কেবল ভগবানের ইচ্ছা জানিবার জন্য

আকাঙ্ক্ষিত হও; শুধু তাঁহাকেই অন্বেষণ কর, তবেই তুমি শান্তির অধিকারী হইবে।

বিপদ ও কষ্ট মানুষকে প্রার্থনার দিকে অগ্রসর করে, আর প্রার্থনা সেই দুঃখ বিপদকে দূর করে।

যে দিন হইতে সুখ ও আরামের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছি, যে দিন হইতে নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়াও অন্তরে অসন্তোষ পোষণ করি নাই, সে দিন হইতে আমি অধিকতর সুখী। আমাদের জীবন ভগবানের দান। যখন নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া শুধু এই চিন্তাই মনে জাগে যে, কি প্রকারে কর্তব্যের বোঝা বহন করিব এবং কি প্রকারে উহা সাধন করিব, তখনই আমাদের অন্তর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়।

* * *

ঊর্ধে আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, মনে হইল যেন তারকামণ্ডলীর নিস্তব্ধতা আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তাহারা যেন বলিতেছে, "আমরা এই ঊর্ধে কি নিরাপদেই আছি। আমরা এখানে উজ্জ্বল, নির্ভীক ও বিশ্বস্ত; কেন না যে ভগবান শীতের নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে পুষ্পকে

আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য পুষ্পবৃক্ষে কর্কশ পত্রসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই এই মহাশূন্যে আমাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার নিরাপদ আবেষ্টন হইতে পতনের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমিও তোমার দৃষ্টি উর্ধে উত্তোলন করিয়া একবার চাহিয়া দেখ।"

* * *

হে প্রভু, তোমার নিকট কি প্রার্থনা করা উচিত, তাহা আমি জানি না। আমার অভাব কেবল তুমিই জান। নিজেকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহাও জানি না। তুমি আমাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাস। হে পিতা, তোমার সন্তান যাহা চাহিতে জানে না তাহা তাহাকে দাও। দুঃখ কিম্বা সান্ত্বনা কিছুই আমি ইচ্ছা করি না; শুধু তোমার কাছে উপস্থিত হইয়া হৃদয় মুক্ত করিয়া দিতেছি। আমার অন্তরে যে অভাব, তোমার সুমধুর দয়াগুণে তাহা মোচন কর।

* * *

তোমার ইচ্ছাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিও না।

ভগবান যে-স্থানে তোমাকে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তোমার যদি কিছু করিবার না-ও থাকে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। নিরন্তর প্রার্থনা করিতে থাক। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও প্রার্থনা হইতে বিরত হন না। সে সর্বদা মঙ্গল কাজ করে, সে সর্বদাই প্রার্থনা করে।

* * *

পৃথিবীতে যত যত মহৎ কাজ, তাহা উর্ধে আকাশে লগ্ন হইয়া থাকে এবং যুগে যুগে তাহারাই মানবকে আলোক দান করে।

* * *

আত্মার সরলতা সকল দেশেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গণ্য। বিরাট বৃক্ষ জন্ম লাভ করিতে পারিলেই জন্মের সার্থকতা হয় না। বহুকাল স্থায়ী, দণ্ডায়মান অশ্বত্থ বৃক্ষের জীবনও কাম্য নয়; কেন না তাহার পরিণাম শুষ্ক নীরস কাষ্ঠ-জীবন। সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষের জন্ম সার্থক; তাহারা প্রভাতে বিকশিত হইয়া সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে। ক্ষণস্থায়ী তাহার জীবন, তথাপি সৌরভে উজ্জ্বল। আলোকের ক্ষণিক সত্তা, তথাপি সার্থক।

আত্মা অমর—ভগবান নিত্য সঙ্গী

"জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া,
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে।"

*　　*　　*

মৃত্যুর শক্তি কি অজেয়! মৃত্যু গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়জনকে কাড়িয়া লয় এবং সেখানে শ্মশান রচনা করে, কিন্তু একদিন এই মৃত্যুকেও প্রেমের নিকট পরাজয় মানিতে হয়। মৃত্যু যাহা অদৃশ্য করে, প্রেম স্মৃতি দ্বারা তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। একমাত্র প্রেমেরই শক্তিতে মরুভূমিতে আবার উদ্যান রচিত হয়।

অমরত্বে বিশ্বাসী হও, অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এই বিশ্বাস পোষণ কর, যে তুমি মর্তবাসী নও; তোমার আত্মার উর্ধে উঠিবার পক্ষ আছে। যাহা কিছু দৃশ্যমান, তাহা সেই অনন্তেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। প্রতিদিনের দুঃখ কষ্টের দহনে এই চিন্তাকে শান্তি-ঔষধরূপে গ্রহণ কর। নীরব হও। প্রতিদিনের নব নব ক্ষতিতে ভবিষ্যতের জয়ের শক্তির পরীক্ষা হইতেছে মাত্র।

আত্মা যখন শান্ত অবস্থা লাভ করে, যখন আমরা তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য অপেক্ষা করি, তখনই তাঁহার বর্তমানতা অনুভব করিতে পারি, এবং তাঁহাকে একান্ত নিকটে পাই।

জীবন-সংগ্রামে ভারী বোঝা বহন করিতে গিয়া আমার আত্মা যেন অবসন্ন না হয়, হে প্রভু, নিত্য যেন তোমার প্রেম ও শান্তি লাভ করিয়া সঞ্জীবিত হই।

* * *

পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র—এই দৃশ্যমান জগতের তুমিই সৃজনকর্তা, একমাত্র প্রভু ও রাজা। নক্ষত্রখচিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে যে তুমি বর্তমান, সেই তুমিই আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণুতেও বর্তমান। ভাগ্যহীন মূক প্রাণী তোমারই অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য, তাহাদের নীরব প্রার্থনা কেবল মাত্র তুমিই শ্রবণ কর।

হে প্রভু, তোমার প্রেমের অপরূপ জ্যোতি আমার সর্ব কাজে, দেহে ও মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। যেখানে তোমার প্রেমের প্রকাশ, সেখানেই চিত্ত অবনত হউক।

আমার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল কি বিস্ময়জনক, কিছুই আমি জানি না। কেবল এইমাত্র জানি—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কেবল তোমারই দয়া বর্তমান।

*　　*　　*

এই পৃথিবীর সবই একদিন অদৃশ্য হইয়া যাইবে; কিন্তু চিরদিনের জন্য শুধু ভগবান আর তুমি থাকিবে। তুমি সাধু হও বা অসাধু হও, তোমার মরণ নাই। তোমার কাজই তোমার অনন্ত সম্ভাবনার আদি উৎস। প্রতিদিনের ভাল মন্দ ও প্রতি কাজ তাহার অংশ। প্রতিদিনই হয়ত তুমি তাঁহার অনুরূপ হইতেছ, অথবা বিপরীত ভাবাপন্ন হইতেছ; প্রতিদিনই তাঁহার প্রেমের যোগ্য হইতেছ; অথবা তাঁহার প্রেমের অযোগ্যতা লাভ করিতেছ।

সহিষ্ণুতা, বিনয় ও পরিশ্রম সহকারে তোমার নিজ কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত হও। তাহা যদিও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে তবুও নীরব থাক।

তোমাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিয়া প্রস্তুত

করিবার জন্য তিনি নিজ হস্তে গঠন করেন। বড় বড় কাজ অপেক্ষা ছোট ছোট কাজে বশ্যতা স্বীকার দ্বারাই তাঁহার ইচ্ছার অধিক অধীন হওয়া যায়। তোমার প্রধান ইচ্ছা এই হওয়া চাই যে, তুমি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে।

*

হে ভগবান! আমার জন্য তোমার কাছে কি প্রার্থনা করা উচিত, তাহা আমি জানি না। আমার যাহা আবশ্যক, তাহা কেবল তুমিই জান। তুমি আমা অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাস। হে পিতা, তোমার সন্তান জানে না কি প্রকারে চাহিতে হয়; তুমি তাহার অভাব পূর্ণ কর। আমি তোমার নিকট হইতে দুঃখ চাহিব, কি সান্ত্বনা চাহিব, কিছুই বুঝি না। আমি শুধু আমাকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আমি তোমার কাছে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। তুমিই দেখ কি আমার দরকার; তোমার দয়ায় যাহা করিবার কর। ইচ্ছা হয়, আঘাত কর অথবা সংশোধন করিয়া লও,—যাহা তোমার ইচ্ছা। আমি নীরবে থাকি—আমি নিজেকে

অর্ঘ-রূপে উৎসর্গ করি। তোমার ইচ্ছা সম্পাদন করা ছাড়া আমার আর ইচ্ছা নাই। আমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও।

* * *

মৃত্যু গৃহে পরিবারে জনসমাজে প্রবেশ করিয়া জানাইয়া যায়, তাহার শক্তি অপরাজেয়; কিন্তু সে প্রিয়জনকে জড় চক্ষুর অন্তর করিয়া দিতে পারে মাত্র। সে জানে না যে যাহাকে অদৃশ্য করিয়া দিল, প্রেম তাহাকেই উজ্জ্বল রূপ দান করিয়া স্মৃতিতে অমর করিয়া রাখিল। প্রেমের শক্তি কি অজেয়! কালের অজেয় প্রেম; প্রেম মৃত্যুঞ্জয়; প্রেম-স্মৃতি কি মধুর! সে শ্মশানে স্বর্গ রচনা করিতে জানে। দেহ-মুক্ত আত্মা কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে ভাসিবার জন্য আনন্দে প্রয়াণ করে, মৃত্যু সে খবর জানে না, একমাত্র প্রেমেই তাহার সন্ধান মেলে।

* * *

বিধাতা তাঁহার প্রচুর দান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। তাঁহারই নিয়মে সকলে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত, ইহা বুঝিবার জন্য তিনি মানব সন্তানকেই

শুধু বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দান করিয়াছেন। এই দান সংগ্রহ করিতে জ্ঞান ও শ্রমের আবশ্যক। আমরা যদি বিধাতার নিয়ম পালন করিয়া চলি, তবে জরা ও বার্দ্ধক্যের ক্লেশ হইতে মুক্ত থাকিতে পারি এবং হৃদয়কে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারি। বিধাতা-প্রদত্ত নিয়ম পালনে শারীরিক ও মানসিক উভয় সৌন্দর্যই রক্ষিত হয়। তিনি জাগ্রত প্রহরী। দিবসে, নিশীথে আমাদের বাক্য, কার্য ও চিন্তা সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি। সে কথা স্মরণ রাখিতে পারিলেই জীবন পবিত্র ও সুন্দর হয়।

* * *

একদা এক ক্ষুদ্র পক্ষী অপর একটি পক্ষীকে ডাকিয়া কহিল, "মানব-সন্তানেরা এত চিন্তিত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে কেন?" উত্তরে অপর পক্ষী বলিল, "আমাদের সংবাদ বহিবার জন্য যেমন একজন পিতা আছেন, তাহাদের বোধ হয় তাহা নাই।"

* * *

কখন আমার মৃত্যু আসিবে জানি না। মৃত্যুর পর আমার বন্ধুরা যেন আমার সম্বন্ধে এই কথাই

বলিতে পারেন যে, যেখানে ফুলের সম্ভাবনা, সেখানে আগাছা ফেলিয়া আমি ফুল গাছই রোপন করিয়াছি।

* * *

ভগবান ত্রিকালজ্ঞ, সর্বদর্শী ও আমাদিগের বংশপরম্পরার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সমভাবে বর্ত্তমান। ভাল মন্দ উভয় কার্যই তিনি সমভাবে দেখিতেছেন। পাপের ছোট বড় প্রভেদ নাই, অতএব বিন্দুমাত্র পাপের প্রতিও প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রকৃত ঈশ্বরবিশ্বাসীর বিবেক উজ্জ্বল। বিন্দুমাত্র পাপও যতক্ষণ একেবারে ধৌত হইয়া না যায়, তিনি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারেন না।

যাহাদিগকে আমরা নিতান্ত হীন জীব মনে করি, অন্যায় করিলে তাহাদিগকেও সময় সময় লজ্জিত হইতে দেখা যায়। শিশু সন্তান যখন একাকী থাকে, তখন যদি সে অন্যায় কাজ করে, মা সম্মুখে আসিলে লজ্জায় তাহার গণ্ডে রক্তিমাভা দেখা দেয়। আমরা কখনও একাকী বাস করি না, একজন জীবনমরণের নিত্য সঙ্গী সর্বদাই সঙ্গে

সঙ্গে আছেন, একথা স্মরণে রাখাই পুণ্য পথে চলিবার একমাত্র উপায়। "তুমি সব দেখিছ চাহি",—আমার আর অন্য পথে চলিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

* * *

ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সমুদয় তাঁহাতে পূর্ণ কর। স্বর্গ, মর্ত্য কোথাও আর তাঁহার অন্বেষণে যাইও না। এই বিশ্বের একমাত্র সৃজনকর্তা তিনি; সর্বত্র, সকল বস্তুতে ও সর্ব ঘটনাতে তিনি নিত্য বর্তমান। এই দৃশ্যমান জগৎ অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে; অতএব তাঁহাকে নিত্য নূতনরূপে বর্তমান দেখ। প্রতি মুহূর্ত তোমার নিকট যাহা বহন করিয়া আনিবে, তাহার মধ্যে তাঁহাকেই অন্বেষণ কর এবং তাঁহাতেই জীবিত থাক। তুমি তাঁহা হইতে দূরে যাইও না; তিনিও তোমা হইতে দূরে থাকিবেন না। ব্যাকুলাত্মা যখন অশ্রুসিক্ত নয়নে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ভগবানের প্রেমই অন্বেষণ করে, তখনই সে পরিপূর্ণ জীবন লাভ করে।

পৃথিবীর আনন্দের ঊর্ধে শাশ্বত আনন্দ লাভের একমাত্র উপায় প্রেম।

ভগবানকে একমাত্র সত্য ও জীবনের আশ্রয়-রূপে জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

প্রেমই সত্য, প্রেমই সৌন্দর্য। যে প্রেমে বিসর্জন আছে, গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নাই, ক্লেশ স্বীকার আছে, কর্কশতা নাই,—তাহা কঠোর তপস্যা অপেক্ষাও পবিত্রতর। প্রেম সাধনাই ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। যখন প্রেম উজ্জ্বল-আলোক স্বরূপ হইবে এবং অনাবিল আনন্দ আমাদের হইবে, তখনই আমাদের দিবসগুলি উজ্জ্বল নির্মল রূপ ধারণ করিবে এবং চিত্ত আমাদের সন্তোষে পরিপূর্ণ হইবে।

* * *

মনুষ্য কেবল শরীরধারী জীব নহে, সে আত্মাবান। আত্মার ধনই পরম ধন, আত্মার সম্পদই পরম সম্পদ। শরীরের দারিদ্র্য অপেক্ষা অন্তরের দারিদ্র্য অধিকতর ক্লেশকর ও ক্ষতিজনক।

পার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়াও মানুষ নির্ধন; আবার এ জগতের সম্পদহীন হইয়াও অতুল বৈভবের অধিকারী। আত্মাকে বিস্মৃত হইলে,

সমুদয় জগতের রাজত্বও যদি পদতলে লুণ্ঠিত হয়, তথাপি সে নির্ধন।

সাধু কার্যই মানবের পরম সম্পদ। যাহা জীবনকে গভীর, উদার ও মহৎ করে, তাহাই সম্পদ। জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ আত্মার পরম সম্পদ। যিনি এই সম্পদ লাভে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত ধনী।

যত প্রকার সম্পদ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমাদের পরম সম্পদ; এ সম্পদ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার আর কোন সম্পদকে সম্পদ বলিয়া মনে হয় না।

তাঁহাকে জানিতে না পারাই ঘোর দারিদ্র্য। যিনি তাঁহাকে জানেন, কোন প্রলোভনের বস্তুই তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। তিনি পরম ধনী।

* * *

যখন মানুষ পাপে মগ্ন থাকে, তখনই তাহার মরণ, আর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যখন পুণ্য ও পবিত্রতায় বাস করে, তখনই তাহার জীবন। মরণহীনতাই অমৃতত্ব লাভের উপায়। ভগবানই সেই অমৃত লোক।

মানুষ চায় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হউক; দেবতাগণ ও ভগবান চান, তাহারা চরিত্র লাভ করুক।

চরিত্রই একমাত্র সম্পদ, যাহা আমরা এ জগতে গঠন করিয়া পরলোকে সঙ্গে লইতে পারি।

তোমার কার্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত হউক। তোমার জীবন প্রেমে পূর্ণ হউক, তোমার মন সত্যে পূর্ণ হইয়া উর্ধে ভগবানের কাছে পৌঁছুক। যাঁহার জন্য সকল আয়োজন এবং যাঁহা হইতে সকল উৎপন্ন, তাঁহার নিকট সৌন্দর্য, সত্য ও প্রেম একই বস্তু।

* * *

সত্যের একটি মাত্র পথ। বিশাল সাগরে যেমন শতধারা প্রবাহিত, তেমনি চতুর্দিকের যত যত প্রবাহ, সকলই সেই সত্য ধারার সহিতই মিলিত।

তোমার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি অন্যায়ের ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না কর, তবে তুমি সত্যের উপাসক একথা বলিয়া গর্ব করিও না।

* * *

প্রত্যেক লোক যদি জগতের একটি লোকের

চরিত্র সংশোধনের ভার লইত, তবে এতদিনে সমগ্র মানব জাতির চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইত।

ন্যায়পরায়ণ হও, নির্ভীক হও, তোমায় হস্তে করুণা ও শান্তি বহন কর। দেশের জন্য, সত্যের জন্য, সর্বোপরি ভগবানের জন্য তোমার সকল শক্তি নিয়োজিত হউক।

* * *

স্নিগ্ধ স্বভাব সূর্যকিরণোজ্জ্বল দিবসের ন্যায়। উহা সকল পদার্থে জ্যোতি দান করে।

প্রকৃত সহানুভূতি ও বোধশক্তির অনুশীলন কর। সকলের প্রকৃত বন্ধু হইতে চেষ্টা কর। পরকে সুখী করিতে পারিলে নিজেই সুখী হওয়া যায়।

আপন জীবনের উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করিতে গেলেই জীবনে অন্ধকার আসে।

শত্রুকেও অভিসম্পাত করিও না নীরবে আশীর্বাদ কর।

সংসারে যত কিছু বিপদ আসে, তাহা কেবল আমাদের শিক্ষারই জন্য।

কেবলমাত্র চেষ্টার অভাবেই জীবনে অকৃত-কার্যতা আসে।

ক্ষুদ্র বিষয় ক্ষুদ্রই বটে, কিন্তু উহা বিশ্বস্তভাবে সম্পাদনেই মহত্ব আনয়ন করে।

অর্থের পূজা করিও না, উহাকে বন্ধু জ্ঞানে স্থান দান করিও।

তোমার সাধ্যানুসারে দান কর ; তোমার দান অনুসারে ভগবান তোমার সাহায্য করিবেন।

যে ব্যক্তি সংসারে নিজ কর্তব্য পালন করে, সে কখনও অতৃপ্ত থাকে না।

মহৎ কার্য সম্পাদনে মানুষ প্রকৃত সুখী হয় না, দৈনন্দিন জীবনে দয়ার কার্য সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়।

অপরের বোঝা বহন কর, তবেই বিধাতার বিধান জয়যুক্ত করিতে সমর্থ হইবে।

আন্তরিকতাশূন্য বাক্য দ্বারা যে প্রার্থনা, তাহা অপেক্ষা অন্তরের নীরব প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠতর।

প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবসে, নিশীথে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন ও তাঁহার জয়গাথা গান কর।

সেণ্ট আগষ্টিনের ভক্তি

"যে জন সতত তব পদে রয় আর মানে পরাজয়,
সেই লভে শুভ আর লভে সদা জয়।
সেই লভে জ্যোতিঃ আর তোমারি অমৃত,
আঁধারে ডরে না মরণে না ভীত।"

* * *

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সেণ্ট আগষ্টিনের অনেক বিষয়েই ঐক্য আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি নিগূঢ় প্রেম, আত্ম-বিস্মৃত অনুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অন্যান্য ভক্তদেরই মত ছিলেন; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এমন কি, ভক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার নিজস্ব কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মানুষ ভগবানকে যত না অন্বেষণ করে, ভগবান মানুষকে তদপেক্ষা অধিক অন্বেষণ করেন। তাঁহার সদানন্দভাব, কর্মতৎপরতা, দৃঢ় নৈতিক জ্ঞান এবং ধ্যানমগ্নতা তাঁহাকে এক অপূর্ব বিশেষত্ব দান করিয়াছিল।

"তুমি তোমার জন্যই আমাদিগকে সৃজন

করিয়াছ; যে পর্যন্ত আমাদের আত্মা তোমাতে বিশ্রাম লাভ না করে, সে পর্যন্ত তাহার আর কিছুতেই শান্তি নাই”—তাঁহার আত্ম-জীবনীতে প্রকাশিত এই বাণী জগতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের জন্য মানবপ্রাণের তৃষ্ণা ইহাতে সুন্দর ও সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা অন্য একটি ভাব স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে, যাহা সেণ্ট আগষ্টিন বিশেষভাবে অনুভব করিতেন। সেই ভাব,—মানব-প্রেমের জন্য ঈশ্বরের আকুলতা, মানব-প্রেমের জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা করেন, ইহা কেবল মানবের মঙ্গল বা সুকৃতির জন্য নয়, তাহা পরস্পরের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য। তাহাতে উভয়েরই গভীর আনন্দ ও পরম তৃপ্তি। আগষ্টিনের গভীর বিশ্বাস ছিল যে, প্রতি মানবই ভগবানের প্রেমের পাত্র।

‘হে নিত্য বর্তমান, তুমি যেমন আমার সংবাদ রাখ, প্রতি মানবাত্মার সংবাদ তেমনি রাখ। এই বিস্তীর্ণ মানবসমাজ যেন তোমার একটি মাত্র সন্তান। যখন কোন পরিধিই থাকে না, তখন কেন্দ্র সর্বত্র।’ ঈশ্বরের অনন্তত্ব সম্বন্ধে এই জ্ঞানই

তাঁহার প্রেমের তন্ময়তাকে পবিত্র ও স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ রাখিয়াছিল। অনেক সাধকের জীবনে ঈশ্বর-প্রেম আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইলেও তাঁহাদের ভাষায় অনেক সময় মানবীয় প্রেমের ভাবই অধিক ব্যক্ত হয়। দুর্বল মানুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক হইলেও সেণ্ট আগষ্টিনের ঈশ্বরপ্রেম মহৎ ও পবিত্র ভাবেই অনুপ্রাণিত ছিল। তাঁহার প্রেম মানবীয় আকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছ্বাসবর্জিত, অথচ এমন মধুরতায় পরিপূর্ণ, যাহা সাধারণ মানবের ধারণার অতীত; তথাপি, এ প্রেম ক্ষুদ্র মানুষের মনুষ্যত্বকে ম্লান হইতে সুযোগ দেয় না।

অন্যান্য ভক্ত ও সাধকদিগের ন্যায় আগষ্টিনের বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মজীবন ভগবানের অন্বেষণে দীর্ঘ ও শ্রমজনক তীর্থযাত্রা মাত্র। তিনি মনে করিতেন, মানবাত্মা পলাতক, আর ভগবান তাহার অন্বেষণকারী। কত দীর্ঘ অন্বেষণ ও সাধনার ফলে মানবের ভাগ্যে ভগবানের দর্শন লাভের সুযোগ ঘটে, তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে বার বার এই ভাবই ব্যক্ত—"হে ঈশ্বর, যাহারা তোমাকে চায় না, তাহাদের তুমি খুঁজিয়া বাহির কর; যাহারা

তোমাকে ভুলিয়া থাকে, তাহাদের তুমি ভোল না; তোমাকে চাহিবার আগে তুমি মানুষের আত্মাকে চাও।" "তোমার সঙ্গ লাভের পূর্বে তুমি তাহাদের সঙ্গ লাভ কর।" তিনি মনে করিতেন, তাঁহার জীবন পরিবর্তন ও মুক্তিলাভ ঈশ্বরেরই কৃপা।

* * *

"তোমার কাছ হইতে যাহারা দূরে যায়, তাহাদের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আছ। একাধারে তুমি দণ্ডদাতা ও করুণার উৎস! অদ্ভুত উপায়ে তুমি আমাদিগকে তোমার দিকে টানিয়া লইতেছ।"

"মানুষ যেমন তাহার স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করে, তুমি ত তোমার সৃষ্ট জীবকে তেমন করিয়া পরিত্যাগ কর না; তাহাদিগকে তোমার দিকে ফিরাইয়া লও ও তোমারি অন্বেষণে নিযুক্ত কর। তুমি ত তাহাদের অন্তরেই আছ।"

"আমি কোন্ পথে যাইব ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে চালাইয়া লইলে। আমি পৃথিবীর প্রশস্ত বক্ষে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিলাম, তখনও তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই। হে প্রভু! তোমার বিধাতৃত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তুমি আমার আত্মাকে পরিত্যাগ কর নাই। আমার প্রতি তোমার ব্যবহার কত বিচিত্র। তোমার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই আমি আমার অজ্ঞাত ধর্মগুরুর নিকট নীত হইয়াছিলাম, যেন তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তোমার সন্তান তোমার নিকট উপনীত হইতে পারে। তুমি ধীরে ধীরে তোমার করুণার কোমল স্পর্শ দানে আমার আত্মাকে শান্ত করিয়া তোমার দিকে যাইবার জন্য প্রবৃত্ত করিয়াছ।"

সেণ্ট আগষ্টিনের দীক্ষা গ্রহণের (Baptism) দশ বৎসর পরে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে ব্যয়িত বিগত যৌবনের অনুশোচনাপূর্ণ হৃদয়ের গভীর দুঃখ বহু স্থানে এইরূপে ক্রন্দনের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

"হে চির পুরাতন, হে চির সুন্দর, হে চির নবীন! আমি কত বিলম্বে তোমাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। তুমি আমার অন্তরেই ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে বাহিরে তোমার অন্বেষণে ঘুরিয়াছি। কুৎসিৎ আমি, তোমার সৃষ্ট সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলাম;

তুমি আমার সঙ্গেই ছিলে, আমি তোমা হতে দূরে ছিলাম। বাহিরের বস্তুসকল তোমা হইতে আমাকে দূরে রাখিয়াছিল; তাহারা তোমাতে না থাকিলে নিতান্তই অস্তিত্বহীন। তুমি আমাকে উচ্চৈরবে ডাকিয়াছ, আমার বধিরতাকে সবলে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। তোমার উজ্জ্বল আলোকে আমার অন্ধতাকে দূর করিয়াছ। চারিদিক হইতে তোমার সুগন্ধ আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমি তোমার আস্বাদন পাইয়াছি; আমি তোমার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত।" তুমি আমাকে স্পর্শ করিয়াছ, তোমার সঙ্গ লাভের জন্য আমি একান্ত আকাঙ্ক্ষিত।"

তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থান এইরূপ আকুলতায় পূর্ণ। তাঁহার অন্বেষণে ও তাঁহার প্রেমের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক গতি অতি আশ্চর্য। বাস্তবিকই, ভগবানকে ভালবাসার অধিকার তাঁহারই করুণার দান। কেন না, আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং ভালবাসার অধিকার দান করেন। এমন কি, যখন আমরা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করি, তখনও তিনি আমাদের

ভালবাসেন। ভগবানই ভক্তের প্রাণে তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য প্রেমের সৃষ্টি করেন।

"আমি কে যে তুমি আমার প্রেমের জন্য এত লালায়িত ?"—তাঁহার আত্ম-চরিতে বার বার এ কথার উল্লেখ আছে।

দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে ভগবানকে একান্ত নিজস্বভাবে চালক ও রক্ষকরূপে পাইয়া, ভক্তি ও বিস্ময়ের মধ্যেও তিনি কখনও এইরূপ চিন্তার অপরাধ করেন নাই যে, তিনি ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র। ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যেমন ভগবানের প্রেম ও করুণা লাভের অধিকারী তেমনি প্রতি মানব সন্তানই তাঁহারই মত ইহার অধিকারী।

তাঁহার ধর্মজ্ঞান ও চিন্তাধারা এমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার মধ্যে কোন সংশয় বা দ্বিধা ছিল না। ঈশ্বর পূর্ণরূপে সর্বত্র বিদ্যমান, এ কথা তিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেন ; যে প্রেমে সময় ও সীমার বন্ধন নাই, তাহা সর্বত্রই সমান। তাঁহার উপদেশের মধ্যে ঈশ্বরের সকল রূপই অনন্ত,

এই ভাবটি স্পষ্টতর হইয়া উঠিত। তাঁহার ধ্যানপরায়ণতাই তাঁহার মত প্রেমিক হৃদয়কে সকল সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিল। ভগবান সর্বক্ষণই তাঁহার নিকট 'মহতোমহীয়ান' এবং প্রেমস্বরূপ ছিলেন।

আগষ্টিনের ভক্তি আনন্দপূর্ণ ছিল, সেই জন্যই তাঁহার সকল লেখা, বিশেষতঃ, প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত পাপ-স্বীকার, তাঁহার চিঠিপত্র ও তাঁহার উপদেশ এত চিত্তাকর্ষক হইয়া রহিয়াছে। অল্প সংখ্যক সাধকই এরূপ আনন্দ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন। যাঁহারা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভক্তজীবনের কিছু কিছু সম্পদ নিজ নিজ জীবনে লাভ করিতে অভিলাষী বলিয়াই বোধ হয়।

আগষ্টিনের জীবনে আমরা দুইটি ভাব দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, মানুষ পার্থিব জীবনে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই প্রেম, বন্ধুতা, যৌবনসফলতা, ধন, যশঃ, স্বাস্থ্য এবং জ্ঞানজনিত সর্বপ্রকার মানসিক আনন্দ তাঁহার ছিল। এ সকল থাকা সত্ত্বেও তিনি নিতান্তই অসুখী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ,

যখন এ সকল সম্পদ হইতে কিছু কিছু বঞ্চিত হইলেন এবং নিজেও ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, যখন তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্মমন্দিরের ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইল, সেই ঘোর দুর্দিনেও তিনি নিজেকে একান্ত সুখী বোধ করিতেন। তাঁহার জীবন-পরিবর্তনের ইতিহাসে এই পার্থক্য বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন, "সকলেই জানে, ইটালীতে যাইবার সময় আমি ছিলাম এক মানুষ, আর ফিরিবার সময় অন্য মানুষ হইয়া ফিরিলাম।" মিলান নগরে নিজ কর্তব্য নির্ধারণের দিনেও তাঁহার উৎসুক চিত্ত পার্থিব ভোগ লালসার পশ্চাতে ধাবিত হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে যখন সকল পথ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইলেন, তখন তাঁহার প্রার্থনা,—"হে প্রভু, তোমা হইতে দূরে দূরে ভ্রমণ করিয়া নিষ্ফল চেষ্টায় বিরামবিহীন ক্লান্তি লইয়া এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখে পতিত হইয়াছি।"

অবশেষে খ্রীষ্ট নামের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যখন তিনি চিরজীবনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ

করিলেন, তখনকার প্রার্থনা এই,—"হে প্রভু, সকল পাপ-পথ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিলে! এক-দিন যে ভোগ-সুখের পশ্চাতে ধাবিত ছিলাম, সেই সকল লালসার ঊর্ধ্বে আমাকে রাখিয়া তুমি এখন আমার একমাত্র আনন্দের বস্তু হইয়া থাক।"

শুধু তাঁহার হৃদয় নয়, তাঁহার মন ও আত্মা এই সময়ে ভগবানে যে কি অনির্বচনীয় তৃপ্তি সম্ভোগ করিত এবং তাঁহার সমুদয় শক্তি ভগবানের প্রিয় কার্য করিবার যে কি সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়।

* * *

বাল্যকাল হইতেই আগষ্টিন সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন। "হে সত্যস্বরূপ, সেই সময়েও আমার আত্মা কি আন্তরিকতার সহিত তোমায় আকাঙ্ক্ষা করিত! বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থের মধ্য দিয়া সত্যসকল সর্বদা তোমারই প্রতিধ্বনি আমার নিকট বহন করিত, কিন্তু তাহা কেবল প্রতিধ্বনিই ছিল! হে সত্যস্বরূপ, হে শাশ্বত অক্ষয় পুরুষ! আমি তখনও তোমারই জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ছিলাম।"

এই সকল তিনি তাঁহার পতিতাবস্থায় লিখিয়া-

ছিলেন; কিন্তু পরজীবনে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"যেখানে আমি সত্য লাভ করিয়াছি, সেইখানেই আমার ভগবান, যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁহাকেই লাভ করিয়াছি। একবার যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা আর বিস্মৃত হই নাই।" "যে অবধি তোমাকে জানিয়াছি, তুমি আমার স্মৃতিতেই আছ। আমি যেখানেই তোমাকে পাই এবং যখনই তোমাকে স্মরণ করি, তখনই তোমাতে আনন্দ পাই। আমার দৈন্য দেখিয়া দয়া করিয়া আমাকে যাহা দিয়াছ তাহাই আমার শুদ্ধ আনন্দ হউক।"

তিনি বলিতেন, "হে প্রভু, আমার পরিবর্তনশীল মনের উর্ধে তুমি অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্য।" "সত্যেতেই কেবল যাহার আনন্দ, সেই জীবনই সুখী, সেই জীবনই প্রেম লাভের যোগ্য।" "যে সত্যস্বরূপের আবির্ভাবে সকলই সৎ হয়, বিক্ষেপহীন চিত্তে মানুষ যখন সেই সৎ-স্বরূপে আনন্দ লাভ করে, তখনই সে সুখী।

* * *

সুদীর্ঘ ধর্মজীবনে আগষ্টিন জ্ঞানের অহঙ্কারের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করিয়াছেন; তবে সকল

সময়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন গর্বই ছিল না; তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়াই মনে হইত। যৌবনের তিক্ত স্মৃতি এবং দৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার আত্মিক আনন্দ উপভোগের অন্তরায় ছিল।

তাঁহার সঙ্কোচহীন আত্মবিশ্লেষণে অন্তরের পাপ চিন্তাসকল প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তিনি সাহসের সহিত পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেও প্রতিদিন পাপ চিন্তার জন্যই নিজকে হীন মনে করিতেন। আত্ম-সংযম দ্বারা যতই তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিন দিন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হইতেছিল, ততই তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহার সকল সাধনা সত্বেও আকাঙ্ক্ষিত জীবনের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা হইতে তিনি কত নিম্নে!

তাঁহার এক মাত্র প্রার্থনা ছিল, "হে প্রভু, তোমার অত্যাশ্চর্য অসীম দয়াই আমার একমাত্র ভরসা।" দীক্ষা গ্রহণের দশ বৎসর পরে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভু, আমার আত্মার গৃহ সংকীর্ণ। ইহাকে এমন ভাবে প্রস্তুত কর, যেন তুমি ইহার ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পার!

ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহার সংস্কার কর। তুমি ছাড়া আর কে আমাকে শুদ্ধ করিয়া লইবে? তুমি ছাড়া আর কাহার নিকট আমি ক্রন্দন করিব? আমার অন্তরের গোপন পাপসকল দূর করিয়া তুমি ইহাকে পবিত্র কর এবং তোমার দাসকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা কর। তোমার প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস, তাই তোমাকেই সকল জানাই।"

"হে প্রভু, তুমি জান আমি তোমার আদেশ অমান্য করিয়া কি তোমার নিকট স্বীকার করি নাই এবং তুমি আমার চিত্তের কোন অপরাধ সকল ক্ষমা কর নাই! তোমার সহিত বিচার করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। কেন না, তুমি সত্যস্বরূপ। অপরাধ করিয়া মিথ্যা আত্মপ্রবোধে তৃপ্ত থাকিতে আমার শঙ্কা হয়।"

Hippe-তে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যখন সকলে তাঁহাকে সাধু, জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিত, তখনও বাইবেল গ্রন্থের অপর সকল Psalms অপেক্ষা যে সকল Psalms-এ ক্ষমা ও পতিত উদ্ধারের বিষয়ে বর্ণিত আছে, তাহাই তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল।

প্রার্থনা বিষয়ে মহাজন-বাক্য

"সব কলরবে সারা দিনমান
শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত
তোমার সঙ্গ রাজে ॥"

*　　*　　*

প্রার্থনা আমাদের সম্বল; তবে কেন আমরা দুর্বল বা হৃদয়হীন হইব? উৎকণ্ঠা ও ক্লেশ কেন আমাদিগকে পীড়িত করিবে? প্রার্থনা পর্বত-প্রমাণ বিঘ্নরাশি দূরে অপসারিত করে; অসম্ভবকে সম্ভব করে। প্রার্থনা সাধনায় নিশ্চিত সিদ্ধি দান করে।

—জর্জ মুলার

প্রার্থনা দীনতা আনয়ন করে, সকল মোহ পাপ হইতে আত্মাকে মুক্ত রাখে; ভগবান যে মানবের একমাত্র অবলম্বন, তাহাই বুঝিতে সক্ষম করে।

—টমাস, এ, কেম্পিস

প্রার্থনা কি? ইহা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট বাক্য

উচ্চারণ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা বেশী কিছু। যে অবস্থায় মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সহিত বিশ্বাসে ও প্রেমে যুক্ত থাকে, সেই অবস্থাটিই প্রার্থনা।

—ম্যাডাম গ্যোয়ো

আপাততঃ কোন সুবিধা দেখিতে না পাইলেও একাগ্র মনে প্রার্থনায় যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা নষ্ট হইল মনে করিও না। তাহা ব্যয় নয়, ক্ষতি নয়: তাহা আমাদের পরম লাভ, আমাদের পরিপূর্ণ সঞ্চয়। কেন না, সেই সময় আমরা যে পরিশ্রম করি, তাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহা কেবল মাত্র পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার।

—সেণ্ট টেরেসা

যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজের সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। আমাকে ঈশ্বর বলিতেন, "তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনা কর।" প্রার্থনাই আমার মুক্তিলাভের প্রথম উপায় হইয়াছিল। ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আমি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হই। এই

প্রার্থনাই আমাকে ধর্মশাস্ত্র ও ধার্মিক মনুষ্যগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়াই পিতার কৃপায় সাধনার উপায়সকল লাভ করিয়া এত দূর আসিয়াছি। বাহ্যক্রিয়া সাধনের জন্য যেমন নিয়মাধীন হওয়া আবশ্যক, আধ্যাত্মিক অভাব মোচনার্থ সেইরূপ অখণ্ড শাসনের অধীনে প্রার্থনা করিতে হইবে।

—কেশবচন্দ্র সেন

প্রার্থনা বচন-বিন্যাস নহে, কোন রূপ প্রক্রিয়া নহে। প্রার্থনা আত্মার একটি স্বভাব।

—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না; —এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম; মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, "কর্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক, থাকে থাক, ধন মান প্রাণ রে।" প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম, তেমন আশাও পাইলাম।

প্রার্থনাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমি

অনেক প্রলোভনে পড়িয়াছি, সময়ে সময়ে পতিত হইয়াছি; অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের মধ্যে দুর্বলতাতে বল, নিরাশায় আশা, নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

যত দিন আমাদের হৃদয় আছে, যত দিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানা সৌন্দর্য দ্বারা এই জগতকে আনন্দনিকেতন ক'রে সাজাচ্ছেন, তত দিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হ'লে মানুষের বেদনা ঘুচবে কি ক'রে? ততদিন কোন সন্দেহ, কঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত ক'রে ফিরিয়ে দিতে পারে?

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্য সাধন ক'রে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে, সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুল বেশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ প্রার্থনাদূতী।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রার্থনা সম্বন্ধে এক বাক্যে ইহাই বলিতে পারি—প্রার্থনা আমাকে শান্তি দেয়।

—মহাত্মা গান্ধি

প্রার্থনা মহিমাময় পিতার প্রেমক্রোড়; মানবশিশু স্বেচ্ছায় তথায় আরোহণ করে। যাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই প্রেম, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভের অধিকারী। এই প্রার্থনা বলেই ভক্ত তাঁহার প্রেমস্পর্শ অনুভব করিয়া তাঁহার সহবাস লাভে সমর্থ হন।

—তিলক

ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর যোগ রক্ষার অভ্যাস করিতে হইলে ও আমাদের সকল কার্যের সময় তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, বিশেষ যত্নের সহিত প্রথমতঃ আমাদিগকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। কিছুকাল যত্নের পরে দেখা যাইবে, ঈশ্বরের প্রেম সহজেই আমাদের অন্তরকে সেই পথে চালিত করিতেছে।

—সাধু লরেন্স

* * *

হে প্রভু! তোমার বর্তমানতার মধ্যে ক্ষণকাল বাস জীবনে কি মহা পরিবর্তনই না আনয়ন করে! দুর্বহ ভার অন্তর হইতে দূরে অপসারিত হয়, শুষ্ক হৃদয়ভূমি যেন বারি বর্ষণে সঞ্জীবিত

হইয়া উঠে। যখন প্রার্থনার জন্য নতজানু হই, মনে হয়, যেন চারি পার্শ্বের সকল বস্তুই অবনত। প্রার্থনা হইতে যখন উঠি, দেখি দূরে ও নিকটের সকল বস্তু সূর্যকিরণে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। কত দুর্বলতা লইয়া নতজানু হই ; যখন উঠি কত শক্তি অনুভব করি। তবে কেন আমরা নিজেদের ও অপরের সম্বন্ধে এত ভুল করি যে, আমরা শক্তিহীন, আমরা ভাবনা চিন্তায় নিপীড়িত। প্রার্থনার সময়ে কি ইহা মনে করিতে হইবে যে, আমরা দুর্বল, চিন্তাহীন, দুঃখ কষ্টে ক্লিষ্ট বা শঙ্কিত ; আর যত আনন্দ, শক্তি ও সাহস সকল তোমার মধ্যে অবস্থিত !

* * *

প্রার্থনা কেবল কতিপয় পরম পবিত্র সাধুজীবনে বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ নয়। যাহা আমাদের নাই, তাহার জন্য আবেদনই প্রার্থনা। প্রার্থনা শব্দটির ব্যাপক অর্থ আত্মিক ভাষায় বলিতে গেলে ভগবানের সহিত বাক্যালাপ। বাক্যালাপের যে আনন্দ, তাহার অতীত আর কোন আনন্দের আকাঙ্ক্ষা তখন থাকে না। আমরা বন্ধুর সঙ্গ

লাভের আকাঙ্ক্ষা করি—কেন না উহা গৌরবের। বন্ধুর সঙ্গে বাস, সর্ব বিষয়ে তাহাদের সহিত আলাপ, তাহাদের সহানুভূতি এবং তাহাতে আনন্দ প্রকাশ, আমাদের অন্তরে ও চিন্তায় বন্ধুদিগের স্থান কোথায়, তাহা তাহাদিগকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করা, ইহাতেই সুখ। সেইরূপ বন্ধুর বন্ধু, যিনি পরম বন্ধু, তাঁহার সহিত আত্মার এইরূপ ভাবই প্রার্থনা।

* * *

আমাদের প্রার্থনার মধ্যে একটি কিছু চাই। নিজের অন্তরে নয়—ভগবানের মধ্যে। যখন প্রার্থনার মধ্যে আমরা আবেগ, শান্তি ও আনন্দ চাই, তখন আমরা নিজেকে চাই না। প্রার্থনা করা আমাদের আবশ্যক, কিন্তু প্রার্থনার মধ্যে সুখ অনুভব করা আমাদের আবশ্যক নয়।

যেমন প্রার্থনা করিতে চাও তাহা যদি নাও পার, তবে যাহা পার, সেইরূপেই কর।

প্রার্থনা,—ভাষা দ্বারা অবিরাম ঈশ্বরের স্তুতি নয়। আমাদের অভ্যাসগুলিকে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার নিয়ম ও তাঁহার ভাবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একান্ত অধীন করাই প্রার্থনা।

তোমার ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার সহিত যুক্ত করাই তোমার অভিপ্রায় হওয়া উচিত ; ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার নিকট আকর্ষণ করা নয়।

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় প্রার্থনা

"ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান—
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানিনা কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে,
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে।"

*   *   *

হে পবিত্রস্বরূপ, হে প্রেমময় ঈশ্বর, আমার এই তুচ্ছ হৃদয়ের কোণে কোণে যত আঁধার, তাহা তোমার আনন্দ-কিরণ সম্পাতে উজ্জ্বল কর যে হৃদয় তোমার বাস-মন্দির হইবার জন্য তৃষিত, সে হৃদয়ে আসিয়া বাস কর। জাল-জঞ্জালে পরিপূর্ণ, কর্ষণের অভাবে শক্তিহীন, এই অনুর্বর হৃদয়ভূমিতে জল সিঞ্চন কর। তোমার স্বর্গীয় বারি বর্ষণে ইহাকে ফল, ফুলে পূর্ণ কর। এস প্রভু, হৃদয়ে এস। যাহারা দুর্বল, শক্তিহীন, তুমিই তাহাদের আনন্দ। পৃথিবীর ঝটিকা-পূর্ণ সমুদ্র-পথের যাত্রীদিগের তুমিই একমাত্র ধ্রুবতারা ও

চালক। যাহারা সংগ্রামে পতিত ও বিধ্বস্ত তাহাদিগের একমাত্র নিরাপদ ভূমি তুমি। যে তুমি জীবিত প্রাণীর মহিমা ও মুকুটমণি, সেই তুমিই মৃতদেরও রক্ষক; এস প্রভু, দয়া করিয়া হৃদয়ে এস। তোমাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিবার জন্য আমার হৃদয়কে প্রস্তুত কর।

—সেণ্ট আগষ্টিন

* * *

হে আমার প্রভু, এ অযোগ্যের সমস্ত জীবনই তোমার আশীর্বাদ ও করুণার ধারা। আমার পথের বিপদ দূর করিয়া তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতেছ, আমাকে লইয়া চলিয়াছ ও রক্ষা করিতেছ। যখন শক্তিহীন হইয়া পড়িব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি দৃঢ়রূপে তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব। যখন তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করি, তুমি শেষ পর্যন্ত আমার প্রভূত কল্যাণ সাধন কর। আমি তোমার কোলে যেন বিশ্রাম লাভ করিতে পারি। তোমার বক্ষে যেন নিদ্রা যাই। প্রকৃত ভক্তি দাও, যে ভক্তি তোমার ও আমার মধ্যে বন্ধন স্থাপন করে।

হে প্রভু, যে বিশ্বাস জীবনে আছে, তাহা কি তুমি নও? তোমার দয়ার শেষ নাই। যেখানে তুমি আমার সঙ্গে নাই, সেখানে মঙ্গল কোথায়? যেখানে তুমি আমার সঙ্গে আছ, সেখানে অমঙ্গল হওয়া কি সম্ভব? তোমা ছাড়া স্বর্গবাস অপেক্ষা পৃথিবীতে পথযাত্রী হইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর মনে করি। সেখানে তুমি, সেখানেই স্বর্গ; আর যেখানে তুমি নাই, সেখানে মৃত্যু ও নরক।

হে আমার ঈশ্বর! আমার অভাবের সময় সাহায্য করিতে পারে, তুমি ছাড়া এমন আমার আর কেহই নাই। তুমিই আমার আশা, তুমিই আমার বিশ্বাস। যদিও তুমি আমাকে নানা প্রকার দুঃখ বিপদে ফেল, তবুও তুমিই আবার সে সকলকে আমার সহায় হইতে আদেশ কর। তুমি যখন তোমার স্বর্গীয় সান্ত্বনা দ্বারা আমার হৃদয় পূর্ণ রাখ, তখন আমি তোমাকে যেরূপ ভালবাসি ও তোমার গুণ গান করি, দুঃখ বিপদে তাহা অপেক্ষা কম ভালবাসা অথবা তোমার গুণগান হইতে বিরত থাকা কি আমার উচিত?

হে প্রভু, আমার দুঃখেরও কোন তুলনা নাই,

তোমার অনুগ্রহেরও তুলনা মেলে না। এই দুই-এর তুলনা না মেলাই আমাদের যোগ-বন্ধনের হেতু। তুমি কি তোমার প্রসন্ন মুখ আমার দিকে ফিরাইতে আর অস্বীকার করিতে পার ?

দুঃখ যেমন শিক্ষা দিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। এই দুঃখ হইতেই আমি আত্মার অমরত্ব ও তোমার মধুর আহ্বান শুনিতে পাই।

—সেণ্ট আগষ্টিন

* * *

হে প্রভু, তোমার মধুর প্রেমে তুমি আমার অন্তরে তোমার স্থান প্রস্তুত করিয়া লও। চিন্তা, ভাব, সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, আশা, ভয়,—যাহা তোমার প্রেমে বাধা জন্মায়, সব দূর করিয়া দাও। হৃদয়কে এমন করিয়া মুক্ত কর, যেন কোন কিছু তোমাকে গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায়। তুমিই হৃদয়কে উপযুক্ত করিয়া লইতে পার। তোমার পবিত্র ভাব দ্বারা ইহাকে এমন করিয়া ধৌত কর, যেন তোমাকে একান্তভাবে ভালবাসে। তোমা দ্বারা হৃদয় পূর্ণ কর। তুমি

এমন ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ কর, ইহাকে এমন ভাবে উজ্জ্বল ও তোমার প্রেমে পূর্ণ কর, যেন চিরদিন তুমি ইহাতে বাস করিতে পার। আমি যেন তোমার প্রেম দ্বারাই চিরদিন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

হে প্রিয়তম, তোমাকে জানিতে, তোমাকে ভালবাসিতে এবং তোমাতে আনন্দ লাভ করিতে পারি, এই আশীর্বাদ আমাকে কর। এ জীবনে যদি ইহা পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে নাও পারি, তবে প্রতিদিন অল্পে অল্পে উন্নতি লাভ করিয়া যেন অবশেষে সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। তোমার সম্বন্ধে জ্ঞান এক্ষণে এমন ভাবে বর্দ্ধিত হউক, যেন পরজীবনে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমার আনন্দ তোমাতে পরিপূর্ণতা লাভ করুক। হে প্রভু, আমি জানি তুমি সত্যস্বরূপ। তোমার আশ্বাসবাণী সফল কর, যেন আমার আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে।

—সেণ্ট আগষ্টিন

* * *

হে অপরিবর্তনীয়! আশীর্বাদ কর যেন

বিশ্বস্ত হৃদয় লইয়া এই নববর্ষ অতিক্রম করিতে পারি এবং সর্বকালে যেন তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তোমার প্রেম লাভে সমর্থ হই।

হে প্রভু, তোমাকে ভক্তি করিতে, তোমাকে পূজা করিতে এবং তোমাকে ভালবাসিতে আমার হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া দাও, তোমার কাছে আমার এই মিনতি। আমার সকল পাপ, সকল ব্যর্থতা, সকল অসম্পুর্ণতা, যাহা তোমার অতৃপ্তিকর, তাহা ঘৃণা করিতে আমাকে শিক্ষা দাও। যাহা তোমার প্রিয়, তাহাই যেন আমার প্রিয় হয় এবং যে তোমার প্রিয়, সে যেন আমারও প্রিয় হয়।

হে পিতা, প্রেমের জন্য অনুরাগ, অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জা, পাপের জন্য দুঃখ এবং তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্য ও তোমার সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাকে দাও। আমার যত অপ্রেম, তাহা তোমার প্রেমের উজ্জ্বলতায় দীপ্তি লাভ করুক। আমার শূন্য শুষ্ক হৃদয়-মরুভূমি তোমার জন্য পিপাসিত হউক এবং হৃদয়ে আসিয়া বাস করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান করুক।

তাপিত হৃদয় জুড়াইবার স্থল একমাত্র তুমি।

যে তুমি হৃদয়বেদনার একমাত্র অপহারী, সেই তোমার জন্য আমার হৃদয়কে বেদনা ভোগ করিতে দাও। আমার নীরব আকাঙ্ক্ষাসকল তোমার মহিমা কীর্তন করুক, তোমাকেই যাচ্ঞা করুক। যে হৃদয় তোমার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, সেই ব্যাকুল হৃদয়কে তুমিই কেবল তৃপ্তি দান করিতে পার।

* * *

হে প্রভু, হে আমার ঈশ্বর, হে অন্ধের নয়নের আলো, হে দুর্বলের বল, যাহারা চক্ষুষ্মান, তাহাদের চক্ষের জ্যোতি তুমি, যাহারা সবল তাহাদেরও বল তুমি। শ্রবণ কর আমার আত্মার গভীর অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত ক্রন্দন!

হে প্রভু, বিমুখ চিত্তকে তোমার অন্বেষণে রত রাখ। তোমা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও, স্রষ্টা তুমি, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি; তুমি ত আমাকে ত্যাগ কর নাই। আমরা যেন তোমাকেই অন্বেষণ করি; যখন তোমার কাছে পাপ স্বীকার করি, যখন তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করি, যত কঠোর পথে ভ্রমণ করিয়া গোপনে

তোমার নিকটেই ক্রন্দন করি, তখন জানি তুমি হৃদয়েই আছ; কোমল হস্তে তুমিই চক্ষুর জল মুছাও; তাই তো আনন্দের আবেগে অশ্রু বিসর্জন করি; যে তুমি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছিলে, সেই তুমিই আমাদের জীবন পূর্ণ ভাবে গঠন করিয়া সান্ত্বনা দান কর।

হে প্রভু, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি যেন সকল হৃদয় দিয়া তোমাকেই ভালবাসি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্ব প্রলোভন হইতে আমাকে মুক্ত রাখ।

* * *

হে ঈশ্বর, যাহারা তোমার দর্শন পায়, তাহাদের হৃদয়ের আলো তুমি; যাহারা তোমাকে প্রেম করে, তাহাদের আত্মার তৃপ্তি তুমি; যাহারা তোমাকে অন্বেষণ করে, তাহাদের মনের শক্তি তুমি। তোমার পবিত্র প্রেমে যেন অটল থাকিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। তুমি হৃদয়ের আনন্দ হও; সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া তুমি সেখানে বাস কর। আমার আত্মার গৃহ তোমার পক্ষে অতি সঙ্কীর্ণ। সে গৃহকে এরূপ প্রসারিত কর,

যেন তুমি সেখানে প্রবেশ করিতে পার। ইহা ভগ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত, তুমি ইহার সংস্কার করিয়া লও।

আমি জানি, প্রভু, আমার হৃদয়ে এমন কত বস্তু আছে, যাহাতে তোমার অসন্তোষ উৎপাদন করে; হৃদয়কে ধৌত করিতে তুমি ছাড়া আর কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিব? তাই, তোমার কাছে কাতরে মিনতি করি, তুমি ত্বরায় অন্তরের গোপন পাপসকল মোচন করিয়া ইহাকে নির্মল করিয়া লও, তোমার দাসকে তাহার অভ্যস্ত পাপ হইতে উদ্ধার কর। পাপ যেন আর আমার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে না পারে।

* * *

হে চিরমধুর, চিরপ্রেমময়, তুমি আমার অক্ষমতা ও অভাব সবই জান; কি মহা দুঃখ ও পাপে আমি নিমজ্জিত! আমি সততই ইহার দ্বারা ভারাক্রান্ত, প্রলুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত। আমি তোমার কাছে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। যে তুমি সবই জান, যাঁহার কাছে আমার অন্তরের গোপন চিন্তা সকল উদ্ঘাটিত, সে কেবলমাত্র তুমিই; যে তুমি আমাকে পূর্ণ শান্তি ও সাহায্য দান করিতে পার, সেই

তোমারি কাছে আমি সকলই নিবেদন করি। কিসের অভাব আমার সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহা তুমিই জান।

দেখ প্রভু, আমি দীন নগ্ন বেশে তোমার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের আশায় তোমারি সম্মুখে দণ্ডায়মান। তোমার এই ক্ষুধিত অকিঞ্চনকে সঞ্জীবিত কর। তোমারি প্রেমাগ্নিতে আমার যত অপ্রেম, তাহা দগ্ধ কর। তোমার বর্তমানতার উজ্জ্বল প্রকাশে আমার অন্ধ-চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান কর। ক্ষুধিত ও তৃষিত জনকে তোমা হইতে দূরে থাকিতে দিও না প্রভু! তুমি ত সাধুগণের প্রতি কতবার অপূর্ব কৃপা করিয়াছ, আমাকেও কৃপা কর।

* * *

যাহারা কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যথিত বা আমার দোষগ্রহণেচ্ছু, অথবা যাহারা আমার অনিষ্ট বা অসন্তোষ উৎপাদন করে, তাহাদের জন্যও বিশেষভাবে তোমাদের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। আমার বাক্য বা কার্যদ্বারা যদি কখনও কাহাকেও উত্যক্ত, পীড়িত ও অপমানিত

করিয়া থাকি, তবে হে প্রভু, আমার এ পাপ ও অসৎ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা কর।

সব সন্দিগ্ধতা, ঘৃণা, ক্রোধ, দ্বন্দ, যাহা পরোপকার হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত রাখে ও ভ্রাতৃপ্রেমকে খর্ব করে, হে প্রভু, হৃদয় হইতে সে সকল দূর কর।

প্রভু, যাহারা তোমার দয়ার জন্য তৃষিত, তাহাদের দয়া কর। যাহারা তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান, তাহাদের অনুগ্রহ কর। আমাদিগকে এমনভাবে প্রস্তুত কর, যেন তোমার অনুগ্রহ সম্ভোগের যোগ্যতা লাভ করিয়া অনন্ত জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি।

—টমাস্. এ. কেম্পিস

* * *

হে পবিত্র, হে অনির্বচনীয়, তুমি অপূর্ব, তুমি মহান। তোমার জ্ঞান ও শক্তি অনন্ত। অন্য সকল শক্তি তোমার শক্তির কাছে পরাজয় মানে। তোমার এক নিমেষের কটাক্ষপাতে স্বর্গ মর্ত্য দূরে পলায়ন করে। তুমি প্রেম, তুমি আমার পিতা; আমি চিরদিন তোমাকেই পূজা করিব। তোমার

আলোকপাতে আমার অন্তশ্চক্ষু উজ্জ্বল করিবে এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে বলিয়া তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ। আমাকে তোমার পূর্ণ জ্যোতির দিকে পরিচালিত কর, যেন ইহা আমার সকল অন্ধকার দূর করিয়া আমাকে পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্মান করে।

তোমার প্রেমের পবিত্র জ্যোতি এরূপ ভাবে আমার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত কর, তাহা যেন আমাকে পবিত্র করিয়া তোমার দর্শনলাভে সমর্থ করে। কেন না পবিত্র আত্মারাই তোমার দর্শন লাভ করে। তুমি আমাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছ এবং তোমার দিকে আকর্ষণ করিয়াছ, অতএব, আমাকে পরিত্যাগ করিও না; সতত তোমার অনুগ্রহ দানে আমাকে রক্ষা কর। তোমার স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হইবার জন্য আমাকে পরিচালিত কর এবং পূর্ণতা দান কর।

—সেণ্ট আগষ্টিন

* * *

হে পিতা, এই শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে আমি তোমার জন্য পিপাসিত। তোমার অনুগ্রহ

লাভের জন্যই জীবন ধারণ করি। তুমি যদি আমার পিতা না হও, তবে আমি তোমার জন্য কেন এত তৃষিত হই? তুমি যদি আমাকে তোমার স্বভাবের অনুরূপ করিয়া আমার মধ্যে না থাকিতে তবে কি আমি তোমার জন্য এত আকাঙ্ক্ষিত হইতাম? তোমার জন্য আমি অন্তরে অন্তরে অভাব অনুভব করি; তাই জানি তোমার সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ। আমার কার্যকারণ জ্ঞান নাই, আমি কেবল তোমাকে চাই, আমার কোন ভাষা নাই, কেবল ক্রন্দন সম্বল। আমি তোমাকে চাই—কেন না, তোমাকে আমার একান্ত আবশ্যক। আমি তোমার জন্যই সৃষ্ট; আমি কেবল তোমার মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিব। এস প্রভু, আমাকে স্বর্গের পূর্ণতা দান কর। হে পিতা, আমার প্রাণের এই পিপাসা কি তবে আমাকে তোমার অপার আনন্দ লাভের অধিকারী করিবে না?

—জর্জ পেশিমন

* * *

হে পিতা, আমি তোমাতে বিশ্বাসী, তবু আরও

দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে চাই; তোমাকে ভালবাসি, তথাপি সমগ্র প্রাণের সহিত তোমাকে আরও ভালবাসিতে চাই। আমার সকল চিন্তা তোমাকে নিবেদন করিব, যেন তা তোমার দিকেই ধাবিত হয়; আমার সকল কার্য যেন তোমারই অনুমোদিত হয়; আমার দুঃখ ভোগ যেন আমারই জন্য হয়।

*　　*　　*

যখন আমরা সচেতন, হে পরম দয়াল, তখন আমরা তোমার সঙ্গেই থাকি। তোমার হস্ত মঙ্গলের জন্য সর্বদাই আমাদের উপরে প্রসারিত। তুমি আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ও নিয়ামক হও। হে পিতা, আমরা তোমার প্রেমপ্রার্থী। আমাদের আত্মাকে ঘেরিয়া তোমার যে সুশীতল প্রাণবায়ু প্রবাহিত, তাহা আমাদের শক্তির উৎস হউক। আমাদের উপর কখন কি বিপদ, প্রলোভন বা দুঃখ আসিবে, তাহা তুমি ভিন্ন আর কেহ জানে না। তুমি আমাদের জীবনপথে রক্ষক থাকিয়া ধর্মভাব এবং আমাদের প্রলোভনকে সংযত রাখিতেছ। তোমার কাছে এই প্রার্থনা, আমাদিগকে প্রকৃত কর্তব্যজ্ঞান দাও, যেন আমরা সংগ্রাম ও

কোলাহল হইতে রক্ষা পাইতে পারি, পাপ ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। প্রলোভনে পতিত হইতে দিও না প্রভু! প্রলোভন আসিলে সজাগ, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সর্ব পাপ হইতে রক্ষা করিও।

* * *

হে পূর্ণ পবিত্র, হে চির প্রেমময়, বিগত শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যে নির্মল প্রভাত তোমার নব বার্তা লইয়া আজ সমাগত, সেই প্রভাতের জন্য এবং এই আশাপূর্ণ দিবসের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যখন নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম, এই পৃথিবী আপন কক্ষে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণমান ছিল; পদতলে মহা অগ্নি, চতুর্দিকে জলরাশি, উর্দ্ধে প্রবল ঝটিকা; তুমি তোমার অসীম ক্ষমতাদ্বারা এ সকলকে প্রশমিত রাখিয়াছিলে, তাই আমরা তোমার প্রেমের সুশীতল ছায়ায় শয়ান ছিলাম।

—রবার্ট কোলিয়ার

* * *

হে আমার প্রভু, তোমার বাহুর আলিঙ্গনে আমি নিরাপদ। তুমি যদি রক্ষা কর, আমার

কোন ভয় থাকে না। যদি পরিত্যাগ কর, তবে আমার কোন আশাই থাকে না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ; আমি তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করি। যাহা আমার পক্ষে মঙ্গল, তাহাই আমাকে দাও, আমার কেবল এই প্রার্থনা। আমার মুক্তির পথে সব বাধা দূর কর। আমি সকলই তোমাতে সমর্পণ করি, কেন না তুমি সবই জান, আমি কিছুই জানি না। যদি দুঃখ ও যাতনা দাও, তবে যেন তাহা প্রফুল্ল মনে বহন করিতে পারি, এই অনুগ্রহ কর। যদি এ জগতে আমাকে স্বাস্থ্য, সুখ ও সফলতা দান কর, তবে সর্বদা আমার উপরে দৃষ্টি রাখিও, যেন তোমার এ মহৎ দান আমাকে তোমা হইতে দূরে লইয়া না যায়। তোমাকে জানিতে দেও প্রভু; তোমাতে বিশ্বাস দেও, তোমাতে প্রেম দেও, তোমার কার্য যেন করি, তোমাতে এবং তোমারি জন্য যেন জীবন ধারণ করি। যে সময়ে এবং যে ভাবে মৃত্যু আসিবে, তাহাতে তোমারি গৌরব রক্ষিত হয়, এই ভাবে যেন মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি।

—জন হেনরি নিউম্যান

হে ঈশ্বর, হে আমাদের প্রভু, হে বিশ্বাসীর চির আশ্রয়, যে স্থানে তুমি আমাদিগকে পরিচালিত করিবে, আমরা সেই স্থানেই যাইব; কেন না, তোমার কার্য পুর্ণ জ্ঞান ও পুর্ণ প্রেমের পরিচায়ক। যখন আমরা অন্ধকার উপত্যকা অতিক্রম করি, তখন তোমারি আলো আমাদের অন্তরে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়া সেই দুঃখের রজনীতে আমাদিগকে নিরাপদে চালিত করে। তোমাকে যখন আমাদের বন্ধু বলিয়া জানি, তখন স্বর্গ মর্ত্য কিছুই আর আবশ্যক হয় না। যাহারা তোমাতে আশা স্থাপন করে, তাহাদের সহায়দাতা ও রক্ষক তুমি; হে প্রভু, আমরা যেন তোমা হইতে দূরে না যাই। অভিযোগহীন হইয়া আমি তোমার প্রদত্ত সকল দানই গ্রহণ করিব, তুমি যাহা কর, তাহাই মঙ্গল। আমাদের ইচ্ছাকে যখন তোমার ইচ্ছার অধীন কর, তখন কোন পাপ, এমন কি মৃত্যুকেও আমরা ভয় করি না। কেন না, সকলে একত্রিত হইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্যই কার্য করিতেছে! হে প্রভু, তোমার প্রেম ও সত্যে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার

আলোতে আমাদিগকে আশ্বস্ত রাখ; তোমার পবিত্রভাব দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

—ই, রোজেটি

* * *

হে মঙ্গলময়, তোমার আদেশে সকলেই শুভ পথে চলে। আমি তোমার অনন্ত দয়ায় নিজেকে সমর্পণ করি। আমার যাহা কিছু আছে, সর্বস্ব দিয়া আমি তোমাতে বিশ্বাসী। আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, আমার আশা ও ভয়, আমার এ লোকের জীবন ও অনন্ত জীবন, আমার আনন্দ ও বিষাদ,—এই সকল অবস্থাতেই আমি তোমাতে বিশ্বাসী। তুমি যাহা ভাল বোঝ ও যেমন তুমি ইচ্ছা কর, আমার সহিত তেমন ভাবেই চল। শুধু আমাকে তোমার অনন্ত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ রাখ।

হে প্রভু, হে আমার ঈশ্বর, তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া যেন তোমাতেই আশা রাখি; শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত তুমিই আমার রক্ষক। যখন আমার শক্তি তোমা হইতে প্রাপ্ত বলিয়া জানি, তখনই উহা শক্তি; আর যখন নিজের বলিয়া

জানি, তখনই উহা দুর্বল। তোমার সৃষ্ট বস্তুর উপর নির্ভর করিতে যাইয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন যে তুমি এমন আশ্চর্য ভাবে আমার আত্মা সৃজন করিয়াছ, সেই তোমারি পানে আমার আত্মা ঊর্দ্ধে ধাবিত হয়—সে তখন তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কেন না, তোমাতেই শান্তি ও প্রকৃত শক্তি।

—সেণ্ট আগষ্টিন।

* * *

হে প্রভু, হে ঈশ্বর, তুমি তোমার দাসদিগকে আশীর্বাদ কর, যেন তাহারা সতত শরীর মনের স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ করিয়া বর্তমান দুঃখ হইতে ত্রাণ পায় এবং তোমারি অনন্ত আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে ;—তোমার কাছে এই মিনতি।

—রোমান ব্রেভিয়ারী।

* * *

হে প্রভু, আমাদের দুর্বলতা তুমি দূর কর; বিপদে রক্ষা কর; সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া তুমি পথ প্রদর্শন কর; পাপ পথ হইতে উদ্ধার কর। আমার অন্তর বাহির ঘেরিয়া যে অমঙ্গল, তাহা

হইতে অনুগ্রহ করিয়া ত্রাণ কর। আমাদিগের সম্মুখে কর্তব্যের পথ সহজ করিয়া দেও এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্তব্যে নিযুক্ত রাখ।

হে প্রভু, আমাদিগকে কৃপা কর,মানবের ইহ-জীবনের সকল উদ্দেশ্যের তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদের পূর্বপুরুষগণও তোমাতেই আশা স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা কখনও বিভ্রান্ত হন নাই। আমরা কিরূপ এবং কোথায় আমাদের ত্রুটি, তাহা তুমিই জান। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, হে সকল শক্তির পরম শক্তি, যাহারা শরীর, মন ও সম্পত্তি — সর্ব বিষয়ে দুঃখে নিপতিত, তাহাদিগকে স্মরণে রাখ এবং তাহাদিগের অভাব অনুযায়ী সাহায্য কর। হে পিতা, হে প্রভু, হে রাজা, হে ঈশ্বর, হে জীবন ও অমরত্বের উৎস, হে চির মঙ্গলের আধার, সর্ববিষয়ে সুখে দুঃখে, একাকী ও সমবেত ভাবে, তোমাকে স্মরণ করা, তোমার উপাসনা করা, তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ও তোমার মহিমা কীর্তন করা সকল মানবেরই সঙ্গত ও কর্তব্য কার্য।

ত্রিভুবন তোমারি বন্দনা করে। দেবতারা

পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিয়া অথবা তোমার প্রদত্ত কাজে রত থাকিয়া তোমার মহিমা সুসম্পন্ন করেন। হে নিত্য, হে আমার শক্তি ও উদ্ধারকর্ত্তা, আমার চির মুক্তি ও আশ্রয়দাতা, তোমার নাম ধন্য হউক।

—রোণাল্ড উইলিয়াম

* * *

হে সর্বশক্তিমান, আমার দৈন্য ও অভাব, অল্প বুদ্ধি ও অল্প শক্তি, তুমি তোমার পূর্ণতা দ্বারা মোচন কর। আমাদের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাতে যুক্ত কর। তোমার স্বর্গীয় আলোক দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে এমন উজ্জ্বল কর যেন সত্য পথ দেখিতে পাইয়া ও তোমারি প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমার সেবায় আমাদের জ্ঞান ও ইচ্ছা সমর্পণ করিতে পারি। অবশেষে, আমাদের শরীর, মন ও আত্মা, সকলই তোমারি হইয়া যাইবে এবং তুমি হইবে আমাদের পিতা ও চিরবন্ধু।

—জর্জ ডজন

* * *

হে ঈশ্বর, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর

বিশ্বাস স্থাপন করি, তোমার হাতে আমাকে সমর্পণ করি। তুমি আমা অপেক্ষা অনেক জ্ঞানী, তুমি আমাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাস, তোমার মহৎ অভিপ্রায় আমার পক্ষে যাহাই হউক, আমার ভিতরে কার্য করিয়া ও আমা দ্বারা তাহা পূর্ণ কর। তোমার সেবার জন্য, তোমারি হইবার জন্য এবং তোমার যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতেই আমি জন্ম লাভ করিয়াছি। আমি তোমার অন্ধ যন্ত্র হইব, আমি আর কিছু দেখিতে চাহিব না, বা কিছু জানিতেও চাহিব না, কেবল তোমার হাতের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে চাই।

হে প্রভু, হে আমার নিত্যকালের আশ্রয়, আমি তোমাতেই বিশ্বাস ও আশা স্থাপন করি এবং সমগ্র হৃদয় দিয়া তোমাকেই ভালবাসি। তুমি আমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, দুঃখ ও আনন্দ, আশা ও ভয় রাখিয়াছ; আমি জানি না, প্রভু, আমি কোন দিকে যাইব, কোন পথে বাহু প্রসারিত করিব;—তুমিই তাহা জান। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই আমার জীবনে পূর্ণ কর। আমি সমগ্র হৃদয়ে তোমারই, আমার জীবনকাল

তোমারই হাতে। হে প্রভু, হে আমার একমাত্র আশার স্থল, যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার ইচ্ছা নয় প্রভু, তোমার ইচ্ছা, হে প্রভু, তোমারই ইচ্ছা আমার জীবনে পূর্ণ হউক।

চিরদিনের জন্য তোমারই হস্তে আমি আমার সকল ভার অর্পণ করিতেছি; আমি জানি, তুমি আমার মত সামান্য জীবের কথাও ভাবিয়া থাক। তোমার পক্ষপুটের ছায়ায় আমাকে রক্ষা কর। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

হে ভগবান, তোমার দেওয়া মুক্তি লাভের জন্য আমি নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকিব এবং সমগ্র হৃদয় দিয়া তোমাকেই ভালবাসিব।

* * *

হে আমার প্রভু, আমার হৃদয়ে বাস কর, আমি তোমাকে চাই, আমার আত্মা তোমাতেই চির বিশ্রাম ও আনন্দ লাভ করুক।

তোমার শান্তি লাভে বঞ্চিত হইলে আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। তুমি চির মঙ্গল; তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমার আর কিসের

অভাব? আমি তোমাতেই আনন্দ লাভ করিব। আমি তোমাতেই আশা রাখিয়া কাতরভাবে এই প্রার্থনা করি, তুমি জীবনের অন্ধকার দূর কর, তোমার ইচ্ছা-রূপ আলো দেখাও। তোমার শান্তি ও আনন্দ দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাকে আনন্দিত রাখ। যতদিন আমার আত্মা তোমাতে শান্তি লাভ করিতে না পারে, ততদিন সে বিশ্রাম-বিহীন।

হে পরম মঙ্গল, আমার আত্মা তোমাকেই ধারণ করিতে চায়; ক্ষুদ্র বিষয়ে সে কিছুতেই তৃপ্ত বা পূর্ণ হইতে পারে না।

* * *

তোমার কাছে এই প্রার্থনা, প্রভু, তুমি আমাদের দুর্বলতা দূর কর, বিপদে রক্ষা কর, সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া পথ চালাও; পাপ পথ হইতে উদ্ধার কর। ভিতর বাহির ঘেরিয়া যে পাপ, তাহা হইতে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ত্রাণ কর। কর্তব্যের পথ সুগম করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কর্তব্যে নিযুক্ত রাখ।

* * *

হে প্রভু, হে শান্তিদাতা, হে মিলনের দেবতা, তোমার প্রেমে আমাদিগকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে

স্থিত রাখ, যেন কোন বিপদই আমাদিগকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে।

—রোমান ব্রেভিয়ারী

* * *

হে প্রভু, যাহারা প্রলোভনে পতিত, তাহাদিগকে উদ্ধার কর, তোমার কাছে এই প্রার্থনা। তুমি যে আমাদের জন্য এত করিতেছ, কোন কিছুতেই যেন তাহা অবিশ্বাস না করি। তুমি দাতা, তোমাকে অস্বীকার করিয়া তোমার দেওয়া বস্তু যেন ব্যবহার না করি। যদি তোমার পথ পরিত্যাগ করি, যদি তোমাকে প্রতারণা করি, তবুও কখনও যেন তোমার কল্যাণ শক্তিতে অবিশ্বাসী না হই। কোন লাভ বা উন্নতির আশায় তোমার সত্তা যেন অস্বীকার না করি। তোমার কাছে বিশ্বস্ততার যেন অভাব না হয়। সকল প্রলোভনের মধ্যে তুমি আমাদিগকে এরূপ ভাবে রক্ষা কর, যেন পরীক্ষার দিনে আমরা সেই গৌরব মুকুটই লাভ করিতে পারি, যাহা তুমি তোমার ভক্তদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ।

—হেনরি আলফ্রেড

ধর্ম-জীবন

"তাই তো প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে!"

* * *

জন্ম মৃত্যুর ইতিহাস চিরদিনই মানুষের কাছে রহস্যাবৃত। জন্মিলে মানুষ আনন্দ করে, আর মৃত্যুতে তাহাকে শোক করিতে হয়। ইহার মীমাংসা তখনই হয়, যখন মানুষ সকলই বিধাতার বিধানে নিয়ন্ত্রিত জানিয়া তাহাতেই বিশ্বাসী হয়। ইহা ছাড়া শান্তির আর অন্য পথ নাই। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তখনই মর্মন্তুদ হয়, যখন আমরা অবিশ্বাসী হই।

আমরা সকলেই শিশুর মত। শিশু অন্ধকারের মধ্যে শান্তিতে নিদ্রা যায়, কেন না সে জানে তাহার স্নেহময় জনক জননী নিকটেই আছেন। অন্ধকারে জাগ্রত হইয়া শিশু যখন একাকীত্ব অনুভব করে, সে ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠে; আবার

পিতামাতার কণ্ঠের ধ্বনি শ্রবণে বা হস্তের কোমল স্পর্শে সে যখন জানিতে পারে যে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্নেহপূর্ণ হৃদয় লইয়া তাঁহারা নিকটেই আছেন, তখন তাহার সকল ভয় দূরে যায়, সে আবার নিশ্চিন্ত হয়। সেইরূপ একাকীত্বের গভীর অন্ধকারে আত্মা যখন ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন করিয়া উঠে, তাঁহার অভয় বাণী শ্রবণ বা পবিত্র স্পর্শ অনুভব না করা পর্যন্ত সে আর কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না।

* * *

পরিপূর্ণতাই সৌন্দর্য; আপনার জীবনের অপূর্ণতার উপলব্ধিই জীবনে পূর্ণতা আনয়ন করে। তোমার নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য ও শান্তি রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাক।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিজ নিজ কাজ করিবার আছে। একটি স্থান আছে, সেখানে পৌঁছিলে সকল পথ তাহার নিকট মুক্ত। তাহার ভিতরে বিধাতাপ্রদত্ত এমন শক্তি আছে, যাহা তাহাকে নিরন্তর নীরবে সেই দিকেই পরিচালিত করে।

মানুষের জীবন নদীবক্ষস্থ তরীর ন্যায়; তাহাকে

সকল দিকেই বাধা অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু একটি দিক আছে, সেখানে সকল বাধা অপসারিত। সেখানে পৌঁছিতে পারিলে মানুষ তখন শান্ত ভাবে গভীর হইতে গভীরতম স্থান অতিক্রম করিয়া অগাধ সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়।

* * *

মৃত্যু কতবার ভক্ত রামতনু লাহিড়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়জনকে কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহা এই ভগবদ্‌ভক্তের একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্নেহময়ী কন্যার শেষ বিদায় কি মর্মান্তিক বেদনায় পূর্ণ। তিনি দীর্ঘ দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিদায়ের দিনে পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন, "বাবা, আমি যাই"? পিতা বলিলেন, "যাও"। ইহার পরে কন্যার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। বিশ্বাসী পুরুষ অচল অটল রহিলেন। পত্নীকে সান্ত্বনা দিলেন, "এস, আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তিনি আমাদের সন্তানকে এত যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়া শান্তিধামে ডাকিয়া লইয়াছেন।"

এইরূপ ঈশ্বরে নির্ভর, জগতের লোকের

নিকট স্বপ্নকাহিনী বলিয়া বোধ হয়। এই ধীর পুরুষের স্নেহকাতর কোমল হৃদয় কন্যার শ্রাদ্ধবাসরে একবার মাত্র বিচলিত হইয়াছিল। আবার পুত্রের মৃত্যুতে দেখিতে পাই মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় অভিনব। সন্তানের প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি এ কথা বলেন নাই, "নিঠুর হে, এই করেছো ভাল।" হৃদয়বৃত্তি শাসন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানের অধীন হওয়া তাঁর আদর্শ ছিল না।

ভগবানের সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ, যে মধুর সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবানকে নিষ্ঠুর বলার স্থান নাই। মৃত্যুতে ভগবানের সঙ্গে যোগ তিনি যেন আরও ঘনীভূত, আরও গভীরভাবে অনুভব করিলেন; তাঁহার স্পর্শ যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল। তাঁহার চিত্ত যেন তখন এই সঙ্গীতেরই সায় দিল—

"এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।"

ইহাতে শোকের দহন নাই, আছে অনুভূতির আনন্দ। মৃত্যু মিলনকে আরও সুধাময় করিয়া তুলিল, প্রতিদিনের জীবনবন্ধু আজ নব মূর্তিতে

দেখা দিলেন, এই অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ। মীন যেমন অতল সমুদ্রে আনন্দে বিহার করে, বাহিরের আলোক বাতাসের আকর্ষণ যেমন তার কাছে অতি তুচ্ছ বোধ হয়, তেমনি সেই সাধু ব্রহ্ম-সত্তার মধ্যে আপনাকে এমন নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই মঙ্গল সত্তার মধ্যে আনন্দে বিহার করাই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহাতে তপস্যার কৃচ্ছ্রতা নাই; কেবল যোগের, কেবল মিলনের আনন্দ। তাই বাহিরেও তাঁহার আনন্দ মূর্তি; মুখমণ্ডল সর্বদাই আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত; দেখিলেই মনে হইত, যেন আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। সাংসারিক বেদনা ও ক্লেশ তাঁহার ভাগ্যে কম ছিল না, কিন্তু উহা তাঁহাকে অভিভূত করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে নাই।

* * *

বাহিরে ঋষি মৌনভাবে থাকেন, কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরের সহিত বাক্যালাপ করেন। যখন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বরের সৌন্দর্য সম্ভোগ করেন। অন্তরে ঈশ্বর দর্শনলাভ হইলে,

তাহার এক বিন্দু মাধুর্যের নিকট সকল সম্পদ তুচ্ছ বোধ হয়।

যিনি আপন জীবনের সাধনা-বলে কামনা-সকলকে নিবৃত্ত রাখেন,—নিজের সমুদয় অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর-প্রেমে বিলীন করিয়া দেন, যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহাই সাধন করেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় আপন ইচ্ছা বিসর্জন করেন, তিনি প্রকৃত যোগী এবং কর্মী।

জ্ঞানী পুরুষকারের উপরে নির্ভর করেন; ঋষি সমুদয় ভার ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া যে শুদ্ধ হৃদয় লাভ হয়, সেই হৃদয় যিনি ঈশ্বরকেই প্রত্যর্পণ করেন,—তিনিই ঋষি।

নয়ন তাঁহাকে দেখিতে পায় না, রসনা তাঁহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে জানিতে পারে। যাঁহার অন্তর জাগ্রত, তাঁহার আর বন্ধুর প্রয়োজন হয় না। মন যাঁহার ঈশ্বরের সত্তাতে মগ্ন হইয়া যায়, সংসারের অন্য বন্ধু তাঁহার কোন কাজেই আসে না।

অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে একটী প্রকোষ্ঠ আছে। সেখানে সুন্দর একটী মুক্তা জ্বলে; সেই মুক্তাটীর নাম প্রেম। যিনি সেই মুক্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই ঋষি।

ঋষি সূর্যের ন্যায়। সূর্য যেমন আপন কিরণ বিস্তার করিয়া জগতের অন্ধকার দূর করে, তেমনি ঋষি আপন অন্তরের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ধর্মপথের যাত্রীদিগের পথ আলোকিত করিয়া দেন। তিনি পৃথিবী সদৃশ। পৃথিবী যেমন আপন বলে সমুদয় ভার বহন করেন, তিনিও তেমনি সকলের ভার বহন করেন। জল যেমন সকলকে সঞ্জীবিত রাখে, ঋষিও তদ্রূপ আপন হৃদয়ের করুণাধারায় সকলকে প্রেম-সিক্ত করেন। তাঁহার অন্তরের জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়।

* * *

ঈশ্বর-মনন ব্যতীত যাঁহার নিকট প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই, তিনিই মুনি।

ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহার মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তিনি জীবনে তিনটী অবস্থা লাভ করেন; — নদীর

ন্যায় বদান্যতা, সূর্যের ন্যায় ঔদার্য ও পৃথিবীর ন্যায় বিনয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বলবান দুর্বল হয়, দুর্বল বলবান হয়।

যে বিষয়ী, ইহলোকে তাহার শোক ও চিন্তা, পরলোকে শাস্তি ও যাতনা ; সুতরাং তাহার শান্তি লাভ দুরূহ।

* * *

ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুতে যাহার অনুরাগ নাই, তিনিই মহাজন।

ঈশ্বরই যাঁহার সম্পদ, তিনি সম্পদশালী : আর সংসারের সম্পদকে যে সম্পদ মনে করে, সে চির-দরিদ্র।

সংসার-বীতরাগ ব্যক্তির সম্বল সহিষ্ণুতা, প্রেমিক জনের সম্বল কৃতজ্ঞতা ও যোগীর সম্বল প্রেম।

যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট অজানা কিছুই নাই। ঈশ্বরকে ঈশ্বরের দ্বারাই জানা যায়। সাধক যখন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হন তখন যাহা জানিবার, সকলই তিনি জানিতে পারেন।

যে সাধক অহঙ্কারী, তাহাকে সাধক বলা চলে না। অপরাধী জন, যে প্রার্থনাশীল, তাহাকে সাধক বলা যায়।

* * *

যে ব্যক্তি ক্রোধকে জয় করিয়াছে, সে-ই সবল।

যে ব্যক্তি আত্মার পরিচয় লাভ করিয়াছে, সে ঈশ্বরেরও পরিচয় পাইয়াছে।

যে ব্যক্তি সর্বদা পরের দোষ অনুসন্ধানে রত থাকে, সে কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না; এবং তদ্দ্বারা সে নিজেরই ক্ষতি করে।

* * *

যিনি বিধাতার বিধানের অধীনে আপন ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযত রাখিতে পারেন, তিনিই তপস্বী।

যিনি প্রেমপূর্ণ অন্তরে উপাসনা করেন না, তাহার উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে।

যে ব্যক্তি সাধুজনের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ধনীর সংসর্গ আশ্রয় করে, তাহার অন্তর অন্ধকারে পূর্ণ হয়।

* * *

যাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিবে না, এমন বিষয়ে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম-বিধানের আনুগত্য স্বীকার করাই পৌরুষত্বের লক্ষণ।

সকল আপদের মূল সহিষ্ণুতার অভাব।

সর্বকালে ধৈর্যই পরম সম্পদ। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপনই নির্ভর।

মানুষের রসনা তাহার অন্তরের ভাব ব্যক্ত করে। মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ। অন্তরের গোপন সংবাদ মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

* * *

যে লোক সর্বদা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়, তাহার মুক্তি অসম্ভব।

* * *

বিপদ উপস্থিত হইলে অন্তরে, বাহিরে, বিক্ষোভবিহীন হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করাই আত্মসমর্পণ।

* * *

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে যিনি আনন্দ লাভ করেন, তাঁহার জীবনে বাধ্যতাই আদর্শ।

* * *

পবিত্রতা আলোক বিশেষ; উহা মানুষকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করে।

কোনও বস্তুই ঈশ্বর-ভক্তকে ম্লান করিতে পারে না। বরং সমুদয় মালিন্য তাঁহার দ্বারা পরিষ্কৃত হয়।

* * *

সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা চিত্তশুদ্ধি। ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর সাধনা আর নাই।

যে ব্যক্তি সম্পদ-লাভে সম্পদ-দাতাকে কৃতজ্ঞতা দান করে, তাহার সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তাহার জ্ঞান ও প্রেমের উন্নতি হয়।

* * *

সমুদয় পার্থিব বিষয় হইতে অন্তরকে মুক্ত রাখা এবং ঈশ্বরে শান্তি অন্বেষণ করাই প্রকৃত ধর্ম।

ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ ভূমি অনুরাগ। সংসারকে দেহের জন্য এবং পরলোককে আত্মার জন্য আশ্রয় কর।

যাহার আত্মা মলিনতা হইতে মুক্ত, যিনি সর্বদা সাধু চিন্তায় নিযুক্ত, ঈশ্বরের বর্তমানতা উপলব্ধিতে

যাঁহার পৃথিবীর মায়া-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, ধূলিকণা ও স্বর্ণ-রেণু যাঁহার কাছে সমতুল্য, তিনিই সাধু।

* * *

ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহাকে স্মরণ ও মনন করিবার যে অধিকার দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ করুণা।

ঈশ্বর-প্রেমিক কখনও সংসার অনুরাগী হন না। সংসার অনুরাগী কখনও ঈশ্বর-প্রেমিক হন না।

জগতের কল্যাণকে যিনি আপনার কল্যাণ বলিয়া মনে করেন, বরং তদপেক্ষা অধিক মনে করেন, তিনিই মহৎ।

সম্পদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। সম্পদ-দাতার প্রতি দৃষ্টি কর, ইহাই কৃতজ্ঞতা।

প্রভু পরমেশ্বরের সহিত দাসের ক্ষণকাল সম্মিলন তপস্বিদিগের চিরকালের তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

* * *

সৃষ্ট বস্তু হইতে মন ফিরাইয়া স্রষ্টার প্রতি অর্পণ করা বৈরাগ্য।

সংসারে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা অপেক্ষা ক্লেশকর কার্য আর কিছুই নাই।

ঈশ্বরের বিধানের নিকট মস্তক অবনত করা অপেক্ষা সৎকার্য আর কিছুই নাই।

নিঃস্বার্থভাবে পরহিতে আপনাকে বিসর্জন করাই ঈশ্বরের দাসত্ব।

আমাদের ব্যবহার শুদ্ধ রাখিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ একান্ত আবশ্যক। একটি ধৈর্য, অপরটি প্রেম।

আধ্যাত্মিক যোগ রক্ষার জন্য অন্তরকে সর্বদা সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করা ধ্যান।

যাহা জান, তাহা ভুলিয়া যাও; যাহা না জান, তাহাও অন্বেষণ করিও না। তুমি কেবল ঈশ্বরেতেই অনুরক্ত থাক।

যখন কোন সম্পদ উপস্থিত হইবে, মনকে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ রাখিও। উপাসনাকালে প্রেমই সম্বল। বিপদে ধৈর্য ধারণ, পাপে অনুতাপ, —ইহাই মানুষের পক্ষে একান্ত কল্যাণকর।

* * *

কতকগুলি লোক একবার তপস্বিনী রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি জন্য পরমেশ্বরের অর্চনা

করিয়া থাকে? সে বলিল "নরকের ভয়ানক যন্ত্রণা; সেই যন্ত্রণার ভয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার পূজা করিয়া থাকি।" অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "স্বর্গ পরম রমণীয় স্থান, তাহাতে অপার সুখ, সেই সুখের আকাঙ্ক্ষায়।" রাবেয়া বলিলেন, "অধম দাসেরাই ভয় বা লোভের বশবর্তী হইয়া প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। ভাল, যদি স্বর্গ নরক না থাকিত, তবে তিনি কি পূজিত হইতেন না? প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অর্চনা অহেতুক।"

* * *

বহু ধর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। পুণ্য দ্বারাই কেবলমাত্র উন্নতি লাভ হয়।

যাঁহার নিকট ইহকাল পরকাল দুইই সমান, যাঁহার সঙ্গে ভগবান নিত্য-যোগ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী।

* * *

ঈশ্বর বলিয়াছেন, "যাহারা আমাকে চিনিয়াছে, তাহারা সত্যকে আশ্রয় করিয়াছে; সত্য তাহাদের

সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিয়াছে। যাহারা সাধু সহবাস করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের সহবাস করিয়াছে।”

* * *

তুমি সংসারকে অন্বেষণ করিলে, সংসার তোমার উপর জয় লাভ করিবে। আর তুমি যদি সংসারের প্রতি বিমুখ হও, তুমি সংসারের উপরে জয় লাভ করিবে।

যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনি সকলই পাইয়াছেন ; যিনি তাঁহাকে হারাইয়াছেন, তিনি সকলই হারাইয়াছেন।

যিনি কামনারহিত, তাঁহার পতন সম্ভব নহে ; যিনি সকাম, তাহারই পতন সম্ভব।

যাহা তোমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে, তাহা হইতে দূরে থাকাই নিবৃত্তি।

যাহার ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা বা উদ্যোগ নাই, তিনিই সহিষ্ণু।

যদি তুমি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহার বিধানের নিকট মস্তক অবনত রাখ।

* * *

একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাবেয়ার পরিধানে ছিন্ন

বস্ত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তপস্বিনী, আপনি যদি অভিলাষ করেন, তবে এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা আপনার অভাব-মোচনের জন্য ইচ্ছুক।" রাবেয়া বলিলেন, "সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা হয়। এই সংসার ঈশ্বরেরই রাজ্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকট আমি কি প্রকারে ভিক্ষা চাহিব? যাহা কিছু চাহিয়া লইতে হয়, তাহা তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিব।"

* * *

যে ব্যক্তি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে বিনয় হইতে বঞ্চিত হয়।

সংসারে প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু তাহা হইতে বহির্গত হওয়া কঠিন।

যে কার্যে বাহিরের আকর্ষণ খুবই কম, এমন কার্যে নিজেকে দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত রাখ। ছোট কি বড়, কোন্ কার্যের মধ্য দিয়া ভগবানের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সহিষ্ণু হও, তোমার অকৃতকার্যতার মধ্যে ধৈর্য অবলম্বন কর।

তোমার পক্ষে যাহা অসম্ভব, এমন কার্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, অথবা নিজেকে তোমার অধীন হইতে দিও না। দৃঢ়তার সঙ্গে এবং শান্তভাবে চল; যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে যে, তুমি কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হও, তবে তিনিই তোমার হৃদয়ে বল বিধান করিবেন।

* * *

সন্তান যেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতার উপর নির্ভর করে, তেমনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিতে চেষ্টা কর, যেন তোমার প্রতি ও তোমার সর্বকার্যে ভগবান প্রীত হন; তোমাকে দিয়া এবং তোমার কার্যের মধ্য দিয়া তাঁহারই কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন। তোমার নিজ ইচ্ছাকে পুনঃ আহ্বান করিও না। ভগবান তোমাকে যে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, সে স্থানে যদি সর্ব কর্ম হইতে তোমাকে অব্যাহতি দেন, তবে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতে থাক। ধার্মিক লোক কখনও প্রার্থনা হইতে বিরত হন না— যতক্ষণ তিনি ধর্ম পরিত্যাগ না করেন। যে সর্বদা

মঙ্গল কাজ করে, সে সর্বদাই প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকে। মঙ্গল ইচ্ছাই প্রার্থনা এবং এই ইচ্ছা যদি বলবৎ থাকে, তবে প্রার্থনাও বলবৎ থাকিবে।

ভগবানের বিধানে যাহাকে দুঃখ কষ্ট বহন করিতে হয়, অথবা আপনার অন্তরের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হয়, সে অভিযোগ করে অথবা ভাবে, তার অভিযোগ করিবার অধিকার আছে; কিন্তু যে আত্মার আপন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে কখনও এরূপ করে না। দুঃখ থাকিতে পারে, কিন্তু অভিযোগ যেন না থাকে।

* * *

নূতন বৎসর আনন্দের কি বিষাদের হইবে জানি না। ইহার গর্ভে কি সঞ্চিত, তাহা ভগবানই জানেন। এইটুকু জানাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমার ইহার অধিক জানিবার আর কি প্রয়োজন?

নূতন বৎসর আনন্দে বা বিষাদে, আলোকে বা অন্ধকারে পূর্ণ হউক, তাহাতে কি আসে যায়? অন্ধকার ও আলোকে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

তাঁহারই ইঙ্গিতে পথ অতিক্রম করিতে হইবে; সাধুপথেই চলিতে হইবে।

নূতন বৎসর সুখ কি দুঃখপূর্ণ জানি না। ভগবান আমার জন্য যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করিবেন। কাল ও ঋতু তাঁহারই আদেশে চলিতেছে। তিনি তাঁহার প্রেমে সকলই বিধান করিতেছেন, সুতরাং আমার হৃদয় আশ্বস্ত।

আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কি বিস্ময়জনক, কিছুই জানি না; কেবল এই মাত্র জানি, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তাঁহারই দয়া বর্তমান।

আত্মা সময়ে সময়ে পূর্ণ আনন্দ ও সুখে এতই উল্লসিত হয় যে, তাহার জ্যোতি মানবের মুখমণ্ডলে স্থায়ী ভাবে বিদ্যমান থাকে।

নির্দোষ হাস্য গৃহে সূর্যকিরণ-স্বরূপ। বিস্ময় প্রফুল্লতার জীবন।

এস, উন্মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে প্রকৃতির শিক্ষা লাভ করি। শুভক্ষণে, এস, নীরবে সেই অপ্রকাশিতের মহিমা অনুধ্যান করি।

* * *

জ্ঞানে ধর্ম নয়। ধর্ম মানবের পবিত্র জীবনে।

তিনি তোমার একান্তই সন্নিকটে। কিছুই ঈশ্বরের মহিমার বাহিরে নয়। পার্থিব শক্তি গৃহ-পরিবারের শান্তি ও পবিত্রতা রক্ষা করে, মনের স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা এবং আত্মার ধৈর্য ও কোমলতা বৃদ্ধি করে। কর্তব্যকে যদি আত্মার গৌরবদ্বারা মণ্ডিত করিতে পারি তবে নীচতম কর্তব্যও আমাদিগকে হীন করিতে পারে না।

ঈশ্বর-প্রেমিকের জন্য একটি নির্জন শান্তিপ্রদ স্থান আছে, সেটি নৈঃসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে যোগ। প্রখর তাপে তাপিত জনের জন্য একটি সুশীতল বিশ্রাম স্থল আছে, তাহা আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন স্থল।

সে স্থানে সূর্যকিরণও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, ঈশ্বরের বাণী সর্বদা তথায় প্রকাশিত। সে স্থান সর্বদা আলোকিত।

* * *

তিনি আমাকে যে পথে লইয়া যান, সেখান হইতে কোন অভাবই আর আমাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। আমার রক্ষক আমার পার্শ্বে, আমার আর অভাব কিসের? তাঁহার জ্ঞান সর্বদা

জাগ্রত, তাঁহার দৃষ্টি অনির্বাণ ; তিনি সকল পথই অবগত আছেন। আমি তাঁহার সঙ্গেই ভ্রমণ করিয়া আনন্দে দিনপাত করিব, অন্য সুখে আর প্রয়োজন কি ?

আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর এবং তাঁহাতে বিশ্বাসী হও। যদি তোমাকে মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত দেখ, যদি তোমার চতুর্দিকে কোথাও শ্যামল ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর না হয়, যদি এই ভাবে দীর্ঘ পথ তোমাকে অতিক্রম করিতে হয়, তথাপি ভীত হইবার কোন কারণ নাই ; কেন না, যিনি মরুভূমির মধ্যে তোমার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তিনিই আবার তাহা শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করিবেন। মরুভূমিকে আনন্দ-নিকেতনে ও পুষ্পোদ্যানে পরিণত করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই।

* * *

পরমেশ্বর, তুমি ইহলোকে যাহা কিছু আমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দেও, পরলোকের যাহা কিছু তাহা তোমার বন্ধুকে দেও। তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছুই চাহি

না। হে ঈশ্বর, যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর। যদি স্বর্গলোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে তাহা অবৈধ কর। যদি কেবল তোমার জন্যই তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য উজ্জ্বল রূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

—রাবেয়া

আশা ও সান্ত্বনা

"ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা,
যদি নেমে আসে মনে :
সহসা একদা আপন হইতে,
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান।"

* * *

তোমার জীবনে বিপদ ও পরীক্ষা যাহাই থাকুক না কেন, তুমি যদি তাহা অম্লান বদনে বহন কর এবং ঈশ্বরের প্রতি কোন অভিযোগ না কর, তবেই তুমি বিশ্বাসী।

যাহার অন্তর ঈশ্বরপ্রেমে অনুপ্রাণিত, পাপ তাহার অন্তরে প্রবেশলাভ করিতে পারে না।

ঈশ্বরকেই যাহারা পরম আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধারা ঈশ্বরের দিকে, তাহাদের স্থিতি ঈশ্বরে এবং ঈশ্বর-প্রীতির জন্যই তাহাদের কার্য।

ঈশ্বর যাহাতে প্রীত হন, তাহা কার্যে পরিণত করাতেই আনন্দ।

পবিত্রতা আলোক বিশেষ; উহা মানুষকে ঈশ্বরের পথে চালিত করে।

দীনতা চরিত্রের ভূষণস্বরূপ। যে অবস্থায়ই থাক না কেন, দীনতাকে পরিত্যাগ করিও না। উহা অহঙ্কারজনিত পাপ হইতে মানুষকে দূরে রাখে।

পারলৌকিক সম্পদ বা দারিদ্র্যের কোন মূল্য নাই। কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতা উভয় লোকেরই সম্বল। ঐশ্বর্যে কৃতজ্ঞ হওয়া ও দৈন্যে সহিষ্ণু হওয়া ধার্মিকের লক্ষণ।

* * *

ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত এক সাধু বিষণ্ণ বদনে দিন কাটাইতেন। যে দিন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইল, সেই দিন লোকে তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সময়ে হাসিবার কারণ কি? তিনি বলিলেন—আমি জানিলাম আমার পুত্রের মৃত্যুতে আমার প্রভু প্রসন্ন; সেইজন্য আমি আমার প্রভুর প্রসন্নতায় যোগ দিয়া নিজেও প্রসন্ন হইলাম।

তাপস ফজিল নামে এক সাধু ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে বলিতেন, ঈশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষুধিত রাখিতেছ। আমার পরিবারকে বস্ত্রহীন করিয়া রাখিয়াছ। রজনীতে দীপালোক দিতেছ না। আমি জানি, তুমি আপন প্রেমাস্পদের সঙ্গে এ-প্রকার ব্যবহার করিয়া থাক; বল, কোন্ গুণে আমি এ সম্পদ লাভ করিলাম!"

* * *

যিনি নির্জনে আপনার প্রভুর সঙ্গে দিন যাপন করেন, তাঁহার নিকট সকল বস্তু ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা ভগবানই অধিকতর প্রিয় হন।

* * *

তোমার আত্মাই স্বর্গধাম এবং ভগবানের বসতিগৃহ,—একথা জানাতেই আনন্দ। জীবনের শেষ পর্যন্ত যেন ভগবান তোমার আত্মার সিংহাসনে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। তাঁহার সিংহাসনের উপযুক্ততা লাভের জন্য তোমাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। আত্মাকে শুদ্ধ, শান্ত ও প্রেমপূর্ণ রাখিবার জন্য সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ও সাধনা আবশ্যক। সকল অভাব, অপূর্ণতা

হইতে আত্মাকে মুক্ত রাখ। সকল সংশয় ও ভয় দূরে অপসারিত হউক। সকল প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে শান্তভাব রক্ষা একান্ত আবশ্যক। কেন না, আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন। সর্বদা সাধু ও পবিত্র ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্তব্য সাধন করা ও তাঁহার একান্ত ইচ্ছাধীন হইয়া চলাই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ভগবান অনুগ্রহ করিয়া তোমার জন্য যাহা বিধান করিবেন, অবিচলিত চিত্তে তাহাই পরম অনুগ্রহের দান বিবেচনা করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

* * *

বাহিরের জগতে অবিরাম কোলাহল, অশান্তি ও পরিবর্তন, আর অন্তর রাজ্যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অনন্তস্বরূপ ভগবান নিত্য বিরাজিত।

মানুষের সম্মুখে দুইটি রাজ্য প্রকাশিত। বাহিরে এই পরিবর্তন ও অশান্তভাব, অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অক্ষয় শান্তির আবাস। মহাসমুদ্রের নিম্নতম প্রদেশে যে প্রশান্ত ভাব, সেখানে বাহিরের প্রবল ঝঞ্ঝা, ঝটিকা পৌঁছিতে পারে না।

তেমনি মানবের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে যে গভীর শান্তি ও পবিত্রতা বিরাজিত, সেখানে দুঃখ পাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। সেই নিস্তব্ধ রাজ্যে পৌঁছিয়া নব চেতনায় জাগ্রত থাকাই পরম শান্তি।

* * *

হিংসা, দ্বেষ মানব-সন্তানকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করে, জাতিকে নিষ্ঠুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে; তথাপি মানুষ অন্তরে পরিপূর্ণ প্রেমের অস্ফুট স্পর্শ অনুভব করে। কেন এইরূপ হয়, তাহা সে জানিতেও পারে না। অন্তরে অন্তরে এই প্রেম অনুভব করিয়া নব ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই শান্তি।

অন্তরের এই শান্তি, এই নীরবতা, এই ঐক্য ও এই প্রেম—ইহাই স্বর্গরাজ্য। ইহা লাভ করা অতি কঠিন, কেন না কেহই আমিত্ব পরিত্যাগ করিয়া শিশুত্ব লাভ করিতে চায় না।

* * *

যেখানে শান্তি লাভের কোন আশা নাই, বরং যেখানে অশান্তি, অমিলন, কোলাহল,

সংগ্রাম, সেখানেই মানুষ শান্তি, শান্তি করিয়া ক্রন্দন করে। কেবল আত্ম-বিসর্জনেই প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি মেলে, শুদ্ধতা লাভেই একমাত্র অক্ষয় শান্তি। আত্ম-সংযম এ পথের পরিচালক; অনন্ত উন্নতিশীল জ্ঞান এ পথের যাত্রীদিগের রক্ষক। পুণ্যের পথে এই শান্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিলিতে পারে, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক জীবন হইতে যখন আমিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়, তখনই প্রকৃত শান্তি অনুভূত হয়।

যে জ্যোতি কখনও নির্বাপিত হয় না, যে আনন্দের উপরে আর আনন্দ নাই, সেই অক্ষয় আনন্দ, সেই প্রশান্ত সত্তা, যাহা কখনও আলোড়িত হয় না, তাহা জীবনে অনুভব কর। যদি তোমার দুঃখ, যাতনা, পাপ ও অশান্তি চিরতরে বিদায় দিতে পার এবং যদি সেই মুক্তি, সেই গৌরবময় জীবন লাভ করিতে চাও, তবে আপনার উপরে জয় লাভ কর। তোমার প্রত্যেকটি চিন্তা প্রত্যেকটি ইচ্ছা, তোমার অন্তর্নিহিত সেই স্বর্গীয় শক্তির অধীন কর। ইহা ব্যতীত শান্তি লাভের পথ আর নাই। যদি এ পথ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক

হও, তবে তোমার সকল প্রার্থনা ও তোমার ধর্ম আচরণ করা, সবই নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

*　　*　　*

বাহিরের সকল কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া একবার তোমার নিভৃততম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর এবং স্বার্থ-মলিন বাসনাসকল বিসর্জন দাও। সেখানে গভীর নিস্তব্ধতা, পবিত্র প্রশান্ত ভাব এবং স্বর্গীয় শান্তি অনুভব কর। যদি সেই পবিত্র স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া ধ্যান কর, তবেই অন্তরে সত্যের পুণ্য দৃষ্টি লাভ করিতে পারিবে এবং সকল বস্তুর প্রকৃত রূপ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তোমার অন্তরের সেই পবিত্র স্থানটি তোমার প্রকৃত অক্ষয় ভূমি। ইহাই স্বর্গ; ইহাই শান্তির চির বাসগৃহ, জ্ঞানের পবিত্র মন্দির এবং অমরত্বের চির নিবাস। এই উচ্চ দৃষ্টি ব্যতীত প্রকৃত শান্তি মেলে না; ভগবান সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান জন্মে না। যদি ক্ষণকাল এস্থানে যাপন কর, তবেই চিরকাল এস্থানে বাস তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে।

*　　*　　*

যত দুঃখ, পাপ সন্দেহ ও আশঙ্কা সকলই স্ব-কৃত। ইচ্ছা করিলে তুমি ইহাতে লগ্ন হইয়া থাকিতে পার, আবার এ সকল পরিত্যাগও করিতে পার। ইচ্ছা করিলে অশান্তি ভোগ করিতে পার, আবার ইচ্ছায় শান্তিতেও বাস করিতে পার। সত্য পথে বিচরণ ও সত্য পথ দর্শন ভিন্ন শিক্ষার আর পন্থা নাই। তোমাকে এই পথে বিচরণ করিতে হইবে। আত্মার বন্ধন সব ছিন্ন কর ; শান্তির যাহা প্রতিবন্ধক, তাহা দূর কর। কেবল তোমার নিজের চেষ্টাতেই তুমি শান্তি ও স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

শান্তি ও আনন্দ তোমার একান্তই সন্নিকট। যদি তাহা না দেখিতে পাও, যদি তাহার বার্তা না শোন, যদি তাহার মধ্যে বাস না কর, তবে বুঝিতে হইবে তুমি নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ এবং অন্যায়, অসত্য সঙ্গ তোমার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিবে, তাহাই ভবিষ্যতে তোমাকে গড়িয়া তুলিবে। তোমার ইচ্ছা তোমাকে নবজীবন দান করিয়া মহৎ করিয়া তুলিবে। নিজেকে সংশোধন করিতে আরম্ভ কর। ইহাই

একদিন তোমাকে শান্তির রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। যদি অবহেলা কর, তবে দুঃখ ও যাতনা তোমার সঙ্গী হইবে। জীবনের যত দুঃসহ ভাবনা, যত উত্তেজনা, সব দূরে সরাইয়া ঊর্দ্ধ গ্রামে বাস কর। স্বার্থ-জনিত যে তাপ তাহা দূর কর এবং ভিতরের শান্তি-রাজ্যে প্রবেশ কর। সেখানের শীতল হাওয়া তোমাকে শান্ত করিয়া নবজীবন দান করিবে।

পাপ ও দুশ্চিন্তার প্রবল বেগ প্রশমিত কর। শান্তি-নিলয় এত নিকটে থাকিতে, দুঃখ কষ্টের আঘাতে কেন এত বিড়ম্বিত ও নিপীড়িত হইতেছ? তোমার ভিতরে যে পশুত্বের ভাব তাহা প্রশমিত কর। যত স্বার্থ, যত অমিলন, যত অপ্রেম, তাহার উপরে জয় লাভ কর। তোমার নীচ স্বার্থবুদ্ধিকে প্রেমের অপরূপ রূপে পরিবর্তিত কর; জীবনে প্রকৃত শান্তি তখনই অনুভব করিতে পারিবে।

সংগ্রামে জয়ী হও; তবেই মরণের অন্ধকার সমুদ্র পার হইয়া এমন এক নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে, যেখানে দুঃখ, কষ্ট, পাপ, সন্দেহ কিছুই আর তোমাকে বিচলিত করিতে

পারিবে না ; তোমার ভবিষ্যৎ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে না। এই নিরাপদ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র, প্রেমপূর্ণ ও নবভাবে জাগ্রত হও।

আত্ম-সংযম কর এবং অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হও ; তবেই পাপ, দুঃখ, যাতনার প্রকৃত মর্ম জানিতে পারিবে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। তোমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও ফলাফল তখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহাই নির্মল বোধ, ইহাই অক্ষয় প্রেম, ইহাই পূর্ণ শান্তির অপূর্ব অনুভূতি।